পিশাচোদ্ধার।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস

প্রণীত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।।"

শকুন্তলা।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭০ সাল।

বিজ্ঞাপন।

নহুষ নন্দন রাজা যযাতির, দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র তুর্ব্বসুর প্রতি অভিসম্পাত। এবং ভারতবর্ষের প্রচলিত রীতি নীতির অসঙ্গতত্তা অবলোকনে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নানা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আমি পিশাচোদ্ধার নামক এই গ্রন্থ খানি প্রচারিত করিতেছি অতএব মহোদয়গণ, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই পিশাচোদ্ধারকে পাঠ করিলে আমি শ্রমকে সফল বোধ করিব।

তারিখ ১ ভাদ্র
১২৭৩ শাকা। } শ্রীনবীনচন্দ্র দাস

অশুদ্ধ সংশোধন।

পত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭ পাত	বশিষ্ঠ	বিশ্বামিত্র
২৬ ঐ	ডেকের পলায়ণ	পত্রপ্রেরণ
৩৪ ঐ	কৃষ্ণ	ব্রহ্ম

মঙ্গলাচরণ।

নমো ব্রহ্ম সনাতন, অনাদি পরম ধন,
বিশ্বসৃষ্টি তব কৃত হয়।
তুমি প্রভু নিরঞ্জন, আত্মারূপে হও মন,
জীবঘটে সর্ব্বলোকে কয়॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি, জীব প্রতি রাখ দৃষ্টি,
তেঁই জীব বিপদেতে তরে।
নতুবা এ সাধ্য কার, রাখে জগতের ভার,
তব কৃপা নৈলে জীব মরে॥
মনুষ্য কি জন্তুগণ, কীট পতঙ্গের মন,
যে রূপে ফিরাও তাই ফিরে।
মুনি কিম্বা দেব যত, তব চিন্তা অবিরত,
করয়ে ভাসিয়া বাষ্পনীরে॥
রসাতল ঊর্দ্ধ ভূমি, সকলি স্থাপিলে তুমি,
তুমি প্রভু জগত-ঈশ্বর।
বাল্মীকি নারদ আদি, তেয়াগিয়া রিপু বাদী,
তব চিন্তা করিল বিস্তর॥
তব তত্ত্ব জানিবারে, ব্যাস বেদ অনুসারে,
ভ্রমণ করয়ে নানা বনে।
মুনিগণ সঙ্গী হয়ে, বহু দুঃখ ক্লেশ সয়ে,
ভারত নামেতে গ্রন্থ ভণে॥
শুকদেব মহাকবি, যাঁরে ভয় করে রবি,
তোমার সাধক সেই জন।
লোভ মোহ সব বধি, তব চিন্তা নিরবধি,
পদ্মাসহ হয়ে এক মন॥

তুমিব্রহ্ম সর্ব্ব মূল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থূল,
পরম পুরুষ পরাৎপর।
তেজোময় কলেবর, সকল জীবের পর,
দেখা যায় পরম সুন্দর॥
পন্নগ গমন করে, ত্রিভঙ্গ মূরতি ধরে,
হেলে দুলে বন মাঝে যায়।
যখন সে দেখে নরে, বিবরে প্রবেশ করে,
সরল করিয়া নিজ কায়॥
সেই রূপ যত নর, ভজে অন্যে পরস্পর,
আসন্ন কালেতে ব্রহ্ম বলে।
তোমা বিনা গতি নাই, তুমি ব্রহ্ম সর্ব্ব ঠাঁই,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল স্থলে॥
কেহ শিবে বলে ব্রহ্ম, না বুঝিয়া আদি মর্ম্ম,
কেহ ব্রহ্ম বলে শ্রীকৃষ্ণেরে।
কেহ বলে ব্রহ্ম শক্তি, না বুঝে করয়ে উক্তি,
মুক্তিপদে শেষে পড়ে ফেরে॥
গণেশাদি সূর্য্য দেবে, ব্রহ্ম বলি সবে সেবে,
পঞ্চ মত করি ভজে তায়।
ছিন্ন ভিন্ন করে ধর্ম্ম, না বুঝি পদবী মর্ম্ম,
অন্তে জীব বহু কষ্ট পায়॥
শক্তি কৃষ্ণ সূর্য্য শিব, তোমা হৈতে জন্মে জীব,
গণেশাদি যত দেবগণে।
স্থলচর জলচর, সৃষ্টি কৈলে পর পর,
কৃপায় ইচ্ছিয়া নিজ মনে॥
তব মর্ম্ম বুঝা ভার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
সাকার আকার তুমি ধর।

বিশ্বনাথ বিশ্বাকর, জীব প্রতি দয়া ধর,
তব লীলা কি বুঝিবে নর ॥
অনাদি পুরুষ তুমি, জল স্থল স্বর্গ ভুমি,
মহীরুহ প্রভৃতির পতি ।
জগতের জীব যত, সকলি তোমায় গত,
তোমা বিনা নাহি অন্য গতি ॥
আমি অতি দীন নর, মনেতে হয়েছে ডর,
কি রূপে হইব ভবে পার ।
অজ্ঞানত্ব কর দূর, লয়ে চল শ্রেষ্ঠ পুর,
তুমি এক জগতের সার ॥
দয়া কর দীনহীনে, দাস আছে অতি ক্ষীণে,
এই নিবেদন তব ঠাঁই ।
কারুণ্য রসেতে রসি, প্রকাশিয়া জ্ঞান শশী,
দিলে প্রভু পরিত্রাণ পাই ॥

নির্ঘণ্ট পত্র।

যযাতি বিবরণ।

নহুষের পুত্র যে যযাতি মহাশয়।
ক্রমেতে তাহার পুত্র পঞ্চজন হয়॥
যদু আর তুর্ব্বসুর মাতা দেবযানী।
বেদব্যাস ভারতে কহেন হেনবাণী॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র জন্মাইল তিনজন।
দ্রুহ্য, অনু, পুরু নামে হইল নন্দন॥
মৃগয়া করিতে যযাতির গতি হয়।
দৈবের ঘটনে শুক্র কন্যা পরিণয়॥
দৈত্যের দুহিতা আর শুক্রের কুমারী।
সরোবরে গিয়াছিল ক্রীড়া অনুসারি॥
জলে গিয়া উভয়ের বিবাদ হইল।
কূপমধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে ফেলে দিল॥
কূপেতে পড়িয়া কন্যা কান্দে উভরায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে না দেখে উপায়॥
সহচরী সঙ্গে করি দৈত্যের দুহিতা।
গৃহে গিয়া না কহিল এসব বারতা॥
মৃগ অনুসন্ধানি যযাতি মহাশয়।
দৈবযোগে তথা আসি উপনীত হয়॥
ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি বিস্মিত হইয়ে।
কূপমধ্যে মহারাজ দেখিলেন চেয়ে॥
সু-বর্ণ সুবর্ণ প্রায় তাঁহার লাবণ্য।
দেখিয়া কন্যার রূপ বলে ধন্য ধন্য।

রাজা বলে কহ শুনি কিসের কারণ।
এহেন গম্ভীর কূপে হইলে পতন।।
কাহার নন্দিনী তুমি কহ হে সুন্দরি।
দেখিয়া তোমার দুঃখ দুঃখানলে মরি।।
কেন তুমি এতকষ্ট ভোগিছ শরীরে।
কহ শুনি কে তোমায় ফেলিল গভীরে।।
বিবাহ করহ মোরে শুন নববালা।
রাখিব তোমারে আমি করি রত্নমালা।।
তাহা শুনি দেবযানী মৃদুস্বরে কয়।
শুক্রাচার্য্য পিতা মম শুন মহাশয়।।
শুনিয়া ভীষণ বাক্য ছিন্ন হয় আশা।
যেমত জনেক ভাঙ্গে পক্ষিণীর বাসা।।
ত্বরায় উদ্ধারি তাঁরে যযাতি রাজন।
জানিলেন মুনিকন্যা মান্যের ভাজন।।
স্তুতিবাদ বহুবিধ প্রয়োগ করিয়া।
মৃগয়া করিতে গেলা সৈন্যেতে মিলিয়া।।
নিরাপদ হয়ে তবে শুক্রের নন্দিনী।
গৃহে গিয়া জনকেরে কহিল কাহিনী।।
শুন পিতা শর্ম্মিষ্ঠা সহিত সরোবরে।
গিয়েছিনু তথা স্নান করিবার তরে।।
দুর্ব্বৃত্তা শর্ম্মিষ্ঠা সেই বিবাদের ছলে।
কূপমধ্যে নিক্ষেপিলা ধরি কলেবলে।।
বহুকষ্টে বনমধ্যে রেখেছি জীবন।
উদ্ধার করিল মোরে যযাতি রাজন।।
শুনিয়া সকল কথা মুনি মহাশয়।
কলেবর করিলেন ক্রোধে অগ্নিময়।।

ততঃক্ষণে শুক্রমুনি ত্যজিলেন ঘর।
উপস্থিত হইলেন যথা দৈত্য বর॥
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রায় লোমকূপে জ্বলে।
দাঁড়ালেন নৃপ-অগ্রে যজ্ঞসূত্র গলে॥
আহ্বান করিয়া বলে শুন নৃপবর।
এত দিনে তুমি মোরে ভাবিয়াছ পর॥
তব কন্যা আর মম পুত্রী দেবযানী।
সরোবরে গিয়াছিল ক্রীড়া অনুমানী॥
তোর কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সে বড়ই কঠিন।
আমার তনয়া হয় সামর্থ্য বিহীন॥
বৃথা কথা লইয়া উভয়ে দ্বন্দ্ব করে।
আমার কন্যারে ফেলে কূপের ভিতরে॥
যযাতি নামেতে রাজা উদ্ধারিলে পরে।
বহুকষ্টে প্রাণ রাখি আনিয়াছে ঘরে॥
তবরাজ্য ত্যাগ আমি করিব নিশ্চয়।
ক্ষত্রিয় রাজার কাছে লইব আশ্রয়॥
প্রাণের সমান মম পুত্রী দেবযানী।
তাঁর দুঃখে তেয়াগিব তব রাজধানী॥
এতেক শুনিয়া তবে দৈত্য-অধিপতি।
চরণে ধরিয়া তাঁর করিল মিনতি॥
নির্ব্বোধ বালিকা মম শর্ম্মিষ্ঠা সন্তান।
যথোচিত দণ্ড তাঁর করিব বিধান॥
শুক্র বলে শুন তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
মম কন্যা-আজ্ঞা মত কর নৃপবর॥
আমার তনয়া যাহা তোমারে কহিবে।
সেই রূপ দণ্ড তুমি তাহার করিবে॥

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা অঙ্গীকার করে।
শুক্রমুনি আপন কন্যারে আনে পরে॥
যোড় হাত করি রাজা কহিল কাহিনী।
কি দণ্ড করিব বল ঠাকুর নন্দিনী॥
দেবযানী বলে তবে শুন দৈত্যপতি।
তোমার তনয়া হয় বড় দুষ্ট মতি॥
বস্ত্র হেতু ফেলে মোরে কূপের ভিতরে।
উপযুক্ত দণ্ড বিধি কর তার তরে॥
শুক্রের কন্যার ক্রোধ দেখি অতিশয়।
পুত্রী-স্নেহে মহারাজা পাইলেন ভয়॥
ক্ষম অপরাধ তুমি গুরুর তনয়া।
আমার কন্যার প্রতি হওগো সদয়া॥
রাজায় কাতর দেখি মনে মনে হাসি।
কহিলেন তব কন্যা হবে মম দাসী॥
অগত্যা জানিয়া রাজা করিল স্বীকার।
কিন্তু অন্তরেতে দুঃখ হইল অপার॥
তার পর মুনিবর গৃহেতে আসিয়া।
কথোপকথন কন কন্যাকে লইয়া॥
কন্যার যে অভিপ্রায় দাসীমুখে শুনি।
কপিল নামেতে শিষ্য ডাকাইল মুনি॥
শুক্র বলে শুন বৎস আমার বচন।
আনিবারে যাহ তুমি যযাতি রাজন॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য কপিল সুঠাম।
উপস্থিত হইলেন যযাতির ধাম॥
রাজার সম্মুখে তবে দাড়াইল গিয়া।
শান্তিযুক্ত ব্রাহ্মণ দেখিয়া কাঁপে হিয়া॥

সম্ভ্রমে উঠিল চন্দ্রবংশ-সুধাকর।
আগচ্ছ আগচ্ছ বলি ডাকেন বিস্তর॥
সভামধ্যে প্রবেশিল মুনি মহাশয়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি মুনি প্রতি কয়॥
কহ দেখি মুনি তবে কিসের কারণ।
এ দাসের গৃহে তব হয়েছে গমন॥
কপিল বলেন শুক্র পাঠান আমায়।
আদেশ হয়েছে তাঁর লইতে তোমায়॥
তাঁহার তনয়া আছে দেবযানী নামে।
তোমাকে দিবেন বিভা চল সেই ধামে॥
শুনিয়া সম্পূর্ণ রাজা হইল উল্লাস।
পূর্ব্বকৃত স্মরি তবে জন্মিল বিশ্বাস॥
সেইক্ষণে আগমন করে নৃপরায়।
উভয়েতে রথোপরি শুক্রালয়ে যায়॥
মুনির আশ্রমে পরে উত্তীর্ণ হইল।
শুভক্ষণ দেখি মুনি কন্যা প্রদানিল॥
তত্পর মুনিরাজ রাজা প্রতি বলে।
পালিও আমার কন্যা পরম কুশলে॥
প্রাণের সমান মম কন্যা দেবযানী।
তেমনি লক্ষণযুক্ত তুমি হেন মানী॥
যতনে রাখিবে বাছা আমার তনয়া।
অপরাধ করে যদি দিওহে অভয়া॥
স্নেহবাক্য বলি মুনি বিদায় করিল।
মুনির চরণরেণু দম্পতী লইল॥
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধা ছিল দৈত্যসুতা।
দম্পতীর সঙ্গে যায় হয়ে দুঃখযুতা॥

রাজা বলে কহ প্রিয়া এ কাহার কন্যা।
স্বর্ণলতা প্রায় দেখি ত্রিভুবনধন্যা ॥
সমভিব্যাহারী হয় কোন প্রয়োজন।
বিশেষিয়া প্রিয়তমা কহ বিবরণ ॥
শুনিয়া রাজার কথা কহে হাসি হাসি।
দৈত্যের দুহিতা এই হয় মম দাসী ॥
রাজা বলে কহ প্রিয়া একি অসম্ভব।
প্রধান দৈত্যের কন্যা দাসী হয় তব ॥
দেবযানী বলে নাথ করি নিবেদন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ ॥
যদবধি কূপ হতে উদ্ধার আমায়।
তদবধি দাসী হয় কহিনু তোমায় ॥
সেই যে বিষম কূপ অন্ধকার ঘোর।
ফেলে ছিল বলে ইনি দাসী হন মোর ॥
এইরূপে রাজা রাণী কথোপকথনে।
উপনীত হইলেন আপন ভবনে ॥
রথের গমন দেখি যত কুলনারী।
সম্মুখে দাঁড়ায় সবে শঙ্খধ্বনি করি ॥
দম্পতী দেখিয়া সবে প্রশংসা করিল।
ধন্য এই মুনিকন্যা রাজাকে বরিল ॥
এই রূপে রামাগণ ধন্যবাদ দিয়া।
নানামত প্রশংসা করিল গৃহে গিয়া।
মুনির তনয়া সঙ্গে নামিল রাজন।
মহোৎসবে বাদ্যকর বাজায় বাজন ॥
বিধিমতে বরণ করিল রামাগণে।
সামান্য নবীন দাস এই পদ্য ভণে ॥

শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি।

পরম কৌতুকে রাজা প্রাসাদে রহিল।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রহেতু বিপদে পড়িল॥
মুনির কন্যার পুত্র জন্মে দুই জন।
পূর্ব্বে উক্ত করিয়াছি নাম নিরূপণ॥
পুত্র দেখি মহানন্দ হন নরপতি।
দৈবযোগে শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
রাজার নিকটে গিয়া দৈত্যের দুহিতা।
কৃতাঞ্জলিপুটে কয় আপন বারতা॥
প্রণাম করি হে রাজা রাখ মম মান।
ঋতুমতী হয়ে আছি দেহ পুত্র দান॥
স্বামীহীনা হই আমি অনাথা যে নারী।
পুত্রদান দিয়ে ভবে হওহে কাণ্ডারী॥
প্রার্থনা করিল সিদ্ধ রাজা মহাশয়।
ক্রমেতে শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভে তিন পুত্র হয়॥
তাহাদের নাম পূর্ব্বে আছয়ে নির্ণয়।
বেদব্যাস ভারত মধ্যেতে যাহা কয়॥
ভিন্ন অট্টালিকে ছিলা দৈত্যের দুহিতা।
সেই হেতু দেবযানী না জানে বারতা॥
বহু দিনান্তরে তবে রানী দেবযানী।
বিহার করিতে যায় বসন্ত বাখানি।
চন্দ্রবংশ-অবতংস চলিলেন সঙ্গে।
উদ্যান বিহারে ধনী যায় মহারঙ্গে॥
রাজভবনের প্রান্তে ছিল যে উদ্যান।
তথায় বিহার হেতু করেন প্রস্থান॥

দৈবযোগে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র তিনজনে।
সেই উপবনে খেলে আনন্দিত মনে॥
সহসা দেখিয়া রাণী হইল বিস্ময়।
রাজার পুত্রের প্রায় কাহার তনয়॥
নিকটস্থ হয়ে রাণী জিজ্ঞাসে কারণ।
তোমরা কাহার পুত্র কহ বিবরণ॥
কিজন্যেতে আসিয়াছ এই উপবনে।
বলদেখি তোমাদিগে আনে কোন জনে॥
এতশুনি পুত্রগণ নিবেদিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র মোরা এই মাত্র জানি।
দেবযানী বলে তবে কহ সত্য কথা।
কাহার ঔরসে জন্ম কেবা হয় পিতা॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা নাহি সরে বাণী।
পুত্রগণ বলে তবে শুন ঠাকুরাণী॥
অঙ্গুলি হেলায়ে তারা রাজাকে দেখায়।
শুনি ক্রোধে দেবযানী অগ্নিতুল্য প্রায়॥
রাজার অন্যায় দেখি শুক্রের নন্দিনী।
উষ্মাযুক্তা পিত্রালয়ে যায় বিনোদিনী॥

শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদর্শনে দেবযানীর পিত্রালয়ে গমন।

দেখি তবে মহারাজ পাইলেন ভয়।
ফিরে এসো ওহে প্রিয়া বিনয়েতে কয়॥
একবার ক্ষম দোষ স্বামী মনে গনি।
লঘুপাপে গুরু দণ্ড করোনা হে ধনি॥

কভুই কুকর্ম্ম যদি করিয়াছি আমি।
বিচারিয়া দেখ প্রিয়া তবু তব স্বামী ॥
রাজার সে কথা রাণী না শুনে শ্রবণে।
উপনীত হলো গিয়া পিতার ভবনে ॥
অশ্রুধারা বহে আঁখি কান্দে উভরায়।
পিতার চরণ ধরি কহে ক্রোধকায় ॥
শুন পিতা যযাতি রাজার সমাচার।
শর্ম্মিষ্ঠার সহ সেই করে ব্যবহার ॥
স্বচক্ষে দেখিয়া পিতা সহিতে না পারি।
কি করিব পিতা আমি অবলা যে নারী ॥
তেকারণে আইলাম নিকটে তোমার।
যাহা হয় উপযুক্ত করগো বিচার ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধে রক্তবর্ণ যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
হেনকালে যযাতি তথায় উপস্থিত।
রাজাকে দেখিয়া মুনি কহে সম্বুচিত ॥
ওরে মূর্খ চন্দ্রবংশে তুই কুলাঙ্গার।
ভূপতি হইয়া তোর হেন কুব্যাভার ॥
রাজ্যের ঈশ্বর হয়ে কুকর্ম্ম অপার।
শাপ দিনু জরা দেহ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া ভীষণ শাপ মনে পায় ভয়।
মুনির চরণ ধরি কাতরেতে কয় ॥
শুন প্রভু দৈত্যগুরু মুনি মহাশয়।
এতাদৃশ শাপ কভু উপযুক্ত নয় ॥
জামাতা বলিয়া দোষ ক্ষমগো আপনি।
যেমন তনয়া তব আমিগো তেমনি ॥

বহুশাস্ত্রে শুনিয়াছি কুসন্তান হয়।
পিতা কভু কুপিতা না হয় মহাশয়॥
অপরাধ ক্ষমা মম কর ওহে শ্বশুর।
না বুঝিয়া একবার করেছি কোশুর॥
চরণ ধরিয়া রাজা করিলেন স্তুতি।
কারুণ্য রসেতে মুনি আর্দ্র হৈল অতি॥
প্রসন্ন হইয়া তবে ভৃগুর কুমার।
কহেন রাজার প্রতি উপায় তাহার॥
তব জরা অন্যে দিয়া লহগে যৌবন।
কেবল উপায় এই আছেহে রাজন॥
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি প্রতীকার।
শুনহ যযাতি আমি কহিলাম সার॥

রাজা যযাতির, জরাগ্রহণার্থ পুত্রগণকে আহ্বান।

এতেক শুনিয়া তবে নহুষ নন্দন।
পুনর্ব্বার স্বদেশেতে করিল গমন॥
আপনার সিংহাসনে বসে নৃপমণি।
পাত্র মিত্র দুঃখানলে দুঃখে ইহা গণি॥
পুত্রগণে জরা দিয়া লইতে যৌবন।
আনাইল মহারাজ সব পুত্রগণ॥
যদু নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকে দণ্ডধর।
পুত্র প্রতি চাহি তবে বলে নৃপবর॥
ওহে বৎস তুমি হও গুণের আকর।
তোমার গুণের কথা কহিতে বিস্তর॥

পিতৃদুঃখ নিবারিতে তোমার উচিত।
মনোযোগ করি পুত্র করহ বিহিত॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হও তুমি কি কহিব আর।
কিছু দিন গ্রহণ করহ পিতৃ ভার॥
শুক্রশাপে জরা দেহ হয়েছে আমার।
এই জরা লৈতে পুত্র উচিত তোমার॥
রাজ্য উপভোগে মম না পূরে বাসনা।
সেই হেতু জরা দিতে করেছি কামনা॥
সহস্র বৎসর পরে পাইবে যৌবন।
এই জন্য ডাকিয়াছি শুন বাছাধন॥
পিতার আদেশ শুনি যদুবর কয়।
জরা গ্রহণেতে পিতা বড় করি ভয়॥
জরায় সর্ব্বদা দেহ অসুস্থ যে থাকে।
বহু দুঃখ পাব পিতা জরার বিপাকে।
হেন জরা আমি নাহি লইব কখন।
উপস্থিত আছি পিতা যা কর এখন॥
এতেক শুনেন যদি পুত্রের ভারতী।
ক্রোধে তার প্রতি শাপ দিলেন ভূপতি॥
পুত্র হয়ে পিতৃ বাক্য না কৈলি পালন।
শাপ দিনু তোর বংশে না হবে রাজন।
সেই বংশে জন্মিয়াছিলেন নারায়ণ॥
গোপিকা লইয়া লীলা করে বৃন্দাবন॥
ভূভার হরণ হেতু দেব নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আগমন॥
ভবসাগরের মধ্যে যে নাম রসাল।
সেই নামে সদাশিব জয় করে কাল॥

তুর্ব্বসু নামেতে ছিল দ্বিতীয় সন্তান।
তুর্ব্বসু তুর্ব্বসু বলি করেন আহ্বান॥
যোড় হাত করিয়া তুর্ব্বসু বীরবর।
আইলেন যথায় বসিয়া নৃপবর।
পুত্রকে দেখিয়া তবে যযাতি কহিল।
শুক্র শাপে মম দেহ জরাজীর্ণ হল॥
এই জরা লহ পুত্র সহস্র বৎসর।
পিতৃ উপকারে তুমি হওরে তৎপর॥
সহস্র বৎসর পরে পাইবে যৌবন।
নবীন দাসের মতে উচিত গ্রহণ॥
পিতৃবাক্য শুনিয়া তুর্ব্বসু বীরবর।
জরা গ্রহণেতে তাঁর কাঁপে কলেবর॥
ভয় পেয়ে বীরবর মুক্তকণ্ঠে কয়।
জরাগ্রস্ত হতে পিতা মম সাধ্য নয়॥
এত শুনি মহারাজ রুষ্ট হৈল অতি।
উৎকট বিষম শাপ দিল তার প্রতি॥

রাজা যযাতির তুর্ব্বসুকে ম্লেচ্ছদেশে গমনে অভিসম্পাত।

ওরে মূর্খ কুসন্তান কহিলি এমন।
এইক্ষণে ম্লেচ্ছদেশে করহ গমন॥
পুত্র হয়ে পিতার না কৈলে উপকার।
ধর্ম্মপথ না মানিলে করি অবিচার॥
শাপ দিনু ম্লেচ্ছ তুই হইবি নিশ্চয়।
তোর বংশ ম্লেচ্ছদেশে রাজা যেন হয়॥

ব্যবহৃত না হইবি রবি দেশান্তরে।
ভারত বর্ষের লোক না ছুঁইবে পরে॥
শাপ শুনি তুর্ব্বসুর চিন্তাযুক্ত মন।
পিতার চরণ ধরি বিনয়েতে কন॥
অপরাধ ক্ষমা মম কর মহাশয়।
জাতির বাহির হবো পাই বড় ভয়॥
কৃপা করি শাপমুক্তি করগো রাজন।
জ্ঞানহীন পুত্র তব অপ্রিয় ভাজন॥
কত দিন রবো পিতা অস্পর্শীয় হয়ে।
এইরূপ নানাস্তব করে সবিনয়ে॥
পুত্রকে কাতর দেখি কহেন বিশেষ।
ভয় নাই বলি পুত্রে আশ্বাসে অশেষ॥
কলিযুগে তব বংশ হবে দণ্ডধর।
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হবে গুণে রত্নাকর॥
সেই কালে মহামান্য হইবে নিশ্চয়।
ভয় নাই ওরে পুত্র হওরে নির্ভয়॥
তোমার তনয়গণ হইবেক রাজা।
শিষ্টেরে পালিবে দুষ্টে দিবে বহু সাজা॥
ব্রহ্মধর্ম্ম আশ্রয় করিবে তারা সব।
ভাল মন্দ বুঝি লবে করি অনুভব॥
তস্করের দল যত আর দস্যুগণে।
শুন বৎস তব বংশ রাখিবে শাসনে॥
ইংরাজ উপাধিতে বিখ্যাত হইবে।
মহামান্য হয়ে তারা জগতে পশিবে॥
শুন পুত্র কলিযুগে তব বংশগণ।
ম্লেচ্ছের অবস্থা হেতে হইবে মোচন॥

আর কহি শুন বৎস্য বঙ্গের কারণ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈস্য শূদ্র যত জন॥
তোমার বংশের তারা অধীন হইবে।
ব্রাহ্মণেরা নমস্কার অবশ্য করিবে॥
পিতার বচন শুনি তুর্ব্বসু প্রবীর।
যোড় হাত করি বীর কহে অতিধীর॥
শুন পিতা কি কহিলে একি চমৎকার।
ব্রাহ্মণ হইয়া তারা হবে নমস্কার॥
যার শাপে ধ্বংশ হয় সবংশে সগর।
যার কোপে পরীক্ষত মরেন সত্বর।
যার পদচিহ্ন হৃদে ধরে নারায়ণ।
তাঁর বংশ নমস্কার হবে কি কারণ॥
রাজা বলে শুন তবে ওহে পুত্রবর।
সেই হেতু হীন হবে কহি অতঃপর॥
ভৃগুমুনি নাথি যবে মারে নারায়ণে।
তাহা দেখি লক্ষ্মী দেবী ক্রোধ কৈল মনে॥
ক্রোধাযুক্তা হয়ে লক্ষ্মী শাপিলেন তাঁয়।
ম্লেচ্ছের নিকটে যেন গর্ব্ব তোর যায়॥
প্রধান কারণ এই শুনরে কুমার।
দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে মিথ্যা লিখিবে অপার॥
তৃতীয়তঃ শূদ্রগণে পাদোদক দিবে।
সেই হেতু ব্রহ্মতেজঃ সব হারাইবে॥
শূদ্রের মস্তকে পদ করিয়া অর্পণ।
সেই পাপে দ্বিজগণ হইবে শাসন॥
ইংরাজের কাছে সব জারি জুরি যাবে।
উপযুক্ত দণ্ড দ্বিজ সেই কালে পাবে॥

তাহার জন্যেতে চিন্তা নাহিরে কুমার।
তোমার বংশের বৃদ্ধি হইবে অপার॥
তুর্ব্বসু কহিল পিতা বলগো আমায়।
এখন কি করি পিতা যাইব কোথায়॥
কোন দেশে ম্লেচ্ছদেশ নাহি আমি চিনি।
কিরূপে যাইব তথা কহগো কাহিনী॥
রাজা বলে কহি পুত্র শুন উপদেশ।
উত্তর দিকেতে আছে ইংলণ্ড প্রদেশ॥
সেই দেশ ম্লেচ্ছ হয় যাও তথাকারে।
এক্ষণে না মুক্তি পাবে কহি বারে বারে॥
আমার আদেশ তুমি না করিও আন।
আভরণ ফেলে পরে ইংরেজের চাপকান॥
দশরথ রাজার তনয় প্রভু রাম।
বনবাসী হন তিনি বিধি হয় বাম॥
কুঁজির বিপাকে তাঁর আভরণ যায়।
তুর্ব্বসুর দুর্দশা ঘটিল সেই প্রায়॥
শ্রীকৃষ্ণ জানিচ্ছে ধ্রুব যবে যায় বনে।
মহারণ্যে প্রবেশিল ভয়যুক্ত মনে॥
তার ন্যায় ভীত হয়ে যযাতি নন্দন।
মায়ের নিকটে তবে করিল গমন॥

যযাতির অভিশাপে তুর্ব্বসুর মাতৃসন্নিধানে গমন ও বিলাপ।

যযাতি দিলেন শাপ, তুর্ব্বসুর মনস্তাপ,
উত্তীর্ণ হইল মাতৃ স্থানে।

অশ্রুধারা চক্ষে বহে, অধিক কাতরে কহে,
বাষ্প-চক্ষে চেয়ে মাতৃস্থানে ॥
নিপতিত হয়ে পায়, স্তুতিবাক্য বলে মায়,
প্রণমিয়া জননী চরণে।
বিধাতা হইল বাম, তেয়াগিব নিজ ধাম,
তব পদ রাখিব স্মরণে ॥
মানদণ্ড সমপড়ি, যায় ভূমে গড়াগড়ি,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল।
শুনগো জননি বাপ, নিদারুণ দিল শাপ,
ম্লেচ্ছদেশে যাইতে হইল ॥
বিদায় করগো তুমি, যাই আমি ম্লেচ্ছভূমি,
আর না দেখিব শ্রীচরণ।
কোথা সেই ম্লেচ্ছদেশ, নাহি জানি উপদেশ,
ভয়ে মাতা হই বিবরণ ॥
শুনিয়া পুত্রের বাণী, কহিলেন দেবযানী,
রাখ পুত্র আমার বচন।
দেশান্তরে কেন যাবে, নানা দুঃখ ক্লেশ পাবে,
হেন কর্ম্ম না কর কখন ॥
আমার বচন ধর, এই দেশে বাস কর,
নাহি যেও রাজার নিকটে।
রাজা কৈল শাপান্তক, আমি হব উদ্ধারক,
শুন পুত্র কহি অকপটে ॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, কি রূপে রহিব ঘরে,
মৃতপ্রায় হবো অদর্শনে।
যখন চরম কাল, কাল হবে কালাকাল,
কে তারিবে তোমার বিহনে ॥

তুর্ব্বসু মাতাকে কহে, ভয়ে নাহি মন রহে,
অপরাধী হব অবশেষে।
শুন মাতা মম বাণী, লোকে হব অপমানি,
কুযশঃ ঘুষিবে দেশে দেশে॥
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, বিখ্যাত যেমন চন্দ্র,
সর্ব্বলোকে গায় যশঃ ঘোষে।
শুভক্ষণে জন্মে রাম, অযোধ্যায় ছিল ধাম,
যার নামে সিন্ধুজল শোষে॥
পঞ্চম বর্ষীয় কালে, তাড়িকার মায়া জালে,
পড়িয়া ছিলেন দাশরথি।
বাণাঘাতে রাক্ষসীরে, খণ্ড খণ্ড করি চীরে,
বিনাশ করেন রাম তথি॥
পরে রাম দয়াময়, বধেন রাক্ষসচয়,
যত মুনিগণের আদেশে।
রক্ষা করি ঋষিগণে, বশিষ্ঠ মুনির সনে,
চলিলেন জনকের দেশে॥
পথে তরী সোণা করি, চলেন বশিষ্ঠ ধরি,
কর্ণধার ধরে আসি পায়।
দয়া করি রঘুপতি, তারে দেন দিব্য গতি,
নাবিক ফিরিয়া ঘরে যায়॥
অহল্যা গৌতম শাপে, পাষাণ হইয়া চাপে,
বসিয়া ছিলেন অরণ্যায়।
রঘুনাথে করি সঙ্গে, বশিষ্ঠ পরম রঙ্গে,
ক্রমে ক্রমে উপনীত তায়।
পদরেণু বায়ুভরে, পড়িল পাষাণোপরে,
অহল্যা পূর্ব্বের দেহ পায়।

রামে নমস্কার করি, অহল্যা হরিকে স্মরি,
চলিলেন গৌতম যথায় ॥
মৈথিলী নামেতে কন্যা, জনকের ছিল ধন্যা,
রাম তাঁরে করে পরিণয় ।
হরধনুঃ ভাঙ্গি রাম, পূরাইলা মনস্কাম,
তদবধি সীতা নারী তাঁর হয় ॥
দৈবে বিধি হয় বাম, দুর্বিপাকে পড়ে রাম,
সীতা সহ বনে প্রবেশিল ।
ভরতের গর্ভধারী, রাম প্রতি ঈর্ষা ভারী,
সেই নারী বহু দুঃখ দিল ॥
পিতৃসত্য পালিবারে, ভ্রমে তদ অনুসারে,
জানকী লক্ষ্মণ সমীভ্যারে ।
হায় মরি হেন ভাই, ত্রিভুবনে তুল্য নাই,
সর্ব্বদা রামের হিত করে ॥
তিনজনে যায় বনে, বহুদুঃখ পেয়ে মনে,
উপনীত গুহক প্রদেশে ।
ভ্রমিয়া অনেক বন, ক্ষুধাতুর তিনজন,
তথা রহে গুহকের আদেশে ॥
গুহকে পবিত্র করি, চলিলেন রাবণ-অরি,
উপস্থিত পঞ্চবটীবনে ।
শুন ভ্রাতা মম বাণী, রামায়ণ ধন্য মানি,
মহাকবি বাল্মীকি যা ভণে ॥
পঞ্চবটীবনে রাম, রহিলেন গুণধাম,
লক্ষ্মণ জানকী লয়ে সঙ্গে ।
আপন বনিতা লয়ে, মুনিগণ সঙ্গী হয়ে,
তথায় রহেন মহারঙ্গে ॥

শুন মাতা দৈবরীতে, রাবণ হরিল সীতে,
লয়ে গেল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
উভয়েতে দুই ভাই, পর্ণশালে ছিল নাই,
সেই কালে সীতা কৈল চুরি॥
পরে রাম গৃহে আসি, সীতা না দেখিয়া ত্রাসি,
শোকানলে কান্দিয়া আকুল।
বনে বনে ভ্রমে রাম, বলে বিধি হৈলে বাম,
প্রিয়াশোকে চিন্তিয়া ব্যাকুল।
জটায়ু নিকটে যান, উপদেশ তথা পান,
রাবণ হরিল তাঁর নারী।
শুনি তবে দাশরথি, মূর্চ্ছাগত হন তথি,
লক্ষ্মণ কাতর দুঃখে ভারী॥
স্নিগ্ধ হয়ে রঘুপতি, সাহসে করিয়া মতি,
সহায় করেন কপিগণ।
বানর সহায় করি, মৃত্যুভয় পরিহরি,
রত্নাকর নিকটে গমন॥
রামাজ্ঞায় হনুমান, সীতা অন্বেষণে যান,
পবন উৎপন্ন করে যারে।
খোজে লঙ্কা ঘরে ঘরে, পুষ্পবনে যায় পরে,
বহুকষ্টে পায় হনু তাঁরে॥
অশোক কিংশুক বন, দৃষ্টি করে অনুক্ষণ,
দেখিলেন সীতা চন্দ্রমুখী।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, বেদনিত নিরন্তর,
রামের শোকেতে হয়ে দুঃখী॥
দেখি তবে হনুমান, রামের নিকটে যান,
কহিলেন সব বিবরণ।

শুনি দুঃখে রঘুপতি, কাতর হইল অতি,
খেদেতে জানকীকারণ॥
সাগর বন্ধিয়ে বন্দি, করিলেন নানা সন্ধি,
উপনীত হৈল লঙ্কাপুরে।
বানরে করিয়া সঙ্গে, যুদ্ধেতে পরম রঙ্গে,
রাবণে বধিল বহুযুরে॥
বিভীষণে রাজ্য দিয়ে, দেশে যান সীতা নিয়ে,
উপস্থিত অযোধ্যার বাসে।
রাম সীতা হন রাজা, দুষ্ট লোক পায় সাজা,
যার নামে জলে শিলা ভাসে॥
পিতৃসত্য পালিবারে, যাইব সমুদ্র পারে,
শুন মাতা করি নিবেদন।
থাক মাতা স্থির হয়ে, চলিনু তোমারে কয়ে,
ইথে মাতা নাকর রোদন॥
প্রস্থান করিল বীর, স্নেহে বহে চক্ষে নীর,
চিন্তাযুক্ত কান্দিয়া আকুল।
কহিছে নবীন দাস, ছাড় মায়া মোহ আশ,
যাহ বীর না হও ব্যাকুল॥

তুর্বসুর ইংলণ্ডে গমন।

মায়ের নিকটে বীর বিদায় হইল।
বস্ত্র ফেলি টুপি আর ইজের লইল॥
কান্দিতে কান্দিতে যায় যযাতি নন্দন।
বহুদেশ এড়াইল আর বহু বন।
জ্ঞান নাহি পথে যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥
ইংলণ্ডেতে উপনীত হইলেক গিয়া॥

তথায় যাইয়া তবে যযাতি কুমার।
অগত্যা ম্লেচ্ছের সঙ্গে করিল ব্যাভার॥
ইংরাজ হইয়া তথা তুর্ব্বসু রহিল।
সন্তান উৎপত্তি হেতু বিবাহ করিল॥
ক্রমেতে তাঁহার পরে পুত্রগণ হয়।
কালক্রমে তুর্ব্বসুর গতি স্বর্গালয়॥
তুর্ব্বসুর পুত্র জন্মেছিল যত জন।
মহাবলবান্ তারা বুদ্ধিতে সুজন॥
যযাতির বরে আর লক্ষ্মীর কৃপায়।
বাহুবলে জয় করে যে দেশেতে যায়॥
অনেক প্রদেশ তারা জয় করি নিল।
নানা দেশে রাজা তারা হইয়া রহিল॥
ইউরোপে রহে কেহ কেহ ফ্রেঞ্চে যায়।
কেহবা জর্ম্মনি দেশে রাজ্যভার পায়॥
এমেরিকা দেশে কেহ করিল প্রস্থান।
কেহবা ইটালী দেশে লইলেক স্থান॥
এইরূপে নানাদেশে তুর্ব্বসুনন্দন।
হলণ্ড এস্কটলণ্ডে রহে কতজন॥
সেই বংশে উইলিয়ম নামেতে সন্ততি।
প্রথমে ইংলণ্ডে সেই হইল ভুপতি॥
দ্বিতীয়েতে উইলিয়ম নামে হয় রাজা।
শিষ্টেরে পালিয়া দুষ্টে দিল বহু সাজা॥
তৃতীয়েতে উইলিয়ম রাজা নামধর।
চতুর্থেতে উইলিয়ম রাজা তার পর॥
জর্জ্জের তনয় তিনি অতি গুণধাম।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মশীল গঠনে সুঠাম॥

আজানুলম্বিত বাহু সুন্দর আকার।
উন্নত ললাট তাঁর যেন গুণাধার।।
পাণ্ডুবংশে যুধিষ্ঠির যেমন সুধীর।
তাঁর ন্যায় উইলিয়ম বুদ্ধিতে গভীর।।
রাজত্ব পাইয়া উইলিয়ম্ মহাশয়।
কৌতুকে পালেন প্রজা হয়ে দয়াময়।।
রামের সমান রাজা প্রজার পালনে।
রণস্থলে মহাতেজাঃ শত্রুর দলনে।।
ইংলণ্ডের মধ্যে স্থান আছিয়ে লণ্ডন।
সেই খানে রাজধানী স্থাপিল রাজন।।
মুদ্রাতে আপন নাম কৈল নিরূপিত।
নানারূপ ধর্ম্ম করে যত রাজনীত।।
সুরপুর সম সেই লণ্ডন নগর।
সূক্ষ্ম বিচারেতে রাজা অধিক তৎপর।।
অগ্নি সম্বন্ধীয় রথ নির্ম্মায় রাজন।
মুহূর্ত্তে যতেক দেশ করয়ে ভ্রমণ।।
নানাদেশ জয় রাজা করে বাহুবলে।
বাষ্প সম্বন্ধীয় পোত চালাইল কলে।।
ইংলণ্ডের মধ্যে যত ছিল সদাগর।
সেই পোতে আরোহিয়া যায় দেশান্তর।।
ফ্রেঞ্চ আর আমেরিকা দ্রাবিড় দ্রবিড়।
নানা দেশে যায় তারা যথায় নিবিড়।।
রুষিয়া হলণ্ড যায় এফ্রিকার দেশে।
যথাকার লোক থাকে অতি হীনবেশে।।
যথা ইচ্ছা তথা যায় নাহি করে শঙ্কা।
সহজে প্রবেশে তথা বাজাইয়া ডঙ্কা।।

ভারতবর্ষেতে তারা আসি উপনীত।
বাণিজ্য করিতে সবে করে অবস্থিত॥
দেখিলেক জম্বুদ্বীপ মনোহর ময়।
উর্ব্বরা সকল ভূমি সর্ব্ব শস্য হয়॥
বিধিমত খাদ্য দ্রব্য অদ্ভুত দেখিল।
নানা জাতি শস্য দেখি বিস্ময় হইল॥
ফলাদি দেখিল তারা অতি মনোহর।
বহু দ্রব্য ক্রয় করি যায় নিজ ঘর॥
কিছুদিনে ইংলণ্ডেতে উত্তীর্ণ হইল।
ভারতবর্ষের কথা রাজাকে কহিল॥
শুনহ মহারাজ করি নিবেদন।
জম্বুদ্বীপ তুল্য স্থান নহে ত্রিভুবন॥
উর্ব্বরা সকল ক্ষেত্র অতি চমৎকার।
বহু শস্য জন্মে তথা অসীম অপার॥
এতেক ভারতী যদি শুনিল রাজন।
ড্রেক নামে সৈন্যাধ্যক্ষে ডাকেন তখন॥
রাজা বলে শুন ওরে ড্রেক সেনাপতি।
জম্বুদ্বীপ জয়হেতু যাও শীঘ্রগতি॥

ড্রেকের বিজয়ার্থে বাঙ্গালায় আগমন।

নানা উপদেশ তারে কহিয়া রাজন।
জম্বুদ্বীপ জয়হেতু করেন প্রেরণ॥
রাজার আদেশ পেয়ে ড্রেক বীরবর।
গোরা সহ আগমনে হইল সত্বর॥
মহাযোদ্ধা ইংলণ্ডীয় যত গোরা গণ।
সঙ্গেতে করিয়া বীর করিল গমন।

নানারূপ বাদ্য শব্দে উঠে কলরব।
সমুদ্রের কূলে তারা উত্তরিল সব॥
অস্ত্রাদি ধরিয়া তারা উঠে পোতোপরে।
যাত্রাকালে মঙ্গলার্থে বহু তোপ করে॥
একত্র হইয়া গোরা পোতে আরোহিল।
কল ঘুরাইয়া তবে জাহাজ ছাড়িল॥
বাষ্প সম্বন্ধীয় পোত বায়ুবেগে ধায়।
চতুর্দ্দিকে জলময় দেখি ভয় পায়॥
অবিরামে চলে পোত জল ভেদি যায়।
দিগাদিক্ নাহি জ্ঞান দেখে ধোঁয়া প্রায়॥
দিক্ নিরূপণ হেতু কম্পাশ দেখিল।
অচিরাতে সেতুবন্ধে আসি উত্তরিল॥
বামে সেতুবন্ধ রৈল দক্ষিণেতে লঙ্কা।
চালায় আগুনে পোত নাহি করে শঙ্কা॥
অবিলম্বে সাগরসঙ্গমে উত্তরিল।
যথায় সগরবংশ ধ্বংশ হয়ে ছিল॥
অধিক প্রবাহ দেখি বায়ানিল তায়।
অনন্তর উপনীত হৈল গঙ্গাতায়॥
দুই ধারে বৃক্ষ দেখে নবীন সুপাতা।
মুহূর্ত্তেকে জাহাজ আইল কলিকাতা॥
ক্রমেতে গোরার সঙ্গে তীরে উঠে বীর।
প্রান্তরে নির্ম্মিয়ে তাম্বু হয়ে অতি স্থির॥
তাম্বুর দ্বারীয় তথা পুরী নির্ম্মাইল।
নির্ভয়েতে মহাবীর তাহাতে রহিল॥
চতুর্দ্দিকে তাম্বু মধ্যে রহিলেক গোরা।
নিরবধি দাঁড়ায় বন্দুকে গুলি পোরা॥

বাসের সুলভ হেতু দুর্গ আরম্ভিল।
চারিদিকে বন কাটি ফারাক করিল॥
মুর্শিদাবাদের দুষ্ট নবাব এ শুনে।
ইংরাজ বিপক্ষ হৈল হেন মনে গুণে॥
সহসা শুনিল যদি নবাব সেরাজ।
বুঝিলেক ইংরাজ করিছে বিরাজ॥
সেই হেতু যুদ্ধ ইচ্ছা করিলেক মনে।
পরামর্শ করে সব উজীরের সনে॥
ঢাকায় যে রাজধানী ছিল বাদশার।
রাজবল্লভের প্রতি ছিল তার ভার॥
পাতশার পাত্র হয়ে ছিলেন ঢাকায়।
ক্রমেতে অনেক ধন করেন উপায়॥
দুরন্ত নবাব তারে কারারুদ্ধ করে।
গোপনেতে দূত পাঠাইয়া দিল পরে॥
সম্পত্তি লইতে তার সেরাজুদ্দলন।
লোক দ্বারা এই কথা করে আন্দোলন॥
রাজবল্লভের পুত্র নাম কৃষ্ণদাস।
অভিসন্ধি বুঝি সেই মনে পেয়ে ত্রাস॥
জাহাজ বোঝাই করে দিয়ে লতাপাতা।
গোপনে সম্পত্তি লয়ে আসে কলিকাতা॥
জগন্নাথ যাত্রাছলে করয়ে গমন।
কলিকাতায়েতে ক্রমে আইল তখন॥
ভয় পেয়ে ইংরাজের লইল শরণ।
শুনিয়া নবাব ক্রোধে অগ্নির বরণ॥
অভিসন্ধি বুঝি তবে সেরাজুদ্দলন।
ড্রেক সাহেবের প্রতি পাঠায় লিখন॥

আমার রাজ্যেতে গড় খাই করিও তুমি।
ইংরাজেরে কভু আর নাহি দিও ভূমি॥
তোমার আশ্রয় লয়ে আছে কৃষ্ণদাস।
অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবে মম পাশ॥
এই রূপ পত্র পেয়ে ড্রেক মন্দমতি।
বহু কটু-উক্তি লিখে নবাবের প্রতি॥
তাহাতে অধিক রুষ্ট হইল নবাব।
বিশেষ তাহার ছিল উদ্ধত স্বভাব॥
সৈন্য সহ যুদ্ধ হেতু করিল গমন।
চিতপুরে আসি পোতে ভিড়ে আজিগণ।
উভয় দলেতে যুদ্ধ চিতপুরে হয়।
রণেতে হারিয়া ড্রেক মনে পায় ভয়॥
ভীত হয়ে ড্রেক ত্বরে করে পলায়ন।
আগ্নেয় জাহাজে চড়ি করিল গমন॥
লণ্ডনে যাইয়া নিবেদিল পরে পরে।
শুনিয়া তুর্ব্বস্থ বংশ কুপিল অন্তরে॥
হইল ভীষণ মূর্ত্তি ম্লেচ্ছ-অধিপতি।
ডাক দিয়া বলে রাজা ক্লাইবের প্রতি॥
যুদ্ধের বিষয়ে তুমি বড় বিচক্ষণ।
জম্বুদ্বীপ জয় হেতু করহ গমন॥
রাজার আদেশ পেয়ে ক্লাইব সত্বর।
ইংলণ্ডীয় গোরা সঙ্গে লইল বিস্তর॥
দর্প করি বিদায় হইল মহাবীর।
গোলাগুলি কামান লইল হয়ে স্থির॥
গোরার সহিত তবে ক্লাইব সুধীর।
সমুদ্রের তীরে আসি উত্তরিল বীর॥

ক্লাইবের ভারতবর্ষে আগমন।

রাজার আদেশ পেয়ে, ক্লাইব সতর্ক হয়ে,
পোতোপরি করে আরোহণ।
গোরাগণ করি সঙ্গে, সাজিল পরম রঙ্গে,
জম্বুদ্বীপ জয়ের কারণ॥
যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ, সাজে সব ম্লেচ্ছগণ,
দেখিবারে ভীষণ প্রমাণ।
দামামা দগড় বাদ্য, বাজায়ে শিক্কার আদ্য,
পোতোপরি তুলিল কামান॥
বন্দুক কামান যত, তুলিলেক মন মত,
সঙ্গীনের নাই লেখাজোখা।
বড় বড় আনে গোলা, যাতে হয় সৈন্য ভোলা,
অস্ত্র সব চক্‌মোকে চোখা॥
উঠিল তুরুক শর, তাহারা কৃতান্ত বর,
রণস্থলে দেখে লাগে শঙ্কা।
করে ধরে তরবাল, দেখিতে প্রত্যক্ষ কাল,
জয় জয় বাজাইল ডঙ্কা॥
লইল যতেক গোরা, বন্দুকে বারুদ পোরা,
কুচ হয়ে উঠে পোতোপরে।
গোরাগণ সারি সারি, বসে যেন অস্ত্রকারী,
টলটল করে সেনা ভরে॥
নিশান তুলিয়া পোতে, ছাড়িল ভীষণ স্রোতে,
কল যন্ত্র দিল ঘুরাইয়া।
ঊর্দ্ধে বাষ্প উড়ে যায়, শন শন শব্দ তায়,
গোরা সব বসিল সারিয়া।

ছাড়িল আগুনে পোত, বিষম সমুদ্র স্রোত,
দেখি বীর চিন্তাযুক্ত হয় ॥
আপনি ক্লাইব তবে, কহিলেন গোরা সবে,
ভয় নাই আশ্বাসিয়ে কন ॥
কি কব পোতের গতি, যেন পূর্ব্বে খগপতি,
বায়ু বেগে করিল গমন।
শ্রেণীবদ্ধে পোত চলে, সমুদ্র উথলে জলে,
দেখি গোরা হইল বিমন ॥
কল কল শব্দরবে, জলচর ভাসে তবে,
নানাবর্ণে কে করে বর্ণন।
লক্ষ্য করি যাদোগণ, চিন্তিত গোরার মন,
উপজিল অধিক ভাবনা ॥
শালবৃক্ষ সমপ্রায়, দেখিল কুম্ভীর কায়,
আবুড়া খাবুড়া সব দেহ।
শরীর বৃহৎ মোটা, যেন জয়স্তম্ভ গোটা,
দেখি গোরা স্থির নহে কেহ ॥
ভূধর গহ্বর মত, মুখছিদ্র প্রায় তত,
কালাকৃতি বিকট দশন।
লেজ যেন তরুবর, আছাড়ে পোতের পর,
দেখি বীর ব্যাকুলিত মন ॥
ভাসিল কমঠ যত, অম্বুধির দ্বীপমত,
উঠে সব দিয়ে পাশ মোড়া।
বিপরীত শুণ্ড তার, দৃষ্ট করে সাধ্য কার,
মোটা যেন তালবৃক্ষ গোড়া ॥
নানা বর্ণে মৎস্যজাতি, ভ্রমে তথা দিবা রাতি,
জলশব্দে রুদ্ধ হয় কাণ।

সমুদ্র যোজন শত, দেখি বীর বুদ্ধি হত,
দিগাদিক্ নাহি হয় জ্ঞান ॥
দক্ষিণ উত্তর আর, কোথায় পশ্চিম পার,
পূর্ব্ব দিক্ নাহিক নির্ণয় ।
ভাবিয়া আকুল বীর, মনে মনে কৈল স্থির,
কম্পাশ দেখিল পেয়ে ভয় ॥
কম্পাশের ঠিক যেই, উত্তর দক্ষিণ সেই,
তাহা দেখি আগমন করে ।
নানাকৃতি জলাময়, দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হয়,
ভয়ে গোরা ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
দক্ষিণে রাখিল লঙ্কা, সমুদ্রে না করে শঙ্কা,
এলো সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ।
আসি সব গোরা কয়, বলে কহ মহাশয়,
এই সেতু বান্ধে কোন নরে ॥
ক্লাইব কহিল তবে, বৃত্তান্ত শুনহ সবে,
ত্রেতাযুগে ছিল দশরথ ।
তাঁহার তনয় রাম, অযোধ্যায় ছিল ধাম,
সেই করে সমুদ্রে এ পথ ॥
পিতার পালিতে সত্য, বধিতে রাক্ষস দৈত্য,
কলত্র সহিত আসে বনে ।
তাঁহার বনিতা সীতা, যাহার জনক পিতা,
হরে তারে রাক্ষস দুর্জ্জনে ॥
রাবণ রক্ষের নাম, লঙ্কায় আছিল ধাম,
রাম তারে করেন নিধন ।
সীতা উদ্ধারের তরে, জলধি বন্ধন করে,
একণে হয়েছে সব বন ॥

কর্ণেল ক্লাইব সঙ্গে, দেখাইল গোরা সবে,
প্রস্তর নির্ম্মিত যত মঠ ।
লেপ্টেন সার্জ্জনগণ, হরষিত হয়ে মন,
বন্দুক ছাড়িল চটপট ॥
আওয়াজের শব্দ পেয়ে, কেশরী শার্দ্দূল ধেয়ে,
বনান্তরে করিল গমন ।
পোতোপরি গোরা যত, মন্দির দেখিল কত,
তাহে চিত্র যেমন রতন ॥
মন্দিরের অভ্যন্তরে, শিবাকৃতি শৃঙ্গ করে,
রামকৃত লিঙ্গ বহুতর ।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবন, তাহে খেলে মৃগগণ,
বহু জন্তু আছে শৃঙ্গধর ॥
পুষ্পবৃক্ষ ছায়াপরে, কুরঙ্গ বিহার করে,
দেখিবারে অধিক সুঠাম ।
মনোহর পুষ্পবন, ভ্রমে তথা অলিগণ,
পূর্ব্বে ইহা স্থাপেন শ্রীরাম ॥
সেতুবন্ধ দেখি সঙ্গে, পুনঃ পোত ছাড়ে রঙ্গে,
ঘড় ঘড় শব্দেতে চলিল ।
জলজন্তু থায় রঙ্গে, অম্বু উথলিয়া পড়ে,
বহু পোত গমন করিল ॥
কয়েলা দিলেক কলে, যন্ত্রমধ্যে বহ্নি জ্বলে,
লৌহনলে ধোঁয়া উঠে যায় ।
ধুপধাপ কল পড়ে, যাত্রিগণ বক্ষে মড়ে,
প্রজ্বলিত বাতি রাত্রি তায় ॥
উত্তর চাপিয়া তীর, আপন বন্দর তীর,
তারোপরে প্রবেশে পত্তনে ।

শার্দ্দূল কেশরী সব, দেখে বীর অসম্ভব,
বড় বড় হস্তী সেই বনে।
ভল্লুক বানর যত, থাকে তারা শত শত,
শোভেতের শক্তিযুক্ত সব তেজ ।
ঘোরে তারা চক্রাকারে, কর্কশ রবেতে শব্দ করে,
সাধ্য কার তাতে শান্তি তাহে তেজ ॥
বড় বড় সর্পগণে, ভ্রমণ করয় সে বনে,
চোখের উপরে চিত্র রেখা ।
মণি সব ধরে শিরে, ভ্রময়ে সমুদ্র তীরে,
ভয়ানক সেই সর্প দেখা ॥
ছত্রাকৃতি ফণা ধরে, ফুৎকার হুঙ্কার করে,
পশুগণ পলায় তরাসে ।
দেখি নানা জন্তুগণ, বিস্ময় হইল মন,
দূরে পোত চালাইল ত্রাসে ॥
সমুদ্র নিকটোপরি, ভূধর মহীকে ধরি,
ব্যেপে আছে দেখিতে ভীষণ ।
তদুপরি শিখী যত, নৃত্য করে অবিরত,
কেকারবে নীলকণ্ঠ গণ ॥
অধিত্যকে নীলকণ্ঠ, নৃত্য করে নেড়ে কণ্ঠ,
পেকম্ ধরিয়া তার লেজে ।
মেঘের আভাস পেয়ে, নাচে তারা ধেয়ে ধেয়ে,
নৃত্য করে আপন সতেজে ॥
হেম নীল পীতবর্ণ, পুচ্ছে চিত্র নানাবর্ণ,
দেখি গোরা হয় চমৎকার ।
তর তর উর্ম্মিনড়ে, মহাবেগে জল পড়ে,
ক্রমেতে ভূধর হৈল পার ॥

হুরু হুরু শব্দে পোত, ভেদ করি খর স্রোত,
উজানী জলধারা কত কষ্টে ধায়।
অধিক জলের গতি, দেখি গোরা ভীত অতি,
জিজ্ঞাসে ক্লাইবে ভয় মনে॥
কহ শুনি মহাশয়, এই কোন নদী হয়,
বিপরীত দেখি খর স্রোত।
টগ বগ করে জল, শব্দ শুনি কল কল,
প্রবাহ বহিছে বড় দ্রুত॥
শুনিয়া গোরার কথা, ক্লাইব কহেন তথা,
শুন সব পূর্ব্ব বিবরণ।
সগর নামেতে রাজা, দেবতাকে দিল সাজা,
তাঁর সাটি হাজার নন্দন॥
বলে তারা বলবান্, ত্রিভুবন কম্পবান্,
পৃথিবী কাঁপয়ে প্রাদুর্ভাবে।
কাঁপয়ে দেবতা গণ, সবে চিন্তাকুল মন,
ইন্দ্র ভাবে কবে শত্রু যাবে॥
শুন সব গোরাগণ, দৈবের যে বিবরণ,
অশ্বমেধ আরম্ভে রাজন।
আনে সুলক্ষণ ঘোড়া, সুচিত্র সাজের জোড়া,
মহানন্দে করিল সাজন॥
দেবতা সকলে ডরে, পরামর্শ করি সবে,
ইন্দ্র আসি চুরি করে হয়।
যজ্ঞ ভাঙ্গিবার তরে, ইন্দ্র অশ্ব রাখে পরে,
যথায় কপিল মহাশয়॥
অশ্ব অদর্শনে রায়, পুত্রে কহে ক্রোধ কায়,
আন ঘোড়া অন্বেষণ করি।

খোজে তারা ত্রিভুবন, না পাইল অন্বেষণ,
পাতালে প্রবেশে রাগ ধরি ॥
খনন করিয়া ধরা, নিম্নেতে প্রবেশে ত্বরা,
যথায় কপিল ঋষিমণি ।
তাঁর পাশে ঘোড়া বন্ধ, দেখি সবে ক্রোধে অন্ধ,
কোদালি মারিল চোর গণি ॥
মুনি কৈল দৃষ্টিপাত, সবে হৈল ভস্মসাত,
পাংশু রৈল স্তূপাকৃতি হয়ে ।
নারদ জানিয়া ধ্যানে, উপস্থিত রাজ স্থানে,
সকল বৃত্তান্ত দিল কয়ে ॥
পুত্রগণ ধ্বংস শুনি, অচেতন নৃপমণি,
চেতন পাইল বহু ক্ষণে ।
তাঁর পৌত্র অংশুমানে, পাঠান মুনির স্থানে,
কিন্তু দুঃখ পাইলেন মনে ॥
অংশু গিয়া রসাতলে, মুনির চরণ তলে,
পতিত হইয়া বহু কয় ।
স্তবে তুষ্ট হয়ে মুনি, অংশুর বচন শুনি,
অভয় দিলেন নাহি ভয় ॥
মুনি বলে অংশুমান, ঘোড়া লহ নিজ স্থান,
যজ্ঞ পূর্ণ কর গিয়া দেশে ।
পিতৃব্য তোমার যত, সবে হৈল অধোগত,
গঙ্গা বিনা গতি নাহি শেষে ॥
তব পৌত্র যেই হবে, ভগীরথ নাম রবে,
সেই বংশ করিবে উদ্ধার ।
এক্ষণে দেশেতে যাও, এ ঘোড়া রাজাকে দাও,
যেন দুঃখ না ভাবে অপার ॥

অংশুমান ঘোড়া নিয়া, যজ্ঞ পূর্ণ কৈল গিয়া,
অবশেষে গেল তপস্যায়।
তপস্যা করিয়া তারা, সকলে হইল সারা,
কোন মতে গঙ্গা নাহি পায়॥
ভগীরথ সেই বংশে, উদ্ভব দিলীপ-অংশে,
সেই গঙ্গা আনিল এখানে।
বেদব্যাস মহামুনি, যাঁকে ব্রহ্মময়ী শুনি,
বহু গুণ পুরাণে বাখানে॥
একেত গঙ্গার গতি, তাহে পৃথ্বী খোঁড়া অতি,
ইহার নিম্নেতে নাহি মাটি।
এইহেতু বেগবান, শুন গোরা নাহি আন,
বৃত্তান্ত সকল যাহা খাঁটি॥
নবীন দাসের বাণী, শুন গঙ্গা ভবরাণী,
এই স্তুতি করি গো তোমায়।
তুমি মাতা মুনিকন্যা, ত্রিকালেতে হও ধন্যা,
দাস যেন কৃষ্ণ পদ পায়॥

সাগর হইতে বীর গমন করিল।
সম্মুখে ফলাতা গ্রাম দেখিতে পাইল॥
ঘোর শব্দে পোত সব করে আগমন।
গঙ্গার দুকূলে দেখে বহুবিধ বন॥
কেশরী শার্দ্দুল তাহে ভ্রমে হনুমান।
ভল্লূক কুরঙ্গদল করে জল পান॥
মহাবেগে পোত তবে আসে জল চীরে।
পর্ব্বত-আকার ঢেউ লাগে গিয়া তীরে॥
উপনীত হৈল কালিঘাট সন্নিধান।
যথায় নকুলেশ্বরী আছে অধিষ্ঠান॥

নিকটে ক্ষীদিরপুর প্রান্তে কালিঘাট।
তাহার উত্তরে দেখে বিপরীত ঘাট॥
যাহাতে স্থাপিল গড় স্লেক গোরা সাতি।
এজন্যে গড়ের ঘাট আছয়ে খ্যায়াতি॥
তাহোপরি বসি দেখে কালীর মন্দির।
উচ্চকৃত অট্টালিকা দেখিল সুধীর॥
পশ্চিম দিকেতে দেখে শিবপুর গ্রাম।
যাহার দক্ষিণে আছে উদ্যান সুঠাম॥
অদ্যাবধি যাকে বলে কোম্পানি বাগান।
নানাবিধ ফল তার করয়ে বাখান॥
বহুবিধ পুষ্প তথা আছয়ে বিস্তর।
হেন স্থান নাহি জম্বুদ্বীপের ভিতর॥
মনোহর সুঠাম সুন্দর সে উদ্যান।
সর্ব্বদা বিরাজে কাম লয়ে ফুলবাণ॥
বিরহী যদ্যপি সেই উপবনে যায়।
মন্মথের শরে পীড়ি করে হায় হায়॥
নিরবধি বসন্ত বিরাজ করে তায়।
সাহস করিয়া তথা নিদাঘ না যায়॥
গঙ্গার দুকুলে দেখে নৌকা সারি সারি।
উভয় তীরেতে স্নান করে বহু নারী॥

জাহাজ দর্শনে নারীগণের পরস্পর কথোপকথন।

জাহাজ আসিতে দেখি যত কুলনারী।
চমকিয়া তটে সবে উঠে সারি সারি॥

পরস্পরে রামাগণ বলে ফন্দী পেয়ে।
অকস্মাৎ পোত এলো দেখ সখি চেয়ে॥
এক রামা বলে সই বুঝিতে না পারি।
বোধ হয় কোন রাজা ভ্রমণবিহারী॥
আর সখী কহে তবে, শুনলো ভগিনী।
কর্ত্তার মুখেতে আমি শুনেছি কাহিনী॥
যখন ইংরাজ সঙ্গে যুঝিল নবাব।
সকলি জানলো তার নিন্দিতস্বভাব॥
গর্ভবতী নারীগণে আনে কালামুখ।
পেট চিরে ছেলে দেখি, পায় কিবা সুখ॥
কুলের কামিনী সব করয়ে হরণ।
সেই পাপে শীঘ্র তার হইবে মরণ॥
অবলারে হিংসা সখী করে যেই জন।
তার দর্প চূর্ণ করে ব্রহ্ম সনাতন॥
অতএব তার সাক্ষী শুন লো সজনি।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি রাখেন আপনি॥
দুরোদর খেলা করি পাণ্ডুর নন্দন।
দ্রৌপদী হারিল তারা পণের কারণ॥
সভামধ্যে আনে তাঁরে কুরু দুঃশাসন।
নগ্ন করিবারে আজ্ঞা করে দুর্য্যোধন॥
এতেক দেখিয়া কৃষ্ণা স্মরে নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া লজ্জা কৈলা নিবারণ॥
বস্ত্ররূপী নারায়ণ হইয়া আপনি।
রাখেন তাঁহার লজ্জা অদ্ভুত কাহিনী॥
অপমানে ভীম বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
যুদ্ধে দুঃশাসনে বধি শোণিত খাইল॥

বহু ক্রোধে ভীম যার রক্ত তার খায়।
অবলারে হিংসা কৈলে অধঃপাতে যায়
আর এক কথা তবে শুন ওলো সই।
ত্রেতাযুগে রাবণের কীর্ত্তি কিছু কই॥
বড় কুলাঙ্গার সেই রাক্ষসের রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্বগণে দিল বহু সাজা॥
যাহার সুন্দরী নারী দেখে কুলাঙ্গার।
জোর করি লয়ে যায় আপন আগার॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর কিন্নর সকলে।
থর থরে কাঁপে স্থির না হয় ভূতলে॥
এই রূপে বহুকাল দুষ্ক্রিয়া করিল।
আসন্ন মরণ কালে জানকী হরিল॥
রামের বনিতা তিনি পতিব্রতা নারী।
তাঁর কেশ আকর্ষণে পাপ হৈল ভারী॥
সেই দোষে রাম তারে করেন নিধন।
সবংশে রামের হাতে রাবণ পতন॥
বোধ করি সেই মূর্খ পঞ্চত্ব পাইয়া।
মুর্শিদাবাদেতে জন্মে নবাব হইয়া॥
তা না হৈলে এত দুষ্ট কেন হবে সই।
পরের রমণী হরে এবা কারে কই॥
রামাগণে দুঃখ দিয়া পাপ হৈল পূর্ণ।
ইংরাজের কাছে তার দর্প হবে চূর্ণ॥
রামরূপী উইলিয়ম্ জন্মিল বিলাতে।
নবাব পাইবে সাজা ইংরাজের হাতে॥
এই রূপে রামাগণ কথোপকথনে।
সবে গেলা পরস্পর আপন ভবনে॥

ক্লাইবের আগমন প্রকাশার্থ তোপ, ও হুগলীর বন্দর লুঠ।

সহজে সহজে পোত নাবিক চালায়।
উপনীত হৈল গড় আছয়ে যথায়॥
গড়ের নিকটে আসি নঙ্গর করিল।
আগমন প্রকাশিতে কামান ছাড়িল॥
এককালে শত তোপ ছাড়ে মহাবীর।
শব্দ শুনি লোক সব হইল অস্থির॥
নিকটের লোক যত ছিল ধনশালী।
শব্দ শুনি সকলের কর্ণে লাগে তালি॥
ইতর বিশেষ লোক সবে মুর্চ্ছা যায়।
কি জন্য হইল শব্দ ভাবিয়া না পায়॥
শতক্রোশাবধি শব্দ হইল গভীর।
কি শব্দ হইল সবে চিন্তিয়া অস্থির॥
দক্ষিণেতে মায়াপুর এই শব্দ যায়।
উলুবেড়িয়ার লোক বড় ভয় পায়॥
পশ্চিমে মেদিনীপুর বাঁকুড়ার জেলা।
তথাকার বালকেরা ভয়ে ভাঙ্গে খেলা॥
মহা[illegible] প্রবেশিল বর্দ্ধমান পুরে।
যথাকার রাজ্য অর্শে বীরসিংহ পুরে॥
মুর্শিদাবাদেতে শব্দ হইল দুর্জ্জয়।
নবাব জানিল শত্রু আইল নিশ্চয়॥
নবদ্বীপ মধ্যে শব্দ হইল প্রবল।
ভয়ে শান্তিপুর লোক ভাবিয়া বিকল॥
শিম্নিবাসবাসী লোক শুনিয়া এ শব্দ।
প্রবল তোপের শব্দে হইল নিস্তব্ধ॥

যশোরের লোক শঙ্কে কাঁপে থর থর।
যশোরেশ্বরীর কাছে মাগে গিয়া বর॥
কি বিপদ হবে মাগো বুঝিতে না পারি।
বিপদ ভঞ্জন মাতা কর ভবনারী॥
একবার বিপদে ফেলিল কচুরায়।
মানসিংহ রায়ে সেই আনিল বাংলায়॥
তাহাতে সকল লোক দুঃখ পায় অতি।
সেই ভয় মনে হয় শুন হৈমবতী॥
এই রূপে লোক সব চিন্তা করে ভারি।
হেথায় ক্লাইব পোতে বসিলেক সারি॥
কর্ণেল ক্লাইব তবে বিশ্রাম করিয়া।
গড়ের ঘাটেতে তোপ করিল আসিয়া॥
সারি সারি কামান পাতিল হয়ে স্থির।
ভয়ানক গোলা বৃষ্টি করে মহাবীর॥
নবাবের সেনা যত চারি দিকে ছিল।
ভয় পেয়ে তারা সবে দেশে পলাইল॥
যুদ্ধ উপক্রম কিছু না দেখি সুধীর।
হুগলীর বন্দর লুঠে নির্ভয় শরীর॥

হুগলীর বন্দর লুঠ শ্রবণে নবাবের রণসজ্জায় আগমন ও চিতপুরে শিবির নির্ম্মাণ।

কর্ণেল ক্লাইব যদি বন্দর লুঠিল।
দূতমুখে এই কথা নবাব শুনিল॥
হুগলীর বন্দর লুঠ শুনিয়া নবাব।
ক্রোধ করি উঠে যেন অগ্নির প্রভাব॥

লস্কর করিয়া সঙ্গে বাহির হইল ।
কলিকাতা সন্নিধানে আসি উত্তরিল ॥
চিতপুরে আসি তবে শিবির নির্ম্মিল ।
যুদ্ধ করিবারে সেই তথায় রহিল ॥
চতুর্দ্দিকে কামান রাখিল সারি সারি ।
তাহার পশ্চাতে রাখে যত অস্ত্রধারী ॥
তাহাদের পিছে রাখে তুরুক সোয়ার ।
চারিপাশে হস্তী সব রাখিল অপার ॥
বারাষ ফোটন করে যত রক্তপুঞ্জ ।
চারিদিকে দাঁড়াইয়া হয়ে শ্রেণীযুত ॥
নবাব আদেশ করে তোপ করিবারে ।
কামান ছাড়িল তারা আজ্ঞা-অনুসারে ॥
মেঘের গর্জ্জন প্রায় তোপের গর্জ্জনে ।
ভয় পেয়ে লোক সব পালায় নির্জ্জনে ॥
দমদমা কাশীপুরে যত লোক ছিল ।
যুদ্ধ-উপক্রম দেখি স্বদেশ ছাড়িল ॥
বরানগরের লোক পলাইল ত্রাসে ।
দিগাদিক্ নাহি জ্ঞান ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ॥

ক্লাইবের রণসজ্জা, ও নবাবের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি ।

এই রূপে বিক্রম করয়ে সৈন্যগণ ।
তোপ শুনি ক্লাইবের উচাটন মন ॥
নবাব আইল তবে জানিতে পারিয়া ।
যুদ্ধ সজ্জা করে সবে সতর্ক হইয়া ॥

সুসজ্জিত হয়ে গোরা যুদ্ধেতে চলিল।
চিতপুর নিকটেতে উত্তীর্ণ হইল॥
সারি সারি কামান পাতিল চারি পাশে।
বন্দুকে বারুদ পুরি থাকে যুদ্ধ-আশে॥
ইংলণ্ডীয় গোরা সব যমদূত প্রায়।
সঙ্গীন করিয়া খাড়া গুলি পোরে তায়॥
এই রূপে প্রস্তুত হইয়া গোরাগণে।
নিশাকালে থাকে তথা উচাটন মনে॥
হেমন্তের শেষে প্রায় কুজ্ঝটিকা হয়।
সেই দিন কুজ্ঝটিকা হয় অতিশয়॥
কর্ণেল ক্লাইব তবে মনে বিচারিয়া।
ওই দিন যুদ্ধ বীর আরম্ভিল গিয়া॥
চারি দিকে অন্ধকার দেখিতে না পায়।
সঙ্গীন করিয়া খাড়ে সবে যুদ্ধে যায়॥
সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর আদেশ করিল।
বিংশতি সহস্র তোপ গোরারা ছাড়িল॥
ঘোর শব্দ উঠিলেক নানা জনপদে।
চতুর্দ্দিকে লোক সব কাঁপিল শব্দে॥
প্রভাত কালেতে যত শিউলির গণ।
খর্জ্জুর গাছেতে তারা করে আরোহণ॥
রস পাড়িবারে যারা বৃক্ষে উঠেছিল।
শুনিয়া দুর্জ্জয় শব্দ কাঁপিয়া পড়িল॥
ধড় ফড় করি সবে উঠে পলাইল।
কাঁপিতে কাঁপিতে তারা স্বদেশ ছাড়িল॥
গঙ্গার দুকূলে নৌকা আছিলেক যত।
শব্দেতে মাঝীরা সবে বুদ্ধি হয় হত॥

হালি ছাড়ি খসিয়া পড়িল তারা জলে।
ভয়ে দাঁড়িগণ দাঁড় রাখিল বিকলে॥
নবাবের সেনা তবে কোমর বান্ধিল।
ভয়যুক্ত হয়ে সবে কামান ছাড়িল॥
বজ্রের সমান গোলা মারিতে লাগিল।
দেখিয়া সকল গোরা ভয়ে চমকিল॥
ক্রোধ করি গোরা তবে ছাড়িল কামান।
তায় ছিঁড়ি উড়ে যেন শূন্যের বিমান॥
চতুর্দ্দিকে গুলি মারে নবাবের দলে।
গুলি খেয়ে উল্টে পড়ি মরি মরি বলে॥
আপনি ক্লাইব তবে কামান ছাড়িল।
ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা সব সৈন্যেরে মারিল॥
গোলার আঘাতে মরে যত রজঃপুত।
করিল অসীম যুদ্ধ শুনিতে অদ্ভুত॥
দ্বাপরেতে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন সুধীর।
যুদ্ধকরি চিত্ররথে করেন অস্থির॥
যুধিষ্ঠির আদেশেতে বেঁধে তারে আনে।
অপমান হৈল সেই পাণ্ডবের স্থানে॥
সেইরূপ দুরবস্থা নবাবের কায়।
ঘোর রণে পড়ি দুষ্ট করে হায় হায়॥
কাম্যবনে দ্রৌপদীরে জয়দ্রথ হরে।
রোদনের ধ্বনি শুনি ভীম তারে ধরে॥
জয়দ্রথে ধরি ভীম মারে রাগবশে।
কেশে ধরি তার মুখ পাষাণেতে ঘষে॥
শিলা ঘরিষণে তার নাক হৈল থাঁদা।
সেইরূপ নবাবের লোগে গেল ধাঁদা॥

অকুতোভয়েতে তবে ক্লাইব সুধীর।
সেরাজুদ্দলনে বীর করিল অস্থির॥
একেত প্রভাত ঘোর তাহে হয় কুয়া।
ভয়ে শীতে নবাব হইল আচাভুয়া॥
বহু রজঃপুত মরে এই ঘোর রণে।
ভয়েতে করিল সন্ধি ইংরাজের সনে॥
মিলন করিয়া তবে সেরাজুদ্দলন।
স্তুতি করি স্বদেশেতে করিল গমন॥
জয় প্রাপ্ত হয়ে নাচে ইংরাজের গোরা।
মালাই নাচয়ে সঙ্গে হাতে করি ছোরা॥
রণ ভেরী বাজাইল হয়ে মহাখুসি।
গাড়িতে কামান তোলে পরস্পরে তুষি॥
যুদ্ধ জয় করি বীর আনন্দ অপার।
তখন জানিল বঙ্গ হবে অধিকার॥
সাহসে করিয়া ভর গোরা সব নিয়া।
গড়ের ভিতরে পুনঃ প্রবেশিল গিয়া॥
মহাসুখে বীর তবে রহিল তথায়।
নবাব উত্তীর্ণ হৈল আপন আলয়॥
ভগ্নদূত সঙ্গে করি উতরিল ঘরে।
শুনিয়া সকল লোক কহে পরস্পরে॥
যেমন দুরাত্মা এই সেরাজুদ্দলন।
উপযুক্ত দণ্ড দুষ্ট পাইবে এখন॥
জগত শেঠের মন বড় খুসি তায়।
তাহার অধিক তুষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র রায়॥
নবদ্বীপ-অধিপতি চিন্তেন হৃদয়।
কত দিনে এই দুষ্ট যাবে যমালয়॥

গোহত্যার দায়ে মোরা রক্ষা পাব কবে।
নবাব মরিলে তবে দুঃখ শান্ত হবে॥
এই রূপে পরস্পরে বলয়ে বিস্তর।
নবাব হারিয়া যুদ্ধে চিন্তয়ে অন্তর॥
মনে মনে স্থির তবে করিল নবাব।
ফরাসিদিগের সঙ্গে করিব সদ্ভাব॥
ফরাসিদিগের সেনা আর মম দল।
উভয়ে মিলিয়া তবে দিব প্রতিফল॥
দুই দলে যুদ্ধ করি করিব বিকল।
তা হৈলে ইংরাজ যাবে হইতে বেঙ্গল॥
এরূপ কল্পনা তবে মনে বিচারিয়া।
ফরাসি নিকটে পত্র দিল পাঠাইয়া॥
ফরাসির গবর্ণর থাকে চন্দননগরে।
বহু পত্র নবাব পাঠান পরে পরে॥
গোপনেতে এই রূপ লিখে বারে বার।
দৈবেতে ক্লাইব পত্র পাইলেক তার॥
পত্রের লিখনভঙ্গী পড়িয়া সুধীর।
ক্রোধেতে কাঁপিল তাঁর সকল শরীর॥
আস্যের অধর-ওষ্ঠ হয় কম্পবান।
কি রূপে হইবে জয় চিন্তে বুদ্ধিমান॥
হেন কালে এক পত্র পান আচম্বিতে।
পত্র মর্ম্ম বুঝি বীর হর্ষযুক্ত চিতে॥
মুর্শিদাবাদের দিকে যত ভদ্র লোক।
নবাবের দুষ্ক্রিয়াতে পেয়ে বহু শোক॥
সাহায্য করিবে তারা লিখেন নিশ্চয়।
পত্র অবগত হয়ে হইল নির্ভয়॥

সাহায্যের পত্র পেয়ে মনে কৈল স্থির।
পুনরায় যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ গণিলেন বীর॥
মনোগত ভাব বীর করিয়া লিখন।
নবাবের সন্নিহিতে করেন প্রেরণ॥
পত্রেতে লিখেন তবে শুনহ বিহিত।
ফরাসিদিগের তুমি হয়েছ আশ্রিত॥
তোমার যে অভিসন্ধি বুঝিয়াছি আমি।
দেখিব তোমারে তুমি কেমন ভূস্বামী॥
এইরূপে লেখা পত্র নবাব পাইয়া।
হতজ্ঞান হইলেক ক্লাইবে স্মরিয়া॥
সুস্থ হয়ে নবাব সাহসে করি ভর।
কিরূপে হইবে জয়ী চিন্তে নিরন্তর॥
উজীর নাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে।
কোন ছলে ক্লাইবেরে মারিবে সত্বরে।
যুদ্ধ করিবারে স্থির করিলেক সবে।
মাণিকচাঁদের সঙ্গে যত সেনা রবে॥
মীরজাফরের সঙ্গে ছিল যত সেনা।
শুনিয়া যুদ্ধের কথা নাচে সর্ব্বজনা॥
পুনঃ যুদ্ধ শ্রেয়স্কর মনে বিচারিয়া।
পলাসির উদ্যানেতে উত্তরিল গিয়া॥
দুক্রোশ পর্য্যন্ত সেনা শ্রেণীবদ্ধ হয়।
দেখিয়া সকল লোক মনে পায় ভয়॥
পলাসি উদ্যান প্রান্তে প্রান্তর বিস্তর।
তথায় ফেলিল তাঁম্বু গ্রামের অন্তর॥
সারি সারি তাঁম্বু বান্ধে যবনের পতি।
যুদ্ধের আশয়ে তথা রহে দুষ্টমতি॥

হেথায় ক্লাইব কোন উত্তর না পেয়ে।
যুদ্ধ করিবারে বীর চলিল সাজিয়ে॥
সাজিল সকল গোরা লেপ্টেন জর্ণেল।
মালাই সেনার সঙ্গে সাজিল কর্ণেল॥
মুন্সি নবকৃষ্ণ সাজে রাজা রামচাঁদ।
মন্ত্রণা বিষয়ে তারা ছিল যেন ফাঁদ॥
সকলের সঙ্গে তবে ক্লাইব আপনি।
নবাবের রাজ্যে যায় করিয়া সাজনি॥
গঙ্গার অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া।
চলিলেক গোরা সব নাচিয়া গাইয়া॥
তুরুক সোয়ার যত অগ্রগামী হয়।
রুণু রুণু ঘুঙ্গুরের বাদ্দি রাস্তা সয়॥
সঙ্গীন করিয়া ঘাড়ে মধ্যে যায় গোরা।
পশ্চাতে মালাই চলে হাতে করি ছোরা॥
মাথায় ইংরাজী টুপি পায়েতে পাণ্টুন।
গায়েতে কোঠের শোভা দেখিতে দ্বিগুণ॥
গোলাকার চাপরাস বুকে পিঠে আঁটা।
গায়েতে ওয়াস্কোট স্থানে স্থানে কাটা॥
তুরুক সোয়ার যায় খুলে তরবাল।
পায়েতে ইংরাজি মোজা পৃষ্ঠে করি ঢাল॥
সূর্য্যের কিরণে অসি চকমক করে।
দেখিয়া বাঙ্গালি লোক পলাইল ডরে॥
তুরুক সোয়ার আগে পিছে গোরা যত।
মালাই তাহার পিছে যায় কতশত॥
ঘোর শব্দে গোরা চলে নাহিক নির্ণয়।
ইংরাজী বুটের শব্দ উঠিল দুর্জ্জয়॥

মস মস শব্দ শুনি বাঙ্গালিরা যত ।
চতুষ্পার্শ্বে পলাইল জ্ঞান হয়ে হত ।
বনাতের কোট সবে পরিয়াছে গায় ।
দেখিতে সাক্ষাত তারা যমদূত প্রায় ॥
নানাবর্ণে চিত্রকরা গায়ের ভূষণ ।
গোলাকার চক্র ভালে সূর্য্যের কিরণ ॥
গোরার ললাটে জ্বলে নক্ষত্রের প্রায় ।
কোমরেতে তোস্তদান ছিটাগুলি তায় ॥
এক কালে পদার্পণ করে সব গোরা ।
দেখিতে সুন্দর শোভা কি কহিব মোরা ॥
শকট-উপরি নিল বিস্তর কামান ।
অশ্বে টানে সেই গাড়ি বিমান সমান ॥
বহুসঙ্খ্যা গোলা নিয়া শকট-উপরি ।
চলিল অসঙ্খ্যা গোরা পিচতল ধরি ।
অশ্বারোহী জর্ণেল চলিয়া যায় আগে ।
যুদ্ধবেশে লেপ্টেন আপনি মধ্যভাগে ॥
কেশরী কর্ণেল তবে চলিল পশ্চাতে ।
মহাসুখে গোরা যায় নানা-অস্ত্র হাতে ॥
অবিলম্বে উপনীত হৈল কাটোয়ায় ।
চৈতন্য দেবের গুরু আছিল যথায় ॥
তথা হৈতে গোরা সব প্রস্থান করিল ।
দেখিয়া কাটোয়াবাসী কাঁপিতে লাগিল ॥
পরে উপনীত হয় পলাসি-উদ্যানে ।
দেখি সেই উপবন সকলে বাখানে ॥
চারিদিকে বৃক্ষবর দেখিল বহুতর ।
সারি সারি অশ্ব আছে আর করীবর ॥

প্রান্তরের অভ্যন্তরে তাঁম্বু দেখে বহু।
জম্বুদ্বীপে এত তাঁম্বু নাহি ফেলে কেহ॥
অপার অগণ্য সেনা রজঃপুত যত।
চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে শ্রেণী মত॥
বহুল নক্ষত্র বীর দেখিল যখন।
দৃষ্টিমাত্রে প্রাণ তাঁর কাঁপিল তখন॥
তদনন্তরেতে তথা তাঁম্বু নির্ম্মাইল।
উভয় দলেতে তবে যুদ্ধ আরম্ভিল॥

নবাবের দল যত, দাঁড়াইল অগণিত,
কি করিব তাহার বর্ণনা।
কাশীর সমরে যেন, শম্ভু দাঁড়াইল হেন,
বহু সেনা কে করে গণনা॥
চতুর্দ্দিকে সৈন্যাকীর্ণ, কেহ মোটা কেহ জীর্ণ,
সারি বাঁধী দাঁড়াইল সবে।
পার্শ্ববর্ত্তী যত লোক, ভয়ে বলে পেয়ে শোক,
বুঝি পৃথ্বী রসাতল হবে॥
শ্রেণীবদ্ধ করি ঘাটে, রাখিল যবন সাটে,
বড় বড় হস্তী ছিল যত।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মত, রাখিল সাতশী-তত,
ধনুর্বাণ বাখানিব কত॥
রজঃপুত সেনা তায়, দাঁড়াইল পায় গায়,
বন্দুকেতে পুরিয়া সন্ধান।
কোমরেতে তোজদান, তাহে গুলি যেন বাণ,
প্রহারেতে বজ্রের সমান॥

কামান রাখিল আগে, লস্কর পশ্চাদ্ ভাগে,
উজীর নাজীর সব বলি।
তুরুক সোয়ার যত, দাঁড়াইল শ্রেণী মত,
হস্তে করে তেজোময় অলি॥
নবাবের সজ্জা দেখে, কাঁপে বীর থেকে থেকে,
কি রূপে হবেক রণে জয়।
সিংহের সাহস ধরি, গোরা রাখে সারি করি,
জর্ণেলেরে ডাকাইয়া কয়॥
কর্ণেলের আজ্ঞা পেয়ে, জর্ণেল আসিয়া ধেয়ে,
কামান পাতিল সারি সারি।
তাল বৃক্ষসম প্রায়, কামান পাতিল তায়,
গোলাগুলি বিপরীত ভারি॥
নারায়ণী সেনা যত, পল্টন দাঁড়ায় কত,
মস্তকেতে মনোহর টুপি।
হেমবর্ণ চক্র তায়, আছয়ে টুপির গায়,
দেখিবারে চমৎকার খুপি॥
তুরুক সোয়ার আর, রাখে অন্ত নাহি তার,
উত্তমাঙ্গে পাকড়ি লোহিত।
তাহে পুচ্ছ শীখা মত, প্রজ্বলিত কত শত,
স্বর্ণপ্রায় কি কব বিহিত॥
সারিবন্দি তুরঙ্গম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম,
বর্ণে অশ্ব বিপরীত লাল।
ইংলণ্ডীয় গোরা সব, করে মহ কলরব,
সকলের করে করবাল॥
লেপ্টেন কর্ণেল আগে, যত গোরা মধ্যভাগে,
পশ্চাতে সারাহি হাতে ছোরা।

আছিল যতেক ঘোড়া, দাঁড়াইল জোড়া জোড়া,
ব্যূহ করি রহিলেক গোরা ॥
মহাত্মা ক্লাইব বীর, পশ্চাতে হইয়া স্থির,
আদেশ করিল গোরাগণে।
আদেশ পাইয়া তবে, কামান ছাড়িল সবে,
মহাশব্দ উঠিল গগনে ॥
নবাবের দল যত, যুদ্ধে মাতে রীতি মত,
বাদ্যকর বাজাইল ভেরী।
রণভেরী বাজাইল, মৃত্যুভয় ছাড়াইল,
গোলা মারে গোরার উপরি ॥
দুই দলে যুদ্ধ করে, গোলা মারে পরস্পরে,
বন্দুকের শব্দ চটপটি।
উভয় দলের গোলা, উভয়ে করিল ভোলা,
ভয়ে সেনা কসে বাঁধে কটি ॥
বজ্রতুল্য শব্দ হয়, রণস্থল অগ্নিময়,
দুরদিন হইলেক প্রায়।
নিকটের লোক যত, শব্দে উন্মত্তের মত,
ভয়ে সবে সম্বিত হারায় ॥
সূর্য্য-অংশু যায় দূরে, ধুঁয়া গিয়া শূন্য পুরে,
আঁধার হইল মহীময়।
মুহুর্মুহুঃ গোলাঘাত, যেমন বজ্রের পাত,
ক্ষণপ্রভা দেখি যথা হয় ॥
ঘন ঘন৷ কারে ধুঁয়া, শূন্যমার্গে হয়ে কুয়া,
আবরিল সেব দিক্চক্রে।
ক্ষণে ক্ষণে অগ্নি জ্বলে, সূর্য্যলোপ হৈল বলে,
বহুসেনা এই রণে মরে ॥

কামানের বহ্নিস্থলে, যুদ্ধ করে কলে বলে,
গোলা ছুটি লাগে কার গায়।
কার পদ উড়ে যায়, কেহ বা পলায় তায়,
কেহ কূপে পড়ি জল খায়॥
দশ দিক বেপে ধুঁয়া, আচ্ছাদিল যেন কুয়া,
মেদিনী হইল অন্ধকার।
সেনা সব দৃষ্টি হারা, অবিকল অন্ধ তারা,
দৌড়মারে যথা ইচ্ছা যার॥
উভয় দলের হাতি, ভূমে পড়ি দন্ত পাতি,
ভয়ে ভয়ানক ডাক ছাড়ে।
যতেক তুরঙ্গ দল, গোলাঘাতে হীন বল,
মহীতে পড়িয়া লেজ নাড়ে॥
দক্ষ লয়ে যুদ্ধ মত্ত, ভূপ নন্দী কাণ্ড কত,
উপস্থিত পলাসি-উদ্যানে।
কার দাড়ি পুড়ে যায়, গুলি লাগে কার পায়,
কেহ মূর্চ্ছা তালা লাগি কানে॥
যুদ্ধে সেনা লণ্ডভণ্ড, তাম্বু হয়ে খণ্ড খণ্ড,
শূন্যমার্গে উড়ে যেন ঘুড়ি।
কেবা কারে মারে গোলা, যুদ্ধেতে সকলি ভোলা
কেহবা আগুনে মরে পুড়ি॥
কালকেয়ু যুদ্ধে জয়, হৈল যথা ধনঞ্জয়,
শ্রীকৃষ্ণ যাহার সখা ছিল।
সেইরূপ যুদ্ধ হয়, পলাসির প্রান্তময়,
রক্তে স্রোতঃ বহিয়া চলিল॥
কবি কহে এই রণ, কি কহিব বিবরণ,
পূর্ব্বে যেন শ্রীরাম রাবণে।

দীন হীন সাধ্য মতে, রচিল সামান্য রীতে,
জ্ঞানহীন এই সে কারণে ॥
এই রূপ ক্রাইব নবাব যুদ্ধ করে।
নানাজনপদবাসী পলাইল ডরে॥

পিশাচের প্রতি সদাশিবের অভিসম্পাত, ও তন্মুক্তির উপায় কথন।

উদ্যানের মধ্যে এক পিশাচ আছিল।
মহা শব্দ শুনি সেহ বাহির হইল॥
শিবের কিঙ্কর হয় নাম তার বাণ।
যুদ্ধ বেশে ত্রিভুবনে নাহি সহে টান॥
কৈলাসে শিবের দ্বারে আছিলেক দ্বারী।
দৈবযোগে বিষ্ণুপূজা করে ত্রিপুরারি॥
পূজার সামগ্রী সব প্রস্তুত করিয়া।
গৃহান্তরে যান শম্ভু দ্বারিকে কহিয়া॥
হেন কালে নিদ্রাবৃত পিশাচ হইল।
সহসা কুকুর এক গৃহে প্রবেশিল॥
বিষ্ণুর পূজার দ্রব্য লণ্ড ভণ্ড করে।
গৃহান্তর হতে শম্ভু আইলেন ঘরে॥
দেখেন কুকুর নষ্ট করেছে সকল।
ক্রোধেতে শিবের কায় হইল অনল॥
পিশাচে কহেন শম্ভু হয়ে ক্রোধান্বিত।
অবজ্ঞা করিলি আজ্ঞা এ কেমন রীত॥
বিষ্ণুর পূজায় শ্রদ্ধা নাহিরে বর্ব্বর।
বৃক্ষাশ্রয় করি মর্ত্ত্যে থাক অতঃপর॥

শাপ শুনি পিশাচের হৃদয় কাঁপিল।
শম্ভুর চরণ ধরি বিনয় করিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যেতে প্রভু বড় পাই ভয়।
কত দিনে শাপমুক্তি হবে মহাশয়॥
তুমি প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা হওগো আমার।
কৃপা করি কর রক্ষা দয়ার আধার॥
পিশাচের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহেশ।
আশ্বাসিয়া বিরূপাক্ষ কহেন বিশেষ॥
শুনহ পিশাচ আমি কহি যে তোমায়।
জম্বুদ্বীপে থাক গিয়া হইয়ে নির্ভয়॥
ভারতবর্ষেতে যবে কুরীতি হইবে।
তুর্ব্বসুর বংশ সেই কালেতে আসিবে॥
তখন তোমার শাপ হইবে মোচন।
শুনহ পিশাচ তুমি না কর রোদন॥
কিন্তু তুমি বিবাদ না করো কার সনে।
যযাতির বর আছে জয়ী ত্রিভুবনে॥
অনেক কুরীতি জম্বুদ্বীপেতে হইবে।
শোধনের হেতু তারা বঙ্গেতে আসিবে॥
শুনিয়া পিশাচ বলে যোড় করি হাত।
কি রূপ কুরীতি হবে বল ভূতনাথ॥
সদাশিব বলে শুন পিশাচ সুমতি।
প্রথমেতে বলি সহগমন কুরীতি॥
জম্বুদ্বীপে কুপণ্ডিত হইবে বিস্তর।
বিবেক হইবে শূন্য নিষ্ঠুর অন্তর॥
সেই হেতু নারীগণে বিদ্যা না শিখাবে।
ক্রমে ক্রমে স্ত্রীজাতিরা মূর্খত্ব পাইবে॥

অযোগ্য সময়ে বিভা দিবে কন্যাগণে।
বিচার হইবে শূন্য লোভ হবে ধনে ॥
বিধবা হইলে বিভা নাহি দিবে আর।
বিরহযন্ত্রণা তারা পাইবে অপার ॥
যখন স্ত্রীগণ স্বামীবিহীনা হইবে।
শোকেতে অজ্ঞান হয়ে বুদ্ধি না থাকিবে ॥
পুন র্বিভা-আশা রুদ্ধ পণ্ডিতে করিবে।
সেই হেতু নারী স্বামী সঙ্গেতে মরিবে ॥
পিশাচ বলিল তবে শুন উমাপতি।
আর কি অন্যায় হবে বল মম প্রতি ॥
শম্ভু বলে কহি তবে শুনহ সুমতি।
কুলীন মৌলিক হবে বড়ই কুরীতি ॥
বল্লাল নামেতে রাজা জম্বুদ্বীপে হবে।
জাতিভেদ করি সেই বর্ণনা করিবে ॥
ভারতবর্ষেতে যার নবগুণ রবে।
বল্লালের মতে সেই পূজনীয় হবে ॥
কুলীন বলিয়া তারে করিবে বর্ণনা।
বিবাহের জন্য তার নারবে ভাবনা ॥
অকুলীন হৈলে তার বিবাহ না হবে।
অবিচারে কুলীনেরা বহু পত্নী লবে ॥
ব্রাহ্মণেরা অন্যায় করিবে শূদ্রগণে।
শ্রমেতে বিমুখ হবে লোভী হবে ধনে ॥
জগত-ঈশ্বর প্রতি ভয় না রাখিবে।
অনায়াসে শূদ্রগণে পদোদক দিবে ॥
শূদ্রের মস্তকে দ্বিজ পদার্পণ করি।
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের হইবে তারা অরি ॥

মনুষ্য হইয়া দ্বিজ মনুষ্য লংঘিবে।
তাহাতে জগত পতি ক্রোধিত হইবে॥
শূদ্রকে কহিবে শাস্ত্রে নাহি অধিকার।
নানাবিধ মিথ্যা বাক্য লিখিবে অপার॥
এইরূপ অন্যায় করিবে দ্বিজগণ।
তাহাতে হইবে রুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
তুর্ব্বসুর বংশে প্রভু হয়ে অধিষ্ঠান।
প্রধান সামর্থ্য বুদ্ধি করিবেন দান॥
সেই বংশে জন্মাইয়া উইলিয়ম্ রাজা।
সপ্তদ্বীপ শাসিবেক ছুষ্টে দিয়া সাজা॥
কুরীতি সুরীতি তারা করিবে নিশ্চয়।
দস্যুদিকে সাজা দিবে হইয়া নির্ভয়॥
সতের প্রভাব তারা প্রকাশ করিবে।
বঙ্গাদেশের রীতি নীতি সকলি ধ্বংসিবে॥

উদ্যানস্থ পিশাচের শাপমুক্তি এবং পথিমধ্যে বেতালের সহিত সাক্ষাত, ও কথোপকথন।

শুনিয়া পিশাচ জম্বুদ্বীপে আগমন।
পথিমধ্যে নানাবিধ চিন্তে মনে মন॥
ক্রমেতে ভারতবর্ষে উপনীত হয়।
পলাসি উদ্যান আসি করিল আশ্রয়॥
বহুকাল ছিল আসি উদ্যান ভিতরে।
যুদ্ধের আগুনে বীর চিন্তয়ে অন্তরে॥
ক্রোধে মারিবারে যায় যত গোরাগণে।
হেনকালে শিববাক্য পড়ে গেল মনে॥

শম্ভুর বচন বীর স্মরণ করিয়া।
পলায় পিশাচ তবে বৃক্ষ তেয়াগিয়া॥
ঘোর অন্ধকার নিশী তাহে যুদ্ধ ধুঁয়া।
পিশাচ দেখিল যেন দশ দিকে কুয়া॥
উত্তর দিকেতে তবে পিশাচ পলায়।
আপনার মুক্তি জানি কৈলাসেতে যায়॥
গঙ্গার নিকট দিয়া ধায় শীঘ্রগতি।
পিশাচের পদক্ষেপে শব্দ হয় অতি॥
সুরধুনী তীরে নিম্ব বৃক্ষের উপরে।
বেতাল ছিলেন আসি তাহার ভিতরে॥
বিক্রম-আদিত্য যবে স্বর্গে স্থান নিল।
তদবধি বেতাল আসিয়া বৃক্ষে ছিল॥
ঘোর শব্দ শুনি সেই জিজ্ঞাসে কারণ।
কে তুমি কোথায় রাত্রে করিছ গমন॥
ভয়ার্ত্ত হয়েছ যেন হেন মনে গণি।
পলায়ন কর কেন বল গুণমণি॥
পিশাচ কহিল আমি শিবের কিঙ্কর।
অপরাধ দেখি মোরে শাপেন শঙ্কর॥
সেই হেতু জম্বুদ্বীপে আছি বহুকাল।
ইংরেজ আসিয়া মধ্যে ঘটালে জঞ্জাল॥
ঘোর যুদ্ধ হইতেছে নবাব ইংরাজে।
ঘন ঘন গোলাঘাত বজ্র সম বাজে॥
ভয়ে পলাইয়া যাই কৈলাসশিখরে।
তুমি কেবা হেথা ভাই আছ কার তরে॥
ঘোর শর্ব্বরীতে কেন জাহ্নবীর তটে।
কি জন্য এখানে আছ বল অকপটে॥

বেতাল কহিল মম নাম হে বেতাল।
বিক্রম-আদিত্য রাজা আমার ভূপাল॥
বহুকাল থাকি আমি নিকটে তাহার।
গেলেন স্বর্গেতে কালে ছাড়িয়া সংসার॥
উজ্জয়িনী শূন্য হয় রাজার বিহনে।
মনোদুঃখে এই স্থানে আছি হে গোপনে।
কিন্তু তব বাক্য শুনি হইনু বিস্ময়।
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহিবে নিশ্চয়॥
শিবের কিঙ্কর তুমি মহাবলবান।
সামান্য ইংরাজ হাতে হারাইলে মান॥
যুদ্ধ যদি কর তবে তোমায় কে পারে।
হাসি পায় তব রঙ্গে মনের বিকারে॥
সিংহের বিক্রম ধরি শিয়ালের প্রায়।
গোপনে পলাও তুমি এই বড় দায়॥
পিশাচ কহিল তবে শুনহ বেতাল।
দেবতার চক্র কিছু কহিব রসাল॥
যযাতির বংশ এই ইংরাজ সকল।
শুনেছি শিবের মুখে সব অবিকল॥
মহাবলবান তারা যযাতির বরে।
সমস্ত সংসার এরা শাসিবেক পরে॥
অজেয় ভারতবর্ষে বলেছেন শিব।
প্রভুর আদেশ আছে কি করিবে জীব॥
আর এক কথা তবে শুনহ বেতাল।
ইংরাজেরা জম্বুদ্বীপে হইবে ভূপাল॥
কুরীতি আছয়ে যত সুরীতি করিবে।
সত্যের প্রভাব সব প্রকাশ পাইবে॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল পিশাচে কহে মনে সাদ গণি।
কিরূপ কুরীতি আছে বল গুণমণি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল কিছু শুনহ সুমতি।
যথা সাধ্য কহি তার যে আছে কুরীতি॥
প্রথমেতে শুন কুলবানের পদ্ধতি।
এক জনা বহুবিভা করয়ে দুর্ম্মতি॥
কুলের গৌরবে তারা ধর্ম্মে নাহি মানে।
অনায়াসে পঞ্চ কন্যা বিভা করে দানে॥
একটি লইয়া পরে করয়ে সংসার।
অবশিষ্ট নারী দুঃখ চিন্তয়ে অপার॥
যখন কন্দর্প আসি হানে ফুলবাণ।
স্বামীকে স্মরিয়া তারা হয় হতজ্ঞান॥
মুহুর্মুহু মনে পড়ে মদনের খেলা।
কেমনে সহিবে বালা মন্মথের জ্বালা॥
স্বামীর বিচ্ছেদ কভু ভুলিবার নয়।
কামানলে দগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়॥
প্রবল যন্ত্রণা দেখি ডাকে নারায়ণে।
দুঃসহ দুঃখের ভার ভাবে ক্ষণে ক্ষণে॥
উপপতি করিবারে ইচ্ছা করে মনে।
লজ্জাভয় হেতু তারা ডরে আত্মজনে॥
কেহবা লজ্জার মাথে পদার্পণ করে।
অনঙ্গে করিতে জঙ্গ অন্যে আনে ঘরে॥

যথার্থ বিচার তুমি করহ সুমতি।
ইহার সমান আর কি আছে কুরীতি॥
এক জনা এ― স্ত্রী যদ্যপি বিভাকরে।
প্রণয় রূপেতে তার লক্ষ্মী থাকে ঘরে॥
ইহার সমান সুখ কিবা আছে আর।
রচিল নবীন দাস ভাবিয়া অপার॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে পিশাচের প্রতি।
পূর্ব্বাপর সর্ব্বকালে আছে এই রীতি॥
তাহাতে অন্যায় কিবা বল গুণমণি।
রীতিকর্ম্ম করিতেছে দূষ্য কিসে গণি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুন মহাশয়।
পূর্ব্বের নিয়ম ইহা কদাচিত নয়॥
বল্লাল নামেতে রাজা হয় জম্বুদ্বীপে।
বহু প্রজা কর দিয়াছিল সেই ভূপে॥
বিক্রমপুরেতে তাঁর ছিল রাজধানী।
মান্য গণ্য ধনী রাজা আমি ইহা জানি॥
পূর্ব্বের নিয়ম সেই করিয়া লঙ্ঘন।
আপনার মত কিছু করিল স্থাপন॥
কুলীন মৌলিক বলি করিল নির্ণয়।
পূর্ব্বশাস্ত্রে নাহি ইহা কহি যে নিশ্চয়॥

ভারতবর্ষেতে যত নবগুণী ছিল।
কুলীন উপাধি ক্রমে তাহাদেরে দিল ॥
কুলীনের সেবা করি মৌলিক হইল।
বল্লাল এসব কর্ম্ম অনাসে করিল ॥
কিন্তু তার হেতু আছে শুন মহাশয়।
নবগুণী ব্যক্তি সেই কুলবান হয় ॥
কুলীনের বংশাবলী কুলবান নয়।
গুণহীন হলে তার কুল নাহি রয় ॥
উপাধির মত এই কুলীন পদ্ধতি।
তাহার কারণ কিছু শুনহ ভারতী ॥
যেই জন ব্যাকরণ পড়য়ে বিস্তর।
বৈয়াকরণিক বলে সচর-আচর ॥
স্মৃতি শাস্ত্র পড়ে যেই স্মার্ত্ত বলে তারে।
আর যত উপাধিক কহিব তোমারে ॥
যেই জন ন্যায় শাস্ত্র পড়য়ে বিস্তর।
নৈয়ায়িক বলি তারে করয়ে আদর ॥
এই রূপে কুলীনের গুণের উপাধি।
অজ্ঞান কুলীন হয় শাস্ত্রের বিরোধি ॥
কতবা কহিব আমি কুলীনের নীতি।
এক জনা বহু বিভা নাহি হেন রীতি ॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল পুনঃ পিশাচের প্রতি।
বহুদর্শি ব্যক্তি তুমি ধর্ম্মে তব মতি ॥
কিরূপ সে নবগুণ বল গুণমণি।
তোমার সুরস ভাষা সুধা হেন গণি ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি ।

পিশাচ কহিল তবে শুন মহাবীর ।
নবগুণ বলি আমি মন কর স্থির ॥

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥

আচার বিনয় আর বিদ্যা সর্ব্ব মূল ।
তীর্থের গমনে যশ হয় অনুকূল ॥
নিষ্ঠায় যে জন থাকে বৃত্তি করি ভর ।
তপেতে বাড়য়ে ধর্ম্ম দানে গুণাকর ॥
এই নবগুণ যেই উপার্জ্জন করে ।
কুলীন বলিয়া তারে সর্ব্বলোকে ডরে ॥
অনেক বিবাহ তারা করে নানা দেশে ।
বৃত্তির সমান ধন সাধে অবশেষে ॥
শ্বশুরের বাড়ি গিয়া ধন যদি পায় ।
তবেত বনিতা দেখে খুসি হয়ে যায় ॥
নতুবা সে স্থলে তারা কভু নাহি রয় ।
জাতিধর্ম্ম রক্ষাহেতু কিছু নাহি ভয় ॥
অবলাকে মনোদুঃখ দিয়া দুষ্টমতি ।
স্থানান্তরে প্রস্থান করয়ে শীঘ্রগতি ॥
তাহাতে পাইয়া দুঃখ কুলীনের নারী ।
অবিরত চিন্তা করে চক্ষে বহে বারি ॥
কেহবা পীড়িত হয়ে কন্দর্পের বাণে ।
গোপন করিয়া ঘরে উপপতি আনে ॥
তাহাতে জন্মিলে পুত্র নাহিক বিগুণ ।
জারজ সন্তানে কুল বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥

বিবেচনা করি তুমি দেখহ সুমতি।
বড়ই অন্যায় এই কুলের পদ্ধতি॥
অনর্থক দুঃখ দিলে ধর্ম্মনষ্ট হয়।
অনেক ভাবিয়া তবে কবি ইহা কয়॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল শুনিয়া, কহিছে ভাবিয়া,
শুনি হৈনু জ্ঞান হত।
* এক জনা নরে, বহু বিভা করে,
পালের ষাঁড়ের মত॥
এ কি অবিচার, নাহিক বিচার,
কেমন বঙ্গের রীতি।
পণ্ডিত কেমনে, লিখিল এমনে,
বহু বিভারীতি নীতি॥
এবড় কুরীতি, নহেত সুরীতি,
অসম্ভব শুনি বাণী।
বিচার যে নাই, রমণীরে ভাই,
দুঃখ দিলে ধর্ম্মে হানি॥
ঈশ্বরের কাছে, বহু দোষ আছে,
যে করে এমন লীলা।
এক জনা নরে, এক বিভাকরে,
ব্রহ্ম হেন আদেশিলা॥
ব্রহ্মের বচন, করিয়া লঙ্ঘন,
বহু বিভা যেবা করে।

সকল ছাড়িয়া, একটি লইয়া,
প্রবেশে আসিয়া ঘরে॥
অন্য যত নারী, দুঃখ পায় ভারি,
গৃহে থাকি কাম সহে।
কি করিবে তারা, সবে বুদ্ধি হারা,
দুঃখে মৌনে ঘরে রহে॥
বঙ্গ দেশে ভাই, বিবেচনা নাই,
আছেন কুলীন যত।
যাত্রা করে যথা, বিয়া করে তথা,
শেষে হয় ধনে রত॥
কোন কলে বলে, ভ্রমণের ছলে,
শ্বশুরের বাটি যায়।
রোয়াকে বসিয়া, কশিয়া কশিয়া,
কুলীনেরা ধন চায়॥
তাহে যদি ধন, না পায় সে জন,
রাগে ফিরে যায় গেহ।
এমন বালাই, দেখিতে না পাই,
পরধনে রাখে দেহ॥
বিবাহ করিয়া, দোকান পাতিয়া,
রাখি আসে দেশে দেশে।
কিছু দিন পরে, শ্বশুরের ঘরে,
গমন করয়ে শেষে॥
রমণী সহিত, হিসাব বিহিত,
বুঝি ধন তবে লয়।
নাহি হয় ঘুম, ধনে বড় ধুম
বাকা মুখে কথা কয়॥

বনিতা লইয়া, শয্যাতে শুইয়া,
সর্ব্বদা টাকার কথা।
রস কেলি নাই, রমণীর ভাই,
শয্যে শোয়া হয় বৃথা॥
বহু নারী যার, রমণে কি তার,
কভু ভাই থাকে মন।
যথা তথা যায়, অনায়াসে পায়,
যেই রূপ জন্তুগণ॥
মদনে পীড়িয়া, কামেতে জরিয়া,
স্বামী ঘেঁশে যদি যায়।
কিছু টাকা দেখে, ক্রোধে থেকে থেকে,
ফিরে ঘুরে শোয় তায়॥
তাহে দুঃখে ভারি, কুলীনের নারী,
জগদীশ্বরেরে ডাকে।
কোন নারী তায়, মদনের দায়,
কলঙ্ক বাজায় ঢাকে॥
অপর গমনে, রমণীরমণে,
জারজ কুমার হয়।
অনায়াসে পরে, গ্রহণ যে করে,
কুলবান তারে কয়॥
পিতা ঠিক নাই, ধিক্ ধিক্ ভাই,
এ আর কেমন দেশ।
কুলীনেরে ধন্য, অবিচারে গণ্য,
নাহিক ধর্ম্মের লেশ॥
এই পাপে ভবে, কুলীনেরা সবে,
নরক কুণ্ডেতে যাবে।

যমের ভবনে, রাখিবে তপনে,
প্রহারেতে দুঃখ পাবে॥
অকুলীন যারা, ধার্ম্মিক যে তারা,
ব্রহ্মের আদেশ পালে।
একজনা নরে, এক বিভা করে,
ধর্ম্ম রাখে ভালে ভালে॥
কুলীনের পদে, নারীগণ বধে,
হেন বিধি কেবা দিল।
গর্ব্বেতে মজিয়া, মর্ম্ম না বুঝিয়া,
যম হেন পদ নিল॥
যমে যদি লয়, ক্ষণ দুঃখ হয়,
চারি ছয় দিনে মরে।
সতীনের দায়, করি হায় হায়,
কুলবধূ কান্দে ঘরে॥
দুই কিম্বা তিনে, রেতে কিম্বা দিনে,
কোন্দল করয়ে সবে।
অনেক সতীনি, যেমন বিপণি,
এক স্বামী কেবা লবে॥
ধিক্ ধিক্ কুলে, নারীগণে শূলে,
অর্পণ করয়ে যারা।
এই পাপে ভাই, কহি তব ঠাঁই,
ব্রহ্ম কোপে হবে সারা॥
অন্যায় দেখিয়া, ব্রহ্মণ্য ভাবিয়া,
গোপনেতে হৃদে রবে।
তাহার কারণে, ইংরাজ শাসনে,
যথোচিত সাজা হবে॥

একজনা নরে, এক বিভা করে,
লক্ষ্মী থাকে তার ঘরে।
সংসার করিয়া, ব্রহ্মকে স্মরিয়া,
স্বর্গপুরে যায় পরে ॥
এমন বিচারে, এমন আচারে,
চলিবেন যেই জন।
ব্রহ্মের কৃপায়, স্বর্গের সভায়,
মনোগত পাবে ধন ॥
কুলীনের নীতি, বিপরীত রীতি,
সুখী নাহি হয় ঘর।
হইবে সুদিন, যাইবে কুদিন,
কহিছেন কবিবর ॥

বেতাল কহিল পুনঃ করিয়া বিনয়।
আর কি কুরীতি আছে কহ মহাশয় ॥
বড়ই সুরস ভাষা শুনি তব মুখে।
পুলকে পূরিল তনু কথনের সুখে ॥
আজি নিশী মম পক্ষে শুভ বীরবর।
সেই হেতু তব সঙ্গে দেখা গুণাকর ॥
কহ কহ কহ ওহে পিশাচ সুধীর।
শুনিবারে মম প্রাণ হয়েছে অস্থির ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুন গুণাকর।
আর যে কুরীতি আছে বলি অতঃপর ॥
বিধবা হইলে কন্যা নাহি দেয় বিয়া।
চিরকাল কামানলে দহে তার হিয়া ॥

রমণীর পক্ষে স্বামী সম কিছু নাই।
এসব কথায় বড় দুঃখ পাই ভাই॥
পণ্ডিতদিগের রীতি কহি শুন আর।
রমণীর পক্ষে তারা করে অবিচার॥
বিধবাবিবাহে রুদ্ধ করে নানামতে।
অন্যায় লিখিল শাস্ত্রে নাহি হয় যাতে॥
পূর্ব্বের প্রধান শাস্ত্র করিয়া লঙ্ঘন।
কুরীতি বলিয়া মধ্যে করিল লিখন॥
অদ্বিতীয় পরাশর সুবিজ্ঞ প্রধান।
তাঁহার শাস্ত্রেতে ইহা আছয়ে প্রমাণ॥
বিধবা হইলে কন্যা পুনঃ বিভা দিবে।
তাঁহার বচন কিছু কহি শুন তবে॥

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

যদ্যপি কাহার স্বামী অমুদ্দেশ হয়।
পুনর্ব্বার তার বিভা শাস্ত্রে হেন কয়॥
স্মৃতির নিয়ম মতে অপেক্ষা করিবে।
তদনন্তরেতে তার বিবাহ হইবে॥
দৈবের নিবন্ধে যদি কার স্বামী মরে।
অনায়াসে সেই কন্যা লবে অন্যবরে॥
সংসার ধর্ম্মেতে যার মন নাহি রয়।
সন্ন্যাসী হইয়া বনে ভ্রমে অতিশয়॥
তার রমণীর বিয়া হইবে নিশ্চিত।
পরাশর লিখিয়াছে এসব বিহিত॥

অথবা কাহার স্বামী ক্লীব স্থির হয়।
পুনরায় তার বিভা শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতএব কোন ব্যক্তি অন্য জেতে যায়।
আত্মীয় বন্ধুর প্রতি ফিরে নাহি চায়॥
তার রমণীর বিভা হবে পুনরায়।
স্মৃতি শাস্ত্রে পরাশর লিখেন উপায়॥
শাস্ত্রের বিহিত ইহা শুন মহাশয়।
নবীন কহিছে উহা হলে ভাল হয়॥

বেতালের উক্তি।

হাসিয়া বেতাল কহে শুনহ বচন।
কহ দেখি কোন কালে হয়েছে এমন॥
সত্য আর ত্রেতাযুগ দ্বাপর এ কলি।
ইচ্ছা করি এই রীতি শুনিব সকলি॥
কাহার হইল বিভা এই রীতি মত।
কহ কহ মহাশয় হই অবগত॥
ধন্য ব্যক্তি হও তুমি পণ্ডিত প্রধান।
শুনিতে তোমার মুখে অমৃত সমান॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুন গুণাকর।
যাহা কিছু জানি আমি কহি অতঃপর॥

পরাশর মহা-ঋষি সুবিজ্ঞ সুধীর।
মৎস্যগন্ধা দেখি তিনি হয়েন অস্থির॥
দাসকন্যা দেখে মুনি উন্মত্ত হইল।
মৎস্যগন্ধে রাজি করি বিবাহ করিল॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিভা করে মহামুনি।
এসব বৃত্তান্ত আমি ভারতেতে শুনি॥
মৎস্যগন্ধারের রূপ দেখি মনোহর।
রসকূপে নিমগ্ন হইল মুনিবর॥
তাহাতে জন্মিল পুত্র অতিগুণাকর।
বেদব্যাস যার নাম শুন বীরবর॥
পিতা পুত্রে দুই জনে প্রবেশিল বনে।
এসব বৃত্তান্ত ভাই সর্ব্ব লোকে জানে॥
ফিরে নাহি আসে ঋষি গৃহে পুনর্ব্বার।
সংসারের ধর্ম্ম মুনি না করিল আর॥
কিছু কাল মৎস্যগন্ধা প্রতীক্ষা করিল।
কোন মতে ঋষি গৃহে পুনঃ না আইল॥
অনাগত ঋষিকে দেখিয়া রাজসুতা।
অশ্রুবহে দুই চক্ষে হয়ে দুঃখযুতা॥
কন্যার রোদন দেখি ধীবরের পতি।
অন্তরেতে দুঃখ রাজা পাইলেক অতি॥
শান্তনু নামেতে রাজা কৌরব প্রধান।
বিধিমতে তাঁরে কন্যা করিল প্রদান॥
শাস্ত্রের নিয়মে বিভা দিলেন সুমতি।
সস্ত্রীক সহিত দেশে আইল ভূপতি॥
হস্তিনায় আসি রাজা উৎসব করিল।
চতুর্দ্দিকে বাদ্যকর বাদ্য আরম্ভিল॥

ত্যক্ত পত্নী বিভা করে শান্তনু ভূপতি।
পূর্ব্ব কালে ছিল ইহা সকলি সুরীতি॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে কহ মহাশয়।
আর কেবা ত্যক্ত নারী করে পরিণয়॥
কহ কহ শুনি ওহে পিশাচ সুমতি।
বড়ই মধুর দেখি তোমার ভারতী॥
শিবের কিঙ্কর তুমি পণ্ডিত সুধীর।
স্থির চিতে কহ ইহা না হও অস্থির॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ত্যক্তপত্নী স্বয়ম্বর করি নিবেদন॥
বিদর্ভ নগরে ছিল ভীমসেন রাজা।
শাস্ত্রের নিয়মে দুষ্টে প্রদানিত সাজা॥
তাঁহার দুহিতা এক পরম সুন্দরী।
দময়ন্তী নাম তার রূপের মাধুরী॥
নলনামে পতি তার নিষধের পতি।
কলির পাকেতে রাজা দুঃখ পায় অতি॥
পাশাতে হারিয়া রাজ্য বনে যায় রাজা।
সস্ত্রীক চলিল বনে পেয়ে বহু সাজা॥
ঘোর বনে গিয়া নল প্রবেশ করিল।
কলির প্রভাবে তার কুবুদ্ধি ঘটিল॥

দময়ন্তী করি ত্যাগ যায় বনান্তরে।
দৈবের বিপাকে ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে॥
স্বামী অদর্শনে রামা কান্দিয়া ব্যাকুল।
বনে গিয়া দময়ন্তী হারায় দুকূল॥
প্রাণ শূন্য দেহ যেন পতির বিহনে।
দুঃখেতে চিন্তয়ে রামা পড়িয়া সে বনে॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা পিতৃ গৃহে যায়।
বহুকাল দময়ন্তী পতি নাহি পায়॥
শাস্ত্রের নিয়ম মত অপেক্ষা করিল।
কোন মতে নল রাজা পুনঃ না আইল॥
স্বামী না দেখিয়া তবে দময়ন্তী সতী।
কান্দিয়া ব্যাকুল রামা হারাইয়া পতি॥
যৌবনের ভার রামা সহিতে নারিয়া।
হাহাকার করি কান্দে স্বামিকে স্মরিয়া॥
দুহিতা ব্যাকুল দেখি ভীম মহাশয়।
পুনঃ স্বয়ম্বর হেতু চিন্তিল হৃদয়॥
কন্যার সম্মতি লয়ে সভা বসাইল।
নানা দেশে নিমন্ত্রণ রাজা পাঠাইল॥
দময়ন্তী পুনঃবিভা শুনিল যে জন।
বিদর্ভ নগরে সবে করে আগমন॥
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা নিশ্চয় হইবে।
ইচ্ছামত স্বামী রামা দেখিয়া লইবে॥
হেন কালে নল আসি দিল পরিচয়।
মম নাম নলরাজা শুন মহাশয়॥
কলির পাকেতে মম হয়েছে কশুর।
ভার্য্যা দেহ স্তুতি করি শুনগো শ্বশুর॥

নলের বিনতি শুনি বিদর্ভের পতি।
কন্যার নিকটে যাহ কহে শীঘ্র গতি॥
রাজার আদেশ পেয়ে নল বিচক্ষণ।
রমণীর নিকটেতে করে আগমন॥
স্বামিকে দেখিয়া তবে ভীমের নন্দিনী।
রোদন করিল রামা হইয়া দুঃখিনী॥
পতিকে পাইয়া ভৈমী আনন্দিত অতি।
স্বয়ম্বরে ভঙ্গ দিল শুন মহামতি॥
স্বদেশেতে রাজাগণ করিল প্রস্থান।
স্বয়ম্বর করে রাজা বিবাহ কারণ॥
যদ্যপি সে দময়ন্তী নল না পাইত।
অবশ্য ভৈমীর বিভা তখনি হইত॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল পুনঃ করি নিবেদন।
কেমনে সতীত্ব রবে কহ বিচক্ষণ॥
বিধবা হইলে যদি পুনঃ বিভা হয়।
সমস্ত বিধবা নারী সতী কেহ নয়॥
এক বার যার বিভা হয় মহাশয়।
পুনঃ তার বিভা হলে ধর্ম্ম নাহি রয়॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি

পিশাচ কহেন শুন ধর্ম্মের যে রীতি।
দুই বিভা হলে নারী না হয় অসতী॥

পুরুষ যেমন হয় রমণী তেমন।
মনোযোগী হও কহি সে সব কথন॥
পুরুষের নারী যদি কালক্রমে মরে।
পুনরায় বিভা করে রমণীর তরে॥
যথার্থ বিচার তুমি কর বিচক্ষণ।
পুরুষের পুনঃবিভা হবে কি কারণ॥
একই সমান হয় পুরুষ রমণী।
বিচারেতে পক্ষপাত অদ্ভুত এ গণি॥
যেমন পুরুষ ধন উপার্জ্জন করে।
তেমনি ব্যাকুল নারী গৃহ কর্ম্ম তরে॥
যদি বল পুরুষের বুদ্ধি অতিশয়।
বুদ্ধির বিষয়ে নারী কম কভু নয়॥
বিদ্যাতে পুরুষ বড় হয় বিচক্ষণ।
তাহার কারণ কিছু করহ শ্রবণ॥
আত্মম্ভরিতা দোষে বঙ্গের পণ্ডিত।
বিচার হইয়া শূন্য করিল কুরীত॥
দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি অন্য দেশ যত।
লেখা পড়া জানে নারী পুরুষের মত॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে কহ মহাশয়।
কোন্ দেশে নারীগণ বিদ্যাবতী হয়॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল শুন দেশের ভারতি।
যে দেশেতে যাহা আছে কহি সব রীতি॥

ইংলণ্ড রুষিয়া আর আমেরিকা দেশ ।
জর্ম্মনি ইটালি ফ্রেঞ্চ আছয়ে বিশেষ ॥
হলণ্ড আফ্রিকা দেখ আর্ম্মানি প্রদেশ ।
তথাকার নারীগণ বিদ্বান অশেষ ॥
যেমন পুরুষ হয় রমণী তেমন ।
এক ব্রহ্ম জ্ঞান করে না করে হেলন ॥
আত্মবত্ নারীগণে করে বিদ্যাবতী ।
পণ্ডিতের দোষে বঙ্গে হয়েছে কুরীতি ॥
পৃথিবীর মধ্যে যেবা বিদ্যা নাহি জানে ।
চক্ষুঃ নাহি তাহার কেবল শুনে কানে ॥
যেমন ব্রহ্মের চক্ষুঃ সূর্য্যদেব হয় ।
গণেশ তাহার জ্ঞান সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
শক্তি তাঁর শক্তি হয় বেদের লিখন ।
মনুষ্যের পক্ষে বিদ্যা তেমনি রতন ॥
বঙ্গদেশে নারীগণে বিদ্যা না শিখায় ।
সেই হেতু পুরুষেরা শ্রেষ্ঠত্ব জানায় ॥
অন্যায় করিয়া যেবা বহু বিভা করে ।
অবলার অভিশাপে অচিরায় মরে ॥
যমপুরে গেলে যম করয়ে শাসন ।
মহানরকেতে তারে করেন ক্ষেপণ ॥
অতএব পুরুষেরা একটি রমণী ।
বিবাহ করিবে শিব কহেন আপনি ॥
এক স্ত্রী থাকিতে যেবা বিবাহ করিবে ।
শিব-উক্তি তার বাস নরকে হইবে ॥
রমণীর পক্ষে তবে শুন মহাশয় ।
যথার্থ সতীত্ব ধর্ম্ম যাতে তার রয় ॥

স্বামীবর্ত্তমানে যেবা উপপতি লবে।
পার্ব্বতীর বাক্যে সেই নরকে পশিবে॥
বিধবা হইলে বিভা হইবে নিশ্চয়।
পরাশর মহা-ঋষি লিখে এবিষয়॥
আর কিছু শুন ওহে বেতাল সুবিজ্ঞ।
তুমিত পণ্ডিত বট হওহে সর্ব্বজ্ঞ॥
আহার মৈথন আর নিদ্রা তিন সুখ।
ইহা না হইলে জীব পায় বহু দুখ॥
অতএব শাস্ত্রমতে বিবাহ করিবে।
বরং ইহাতে ধর্ম্ম দ্বিগুণ হইবে॥
ব্রহ্মের আদেশ আছে সৃষ্টি করিবারে।
না করিলে সেই ব্যক্তি পাপী হৈতে পারে॥
বিপুল সংসার এই নাহি নিরূপণ।
উৎপাদন করেছেন ব্রহ্ম সনাতন॥
তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ মহাশয়।
অবশ্য করিবে সৃষ্টি ব্রহ্ম হেন কয়॥
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
পূর্ব্ব ঋষি পরাশর কহে বিবরণ॥
বিধবা বালাকে যেই বিবাহ না দিবে।
ব্রহ্মের আজ্ঞায় সেই নরকে ডুবিবে॥
শাস্ত্রের নিয়ম এই শুনহ সুমতি।
পদ্যেতে নবীন কহে বিবাহ পদ্ধতি॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে কহ মহাশয়।
আর কেবা ত্যক্ত পত্নী করে পরিণয়॥

বড়ই পণ্ডিত তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
যথার্থ বিচার তব আছে মহামতি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল তবে শুন বিবরণ।
পাণ্ডুর রমণী কুন্তী নারী এক জন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
আকর্ষণী মন্ত্র তাঁরে দেন মহামুনি॥
ভারতে সকলি তুমি জান মহাশয়।
দুর্ব্বাসা দিলেন মন্ত্র হইয়া সদয়॥
মন্ত্র পেয়ে ভোজকন্যা আনন্দিত মনে।
বাল্যখেলা করে কুন্তী বালিকার সনে॥
ক্রমেতে যৌবন তাঁর সম্পূর্ণ হইল।
বিরহেতে সূর্য্যদেবে মন্ত্রেতে ডাকিল॥
দেব-আত্মা সূর্য্যদেব জানিতে পারিয়া।
বিবাহ করিল তাঁরে মর্ত্ত্যেতে আসিয়া॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিভা করে দিবাকর।
ভোজের নন্দিনী তুষ্ট সূর্য্যে পেয়ে বর॥
কিছু কাল ভাস্কর লইয়া সেই নারী।
রতিরঙ্গে থাকে সুখে আত্মাকে পাসরি॥
কালের বশত হেতু জন্মিল কুমার।
কর্ণ নাম রাখে তার চিন্তিয়া অপার॥
হেনকালে দিবাকর গেল সূর্য্যলোকে।
কান্দিয়া ব্যাকুল কুন্তী হইলেন শোকে॥

পুনর্ব্বার মর্ত্যলোকে সূর্য্য না আইল।
স্বামী না দেখিয়া রামা ব্যাকুল হইল॥
দুহিতার দুঃখে রাজা দুঃখিত অন্তর।
পুনর্ব্বিভা হেতু ভোজ চিন্তয়ে বিস্তর॥
কুরুকুলে পাণ্ডু নামে রাজা এক জন।
সেই আসি ত্যক্ত পত্নী করিল গ্রহণ॥
যুধিষ্ঠির পিতা পাণ্ডু শুন মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণের পিসী কুন্তী শাস্ত্রে হেন কয়॥
যাহার সমান লোক ত্রিভুবনে নাই।
তাঁহার পিসীর বিয়া পুনঃ হলো ভাই॥
তবে কেন কলিযুগে বিধবা সকলে।
যাপন করিবে তারা যৌবন বিফলে॥
এসব বৃত্তান্ত ভাই জানে সর্ব্বজনে।
সামান্য নবীন দাস এই পদ্য ভণে॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল জিজ্ঞাসে পুনঃ পিশাচের প্রতি।
ত্যক্ত পত্নী বিবাহের শুনিলাম রীতি॥
বিধবা বিবাহ তবে কহ দেখি শুনি।
কিরূপ করিয়া বিভা করে কোন মুনি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি

পিশাচ কহিল পুনঃ শুন মহাশয়।
পাণ্ডুর তনয় ছিল নাম ধনঞ্জয়॥

শ্রীকৃষ্ণের সখা সেই অর্জ্জুন সুধীর।
যুদ্ধেতে দেবতাগণে করিল অধীর॥
অদ্বিতীয় মহাবীর পৃথিবী ভিতরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সবে যারে ডরে॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বীর কৃষ্ণপরায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধে বনে-করিল গমন॥
সে সব বৃত্তান্ত তুমি জান মহাশয়।
ভারতের মধ্যে যাহা বেদব্যাস কয়॥
অরণ্যবাসেতে যায়-দ্বাদশ বৎসর।
বনের ভ্রমণে দুঃখ পায় বহুতর॥
মুনিপুরে চিত্রাঙ্গদানামে কন্যা ছিল।
অর্জ্জুন তথায় তাঁরে বিবাহ করিল॥
তার গর্ভে পুত্র বভ্রুবাহন যে হয়।
সেই কালে বিধবা করেন পরিণয়॥
ঐরাবত নামে এক ছিল নাগেশ্বর।
বিধবা তাহার কন্যা শুন অতঃপর॥
উলূপী তাহার নাম রূপের মাধুরী।
সৃজিল বিধাতা তারে করি কারিকুরী॥
যৌবন সময়ে তথা ধনঞ্জয় যায়।
দেখিয়া উলুপী তবে বরিলেন তাঁয়॥
অর্জ্জুনেরে কন্যা দিয়া নাগের ঈশ্বর।
অন্তরেতে পরিতুষ্ট হইল বিস্তর॥
উলূপীর গর্ভজাত পুত্র ইরাবান।
যথার্থ হয়েছে ইহা নাহি কিছু আন॥
বিধবা বিবাহে যেবা হবে প্রতিকূল।
কাল পেলে সদাশিব হানিবেন শূল॥

আহ্লাদের পাত্র হয় স্ত্রীলোকের স্বামী।
এসব ভাবিলে বড় দুঃখ পাই আমি॥
যৌবন কালেতে যেবা স্বামীহীনা হয়।
কিছু নাহি মনে লাগে দেখে শূন্যময়॥
বিশেষ পুরুষপক্ষে দেখ মহাশয়।
গৃহশূন্য হলে পরে উদাসীন হয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম মনে নাহি লাগে কোন মতে।
বিবাহের ছলে ধন দেয় কত শতে॥
প্রথমেতে ধন দেয়া বিবাহের তরে।
শেষেতে বিক্রয় করে যাহা থাকে ঘরে॥
প্রাণপণে পুনঃ বিভা করয়ে নিশ্চয়।
বালিকা রমণী দেখে মন শান্ত হয়॥
আশারূপ সূত্র ধরি করয়ে যাপন।
রমণী বিধবা রবে কিসের কারণ॥
বিধবা যন্ত্রণা হৈতে যে জন তারিবে।
ত্রিভুবনে তার যশঃ সকলে ঘুষিবে॥
স্বর্গের ঐশ্বর্য্যভোগ ভুঞ্জিবে সর্ব্বথা।
শিব-উক্তি এই বাক্য না হবে অন্যথা॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল পুনঃ কহ বিচক্ষণ।
আর কে বিধবা নারী করিল গ্রহণ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল শুন করি নিবেদন।
ত্রেতাযুগে বালি নামে ছিল এক জন॥

কিষ্কিন্দা নগরে ধাম সূর্য্যের নন্দন।
মহাবলবান্ সেই যুদ্ধেতে সুজন॥
দুই সহোদরে বহু বিবাদ হইল।
কনিষ্ঠ সুগ্রীব রণে জিনিতে নারিল॥
জ্যেষ্ঠ বালি কনিষ্ঠ সুগ্রীব সহোদর।
রাজ্য ত্যজি বনে ভ্রমে দুঃখিত অন্তর॥
হেন কালে শুন ভাই দৈবের ঘটন।
পিতৃসত্য পালিবারে রাম যান বন॥
দশরথ পিতা তার অযোধ্যার পতি।
মহাবলবান রাম শান্ত দান্ত অতি॥
বনে গিয়া রামচন্দ্র সীতা হারাইল।
লঙ্কার রাবণ আসি হরিয়া লইল॥
এসব বৃত্তান্ত লিপি আছে রামায়ণে।
মহামুনি বাল্মীকি আপনি যাহা ভণে॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম মিতালি করিল।
সীতা উদ্ধারের কথা সুগ্রীবে কহিল॥
সুগ্রীব আপন দুঃখ রামে নিবেদিল।
কৌশল করিয়া রাম বালিকে বধিল॥
বালির মহিষী তারা নামে যেই সতী।
সুগ্রীবের সঙ্গে বিভা দিল রঘুপতি॥
প্রভাতে উঠিয়া লোকে যার নাম লয়।
নামের মহিমা হেতু পাপ হয় ক্ষয়॥
সতী বলি শাস্ত্রে যারে লিখে সর্ব্বজনে।
রীতি না থাকিলে বিয়া হইল কেমনে॥
আর যে প্রমাণ আছে কহিছে তোমায়।
নিশ্চয় বিশ্বাস তব হইবে যাহায়॥

সীতা উদ্ধারের তরে রাম নারায়ণ।
সুগ্রীবেরে সঙ্গে করি করেন গমন॥
অপার জলধি বাঁধি গিয়া লঙ্কাপুরে।
প্রবেশিতে না পারিয়া বেড়াইল ঘুরে॥
বহুকষ্টে রঘুপতি রাবণে বধিল।
ক্রমেতে রাক্ষসকুল নিঃশেষ করিল॥
এক লক্ষ পুত্র তার নাতি অগণন।
সকলি শ্রীরামচন্দ্র করেন ধ্বংসন॥
কেবল রাক্ষসমধ্যে ছিল বিভীষণ।
পূর্ব্বেতে রামের কাছে লইল স্মরণ॥
সেই হেতু প্রাণ পায় রক্ষ বিভীষণ।
যাকে মিতা বলি রাম করে সম্ভাষণ॥
সেই বিভীষণে লঙ্কা দিলেন শ্রীরাম।
কিছুকাল লঙ্কাপুরে করেন বিশ্রাম॥
রাবণের পত্নী এক পরম সুন্দরী।
মন্দোদরী নাম তার যেমন অপ্সরী॥
বিভীষণ সেই নারী করে পরিণয়।
মহিষী হইল সেই শুন মহাশয়॥
দাশরথি এই বিভা দিলেন কৌতুকে।
লঙ্কাপুরে বিভীষণ রহে মন সুখে॥
এই রূপ চিরকাল আছয়ে পদ্ধতি।
কিছু দিন বন্ধ ইহা হইল সংপ্রতি॥
এই হেতু রুষ্ট হয়ে ব্রহ্ম সনাতন।
ইংরাজদিগকে বঙ্গে করিল প্রেরণ॥
যে সব কুরীতি আছে বঙ্গের ভিতরে।
নিশ্চয় শোধন তারা করিবে সত্বরে॥

অনর্থক বিধবারা দুঃখ পাবে কত।
ভাবিলে সে সব দুঃখ জ্ঞান হয় হত॥
এই কষ্ট হৈতে যেবা করিবে উদ্ধার।
অনায়াসে ভবার্ণবে সেই হবে পার॥
বিধবাবিবাহে যেবা বিপক্ষ হইবে।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় সেই নরকে মজিবে॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল শুন করি নিবেদন।
আদি পুরাণের কথা করহ শ্রবণ॥

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌপঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুমিতি।

বিধবা নারীর বিভা কলিতে না দিবে।
পিতৃধনে জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠ-অংশ না অর্শিবে॥
কলিতে গোবধ কেহ না করে আদর।
ভ্রাতৃজায়া বিবাহ না করিবে দেবর॥
যোগিগণ কমণ্ডলু কখন না লবে।
পুরাণের মতে ইহা ব্যাভার না হবে॥
এই পাঁচ কর্ম্ম কলিযুগে না করিবে।
বিধবাবিবাহ তবে কেমনে হইবে॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি

পিশাচ কহিল পুনঃ শুন মহাশয়।
বিশেষ বিধির কথা কহিব নিশ্চয়॥

সামান্য বিধির মান্য নাহিক কথন।
কহিব তোমারে আমি শাস্ত্রের কথন॥
বেদেতে লিখন আছে ব্রাহ্মণের প্রতি।
সন্ধ্যাবন্দনাতে যত্ন হবে নিতি নিতি॥
এই বিধি বেদকর্ত্তা লিখেন নিশ্চয়।
কিন্তু তার হেতু আছে শুন মহাশয়॥
জাবালি নামেতে এক পণ্ডিত যে ছিল।
অশৌচের মধ্যে সন্ধ্যানিষেধ করিল॥
সেই হেতু সন্ধ্যা নাহি অশৌচেতে করে।
বিশেষ বিধিতে দেখ সর্ব্বলোকে ডরে॥
প্রাণিহিংসা মহাপাপ বেদে হেন কয়।
জীবকে করিলে ধ্বংস বহু পাপ হয়॥
এই মতে নিষেধিয়া বেদেতে লিখিল।
কতকগুলি ঋষি ইহা লঙ্ঘন করিল॥
মনু আর পরাশর বেদব্যাস মুনি।
পৌরাণিক যত ঋষি মান্য হেন শুনি॥
বহু মুনিগণ তবে করিল সিদ্ধান্ত।
যাগ যজ্ঞে পশুবধ করিবে নিতান্ত॥
দেখ ভাই বেদ শাস্ত্র করিয়া লঙ্ঘন।
বিশেষ বিধিতে পশু করয়ে ধ্বংসন॥
সেই রূপ হয় এই পুরাণের বিধি।
সামান্য বিধেয় ইহা জান গুণনিধি॥
পরাশর যেই বিধি করেন সিদ্ধান্ত।
নিশ্চয় প্রধান ইহা জানিও নিতান্ত॥
স্মৃতিমতে বিধবার বিবাহ নিশ্চয়।
অসামান্য এই বিধি শুন মহাশয়॥

পরাশর স্মৃতি মধ্যে যে বিধি কহিল
তদনুসারেতে পদ্য নবীন রচিল ॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল শুনিয়া বাণী, পিশাচেরে ধন্য মানী,
কহিতে লাগিল মন সুখে।
শুন শুন মহাশয়, শাস্ত্রে যদি হেন কয়,
বিধবারা কেন মরে দুঃখে ॥
হেন দিন কবে হবে, বিধবা কামিনী সবে,
পতি লয়ে সুখে নিদ্রা যাবে।
চাতকী অম্বুর পানে, ঊর্দ্ধমুখে ডেকে আনে,
সেই রূপ পুনঃ পতি পাবে ॥
ধন্য বলি কলিকাল, ঘুচিবে দুঃখের জ্বাল,
বিধবা সকলে হবে সুখী।
এত দিনে ভগবান্, পুনঃ হয়ে দয়াবান্,
বিধবার দুখে হবে দুখী ॥
স্বামীহীনা নারী যত, চিন্তা করে অবিরত,
নিশাকালে নিদ্রা নাহি হয়।
গৃহকর্ম্মে থাকে দিনে, ভুলে থাকে চিন্তা বিনে,
কন্দর্পেরে রাত্রে করে ভয় ॥
রাত্রি যোগে বিধবারা, মদনের বাণে সারা,
শয্যে পড়ি করে হায় হায়।
বলে বিধি একি দায়, মরি মরি প্রাণ যায়,
কামজ্বালা কহিব হে কায় ॥

বাটির কর্ত্তারা যারা, সুখে নিদ্রা যায় তারা,
কোলে লয়ে যুবতী কামিনী।
ভাবে নাহি এক বার, বিধবার পারাপার,
কিরূপেতে কাটাবে যামিনী॥
শাস্ত্র মতে বিভা দিলে, পায় মদনের লীসে,
বিধবার তবে হবে ত্রাণ।
নতুবা বিফল জন্ম, জন্ম নহে এ অধর্ম্ম,
মিছা বোধ করে আত্ম প্রাণ॥
শুনে দুঃখ নারায়ণ, করিবেন নিবারণ,
কলিযুগে পূর্ব্ব রীতি হবে॥
ভ্রূণহত্যা দূরে যাবে, সুখে সবে অন্ন খাবে,
মনুষ্যের বৃদ্ধি হবে তবে॥
প্রভুর আদেশ এই, সন্তান সৃজিবে যেই,
সেই ব্যক্তি হবে স্বর্গবাসী।
কি পুরুষ কিবা নারী, সন্তানের ইচ্ছা ভারি,
পুত্র হৈলে গৃহ হয় কাশী॥
গর্ভপাত জালা যাবে, বিধবারা পুত্র পাবে,
প্রাণী হত্যা হইবে বারণ।
উত্তম পদ্ধতি ভাই, শুনিলাম তব ঠাঁই,
বিধবারা দুঃখী কি কারণ॥
গোপনেতে গর্ভপাত, উহা বড় উৎপাত,
ঘোর বিপদেতে পড়ে শেষে।
হয়েত বাঁচয়ে নারী, নৈলেত বিপদ ভারি,
দুঃখ পায় অশেষ বিশেষে॥
দয়া করি নারায়ণ, পাঠান ইংরাজগণ,
তারিবারে বঙ্গের অবলা।

কুপণ্ডিত আছে যারা, বিধবার শত্রু তারা,
দয়া নাহি দেখিয়া সরলা ॥
যথার্থ বিচার নাই, আত্মসুখ দেখে ভাই,
কি কহিব দুঃখের বিষয় ।
পুরুষের নারী মরে, মাসান্তরে বিভা করে,
প্রতিবন্ধ নারীপক্ষে হয় ॥
পঞ্চাশ বর্ষীয় নর, তার স্ত্রী মরিলে পর,
বিবাহ করিতে ইচ্ছা ভারি ।
ষোড়শ বর্ষীয় রামা, বিধবা হইলে বামা,
কি দোষে পতিত হয় নারী ॥
ধন্য বলি পরাশর, তিনি অতি গুণাকর,
নারীপক্ষে দিয়েছেন বিধি ।
তাঁর শাস্ত্র অনুসারে, বিবাহ হইতে পারে,
অনায়াসে পাবে স্বামীনিধি ॥
যে নারীর স্বামী নাই, তার মিছা বাঁচা ভাই,
সর্ব্বদা থাকয়ে দুঃখ প্রাণে ।
মন্মথের পুষ্পশরে, থর থরি কাঁপে নরে,
বিধবা কি বাঁচে সেই বাণে ॥
স্বামী যদি কাছে রয়, তবু নারী ব্যস্ত হয়,
কন্দর্পের বাণের প্রভাবে ।
পণ্ডিত কুরসরঙ্গে, মজাইল রাঢ়ে বঙ্গে,
তার সাজা যথোচিত পাবে ॥
বিবেক হইয়া ভুল, শাস্ত্রে লিখে নাহি মুল,
আত্মম্ভরিতা দোষ অতি ।
কোন শাস্ত্রে ঠিক নাই, বহু মিথ্যা লিখে ভাই,
কি কহিব পণ্ডিতের রীতি ॥

গর্ব্ব করে অতিশয়, দোষ প্রতি নাহি ভয়,
শাস্ত্রে মিছা লিখে বহুতর।
সোজাসুজি লিখে ভাই, ভাল মন্দ বোধ নাই,
অহঙ্কারে পটুত্ব বিস্তর॥
কেহ বলে শুন স্থূল, মম শাস্ত্র সর্ব্বমূল,
অবধান কর এই বাণী।
আমি হই তর্করত্ন, কেবা না করিবে যত্ন,
আমার পুস্তক এ দুখানি॥
কেহ বলে শুন কই, শিরোমণি আমি হই,
পরস্পরে কহে এই মত।
বঙ্গের পণ্ডিতে ধন্য, অবিচারে ধন্য গণ্য,
গুণাগুণ কহিব হে কত॥
এবড় অন্যায় ভাই, কি কহিব তব ঠাই,
শুনি আমি হইনু বিস্ময়।
বিধবার দুঃখ শুনে, বড় ব্যথা পাই মনে,
কবে বিষ্ণু হবেন সদয়॥
অবলার মনস্তাপে, পণ্ডিত সকলে শাপে,
আশু তারা হারাইবে মান।
ইংরাজের হাতে সব, দর্প হবে পরাভব,
সত্য কলি হইবে সমান॥
ব্রহ্ম ধর্ম্ম হবে সবে, বল্লালি উঠিবে কবে,
ঘুচে যাবে মনের বিকার।
একব্রহ্ম নাহি অন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্রহ্ম গণ্য,
বহুশাস্ত্রে শুনিয়াছি সার॥
বিধবা বিবাহ যবে, চলিত করিবে সবে,
তবে বঙ্গে হইবে কুশল।

নতুবা ব্রহ্মের শাপে, বিধবার মনস্তাপে,
ক্রমে বঙ্গে হবে অমঙ্গল ॥
পণ্ডিত কুরীতি লিখে, পাঠকেরা তাই শিখে,
সেই রীতি চালায় সকলে।
পূর্ব্বের যে নারীগণে, বহুকষ্ট পেয়ে মনে,
কাটাইল যৌবন বিফলে ॥
জগত ঈশ্বর যিনি, সর্ব্বগুণে গুণী তিনি,
বিধবা সকলে করি দয়া।
ইংরাজেরে বুদ্ধিদান, করেছেন ভগবান,
অবলারে দিবেক অভয়া ॥
নবীন কহিছে ভাল, ঘুচিবে কুরীতি কাল,
জম্বুদ্বীপ সভ্য হবে তবে।
মহানন্দে পরস্পরে, সুখে রবে ঘরে ঘরে,
স্বর্গসুখ জম্বুদ্বীপে হবে ॥

পুনরপি বেতাল কহিল পিশাচেরে।
বড়ই সুবোধ তুমি বুঝিনু অন্তরে ॥
দুইরীতি শুনিলাম কুরীতি এবটে।
আর কি কুরীতি আছে বল অকপটে ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল শুন কুরীতি কথন।
জম্বুদ্বীপে পণ্ডিতেরা করিল যেমন ॥
জাতির বিষয় কিছু শুনহ সুমতি।
অন্নভেদ করে বঙ্গে হইয়া কুমতি ॥

অন্নহৈতে মনুষ্যের প্রাণরক্ষা হয়।
সেই হেতু অন্নব্রহ্ম সর্ব্বমুনি কয়॥
চারিজাতি মধ্যে ভেদ নাহি কোনমতে।
এক ব্রহ্ম বিনা অন্যে নাহি মানে মতে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জন।
ব্রহ্মের শরীর হতে হয় উৎপাদন॥
সেইহেতু চারিজাতি সহোদর প্রায়।
কোন মতে ভেদ নাহি কহিহে তোমায়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জন।
যেই হেতু ভেদ নাহি শুন বিবরণ॥
অনাদি পুরুষ যিঁনি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার শরীর হৈতে জন্মে চারি জন॥
মুখ হৈতে উৎপাদন হইল ব্রাহ্মণ।
বাহুতে জন্মিল ক্ষত্রী শুনহ কারণ॥
নাভিমুল হৈতে জন্মে বৈশ্য যত জন।
পাদপদ্মে জন্মিলেক সব শূদ্রগণ॥
এই চারি জাতি মধ্যে ভেদ কিবা বল।
সহোদর তুল্য সবে সহজে হইল॥
ব্রহ্ম পিতা এই চারি তাঁহার সন্তান।
ইহার মধ্যেতে ভেদ বড় অপ্রমাণ॥
বিচার করিয়া তুমি বুঝ মহাশয়।
যদ্যপি কাহার বহু পুত্রগণ হয়॥
তাহাদের মধ্যে কিবা ভেদ হতে পারে।
বল দেখি কিবা হয় তোমার বিচারে॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে করি নিবেদন।
বিস্ময় হইল মন শুনে এ বচন॥
দেবতা বলিয়া সবে যে ব্রাহ্মণে গণে।
একই সমান তুমি কহিলে কেমনে॥
অগ্নির সমান হয় ব্রাহ্মণ সকলে।
বেদ-অধিকারী তারা সর্ব্ব লোকে বলে॥
হেন ব্যক্তি সর্ব্বতুল্য কদাচিত নয়।
যাহার পদের চিহ্ন বিষ্ণুর হৃদয়॥
এইবার রীতিমত না কহিলে তুমি।
এসকল বাক্য তব অবিশ্বাসভূমি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুন মহাশয়।
বিচারেতে বুঝে দেখ উপযুক্ত হয়॥
বিচার করিয়া তুমি দেখ এবিষয়।
পুত্র হয়ে পিতা লঙ্ঘে কোন শাস্ত্রে কয়॥
মহারাগী ছিল সেই ভৃগু মহাশয়।
রাগবশে লাথি মারে বিষ্ণুর হৃদয়॥
কুসন্তান দেখি প্রভু কিছু না কহিল।
মিষ্টকথা কহি তারে বিদায় করিল॥
অন্যায় দেখিয়া লক্ষ্মী কহিলেন তায়।
ওরে দুষ্ট কুসন্তান প্রহারিলি পায়॥
পুত্র হয়ে মা বাপেরে কর অপমান।
শাপ দেই তোর প্রতি নাহি হবে আন॥

যযাতির বংশ কলিযুগে হবে রাজা।
ইংরাজ-উপাধি হবে দুষ্টে দিবে সাজা॥
সেইকালে তোর বংশ হারাইবে মান।
উপযুক্ত দণ্ড পাবে ওরে কুসন্তান॥
সেই হেতু ইংরাজের বঙ্গে আগমন।
সাধন করিবে তারা লক্ষ্মীর বচন॥
বিশেষ এ চারি জাতি ভিন্ন কেহ নয়।
চিরকাল সমভাব শুন মহাশয়॥
সত্য আর ত্রেতাযুগ দ্বাপর এ কলি।
মন স্থির কর তুমি কহিব সকলি॥
বিদ্যার প্রভাবে যেবা ব্রহ্মকে জানিবে।
শাস্ত্রের নিয়মে সেই ব্রাহ্মণ হইবে॥
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে ভেদ কিছু নাই।
প্রভুর নিকটে সব তুল্য হয় ভাই॥
কেবল বিশেষ আছে শুন মহাশয়।
বিদ্যা না শিখিবে যেই সেই শূদ্র হয়॥
অবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শূদ্র জানিহ নিশ্চয়।
বিজ্ঞ হৈলে শূদ্র সেই ব্রহ্মতেজঃ লয়॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে বল দেখি শুনি।
ব্রাহ্মণের ভিন্ন কেবা হয় ঋষি মুনি॥
জাতি ভেদ নাহি কেন কিসের কারণ।
কোন্ কালে শূদ্র অন্ন খাইল ব্রাহ্মণ॥
ক্ষত্রিয়ের অন্ন কেবা করিল ভক্ষণ।

কহ শুনি কোন ক্ষত্রী হইল ব্রাহ্মণ ॥
শূদ্র হয়ে ব্রহ্মতেজঃ লয় কোন্ জন।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ বিচক্ষণ ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুন বিবরণ।
লোমপাদ নামে রাজা ছিল এক জন ॥
ধর্ম্মশীল রাজা সেই মহাবলবান।
ধনেতে ছিলেন তিনি কুবের সমান ॥
দশরথ রাজা তাঁর সখা এক জন।
রামায়ণে এসকল আছে বিবরণ ॥
লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়েছিল।
রাজ্যরক্ষা হেতু রাজা চিন্তিত হইল ॥
উর্ব্বরা যতেক ভূমি মরু হয়ে যায়।
রক্তবৃষ্টি দেখি প্রজা করে হায় হায় ॥
প্রজার দুঃখেতে রাজা দুঃখিত হৃদয়।
ঋষিগণে আনাইয়া যথাবিধি লয় ॥
মুনিগণ বলে রাজা শুনহ বচন।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে করহ আনয়ন ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সেই পুণ্যবান্ অতি।
তাঁহাকে আনিলে তুমি পাইবে নিষ্কৃতি ॥
উপদেশ পেয়ে রাজা ভাবে মনে মনে।
কৌশল করিয়া তাঁরে আনিল ভবনে ॥
বিভাণ্ডকপুত্র সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
মহাপুণ্যবান ঋষি বেদশাস্ত্রে জ্ঞানী ॥

যখন সে ঋষিপুত্রে রাজ্যেতে আনিল।
অনাবৃষ্টি দূরে গিয়া সুবৃষ্টি হইল॥
বিপদ সাগরে রাজা উত্তীর্ণ হইল।
পূর্ব্বের উর্ব্বরা ভূমি প্রজারা পাইল॥
মহাতুষ্ট হয়ে তবে লোমপাদ রায়।
শান্তানামে কন্যা ছিল বিভা দিল তায়॥
লোমপাদ ক্ষত্রী হয় জানে সর্ব্বজনে।
ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিভা করিল ব্রাহ্মণে॥
শ্বশুরের অন্ন কেবা না করে ভক্ষণ।
কহ দেখি জাতি ভেদ রহিল কেমন॥
পূর্ব্ব শাস্ত্রে সমভাব আছে চিরকাল।
মধ্যে যত ব্রাহ্মণেরা ঘটালে জঞ্জাল॥
দেখ ভাই তবে সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিভা করে শাস্ত্রে শুনি॥
যাহার যজ্ঞের হেতু রাম নারায়ণ।
জন্মিলেন চারি-অংশে শুন বিবরণ॥
দশরথ মহারাজা নিঃসন্তান ছিল।
ঋষিকে আনিয়া রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ঋষির আহুতি জোরে দেব ভগবান্।
জন্মিলেন অযোধ্যায় করিতে কল্যাণ॥
হেন ঋষি ক্ষত্রী অন্ন খাইলেন সুখে।
সামান্য ব্রাহ্মণ তবে না খাবে কি দুখে॥
অন্নভোজে কোন কালে নাহি কোন রীতি।
অন্নব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখে এই নীতি॥
দেখ ভাই অন্নে রাখে মনুষ্যের প্রাণ।
অন্ন বিনা মানুষের নাহি পরিত্রাণ॥

অন্য যত উপচার খাদ্যের বিষয়।
অন্নের নিকটে তাহা তুল্য নাহি হয়॥
হেন অন্ন তুচ্ছ জ্ঞান কখন নহিবে।
পরস্পরে চারিজাতি অবশ্য খাইবে॥
বিশেষ একের পুত্র চারিজাতি হয়।
বুঝিয়া নবীন দাস এই উক্তি কয়॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল কহ করি নিবেদন।
আর কেবা ক্ষত্রীকন্যা করিল গ্রহণ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল শুন কহি বিবরণ।
যযাতি নামেতে রাজা ছিল এক জন॥
নহুষের পুত্র সেই ক্ষত্রী জাতি হয়।
ব্রাহ্মণের কন্যা বিভা করে মহাশয়॥
শুক্রাচার্য্য নামে যেই দৈত্যকুল গুরু।
তপেতে তপস্বী অতি দানে কল্পতরু॥
ভৃগুর নন্দন মুনি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
তাঁর কন্যা যযাতি যে করিল গ্রহণ॥
আপনি সন্তুষ্ট হয়ে মুনি অতিশয়।
বিবাহের কথা মুনি যযাতিরে কয়॥
স্বর্ণলতা প্রায় কন্যা দেখিয়া রাজন।
পুলকিত হয়ে তারে করিল গ্রহণ॥
দেখ ভাই ক্ষত্রী হয়ে যযাতি রাজন।
ব্রাহ্মণের কন্যা বিভা করিল তখন॥

এ সকল লিপি ভাই ভারতেতে আছে।
দুঃখের বিষয় তাই কহি তব কাছে॥
শাস্ত্রকার হইলেক যতেক ব্রাহ্মণ।
কলিযুগে এই রীতি করিল বারণ॥
শাস্ত্রে মিথ্যা লিখে দ্বিজ হয়ে আছে প্রভু।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রে ভেদ নাহি কভু॥
আর দেখ বিশ্বামিত্র নামে যেই ঋষি।
ক্ষত্রিয় হইয়া তপ করে দিবানিশি॥
বেদ শাস্ত্র পড়ি সেই বিজ্ঞ অতিশয়।
দেখিলে তাহাকে দেবগণে করে ভয়॥
বহুদ্রব্য সৃষ্টি তার আছয় সংসারে।
পরম তপস্বী বলি গণ্য করে যারে॥
বিদ্যার প্রভাবে সেই ব্রহ্মকে জানিল।
অনায়াসে ব্রহ্মতেজঃ শরীরে আনিল॥
এ সকল সর্ব্বশাস্ত্রে আছয়ে প্রমাণ।
তবে কেন চারিজাতি না হবে সমান॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তবে কহ মহাশয়।
কোন্ শূদ্র বিদ্যাবলে ব্রহ্মতেজঃ লয়॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল শুন কহি বিবরণ।
লোমশ নামেতে মুনি ছিল এক জন॥
তপেতে প্রধান তিনি অতি বিদ্যাবান।
যথা যান তথা পান উপযুক্ত মান॥

কিন্তু তাঁর গাত্রদেশে লোম অতিশয় ।
সেই হেতু লোমশ বলিয়া তাঁরে কয় ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ মুনি তেজস্বী প্রধান ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ মুনি জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
লোমহেতু মুনি অতি বিরাগী হইয়া ।
বৈকুণ্ঠেতে উপনীত হইলেন গিয়া ॥
বিষ্ণুর নিকটে তবে কহে বিবরণ ।
কৃপা করি শুন প্রভু মম নিবেদন ॥
লোমের কারণে আমি বড় জ্বালাতন ।
কিরূপেতে লোম যাবে কহ নারায়ণ ॥
হাসিয়া বৈকুণ্ঠপতি করেন উত্তর ।
ঔষধ তোমারে আমি দিব মুনিবর ॥
চণ্ডাল উচ্ছিষ্ট যদি খেতে পার তুমি ।
নিশ্চয় জানিও ইহা বিশ্বাসের ভূমি ॥
শুনিয়া লোমশমুনি করিল গমন ।
চণ্ডাল উচ্ছিষ্ট হেতু করেন ভ্রমণ ॥
সামান্য চণ্ডাল প্রতি শ্রদ্ধা না হইল ।
কি করিবে মুনি তবে ভাবিতে লাগিল ॥
বনমধ্যে চণ্ডাল তপস্বী এক ছিল ।
সহসা মুনির হৃদে উদয় হইল ॥
তথায় গমন করে মুনি মহাশয় ।
বনজন্তু দেখি মুনি নাহি করে ভয় ॥
চণ্ডালের অন্বেষণে নানা বনে ভ্রমে ।
শেষে উপনীত মুনি তাহার আশ্রমে ॥
মুনিকে দেখিয়া তবে চণ্ডাল সুজন ।
বিধিমতে মুনিবরে করিল পূজন ॥

জিজ্ঞাসিল লোমশেরে কোন প্রয়োজনে।
প্রবেশ করিলে আসি নিবিড় কাননে॥
মুনি বলে যাব আমি সরযূর তীরে।
মধ্যাহ্ন সময় দেখি আইলাম ফিরে॥
ক্ষুধায় কাতর আমি শুনহ সুজন।
অন্ন পাক কর দোঁহে করিব ভোজন॥
শুনিয়া চণ্ডাল তবে রন্ধন করিল।
প্রস্তুত করিয়া অন্ন মুনিকে কহিল॥
মুনি বলে এক পাত্রে সব অন্ন ঢাল।
একত্রে ভোজন হৈলে তবে হয় ভাল॥
চণ্ডাল কহিল পুনঃ কহ মহাশয়।
কেমনে কহিলে ইহা তবোচিত নয়॥
উচ্ছিষ্ট তোমায় আমি কি রূপেতে দিব।
আর না কহিও মুনি শিব শিব শিব॥
রন্ধন করেছি অন্ন করহ ভক্ষণ।
উচ্ছিষ্ট তোমাকে আমি না দিব কখন॥
মুনি বলে যত্র জীব তত্র শিব হয়।
এক ব্রহ্ম ভিন্ন নাই কেন কর ভয়॥
আত্মারূপে ব্রহ্ম হয় পৃথিবী ভিতরে।
ভ্রমণ করেন সৃষ্টি করিবার তরে॥
তব মম আত্মা তাই একই সমান।
ভিন্ন [illegible]র যেই জন সেইত অজ্ঞান॥
অতএব এসো তবে একত্রেতে খাই।
তোমায় আমায় কিছু ভিন্ন নহে ভাই॥
চণ্ডাল বলিল মুনি শুন মম ঠাঁই।
উচ্ছিষ্ট দিবার রীতি কোন শাস্ত্রে নাই॥

মুনি বলে উচ্ছিষ্ট যদ্যপি নাহি দিবে
অতিথি বিমুখ হলে নরক হইবে॥
ভয়েতে চণ্ডাল তবে সম্মত হইল।
উভয়েতে এক পাত্রে ভোজন করিল॥
ভোজনান্তে মুনি পুনঃ গৃহেতে চলিল।
আপন আবাসে আসি উত্তীর্ণ হইল॥
সপ্তম দিবস মুনি প্রতীক্ষা করিল।
কোন মতে এক লোম নাহিক খসিল॥
প্রতারণা বুঝি মুনি ভাবিতে লাগিল।
পুনরায় বিষ্ণুস্থানে উত্তীর্ণ হইল॥
মুনি বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
কেমন ঔষধ তুমি দিলে নারায়ণ॥
এক লোম নাহি গেল শুন লক্ষ্মীপতি।
তব বাক্য মিথ্যা হৈলো চমৎকার অতি।
শুনিয়া কহেন তবে ত্রিজগত পতি॥
শান্ত হও মুনিবর কহি তব প্রতি॥
কোন চণ্ডালের তুমি উচ্ছিষ্ট খাইলে।
চিনিতে নারিয়া দুঃখ কতই পাইলে॥
মুনি বলে কহি শুন দেব নারায়ণ।
বনেতে চণ্ডাল আছে শ্রেষ্ঠ এক জন॥
তপেতে তাপস সেই বড়ই সুজন।
তাহার উচ্ছিষ্ট আমি করেছি ভক্ষণ॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠপতি ঈষৎ হাসিয়া।
কহিলেন প্রভু তবে মুনি সম্বোধিয়া॥
চণ্ডাল নহেত সেই হয় হরিদাস।
তপস্যা করয়ে বনে ব্রহ্মে করি আশ॥

যেই জন ব্রহ্মে ভজে সেই ত ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে শূদ্রেতে ভেদ নাহি কদাচন॥
শুনিয়া লোমশমুনি কহে পুনর্ব্বার।
কিরূপেতে লোম যাবে কহ প্রভু আর॥
বিষ্ণু কন শুন মুনি আমার বচন।
নগরের প্রান্তভাগে করহ গমন॥
তথায় আছয়ে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
ব্যাভারে দুরাত্মা সেই দুষ্ট আচরণ॥
তাহার উচ্ছিষ্ট খেলে লোম তব যাবে।
এই বার মুনিবর অব্যাহতি পাবে॥
শুনিয়া লোমশ মুনি করিল গমন।
সেই দ্বিজাশ্রমে গিয়া উপনীত হন॥
অতিথি জানায় মুনি সেই দ্বিজবরে।
তাড়াইয়া দ্বিজবর দিলেক মুনিরে॥
রাজপথে মুনিবর বসিয়া রহিল।
আহার করিয়া তারা পত্র যে ফেলিল॥
পত্র অবশিষ্ট অন্ন করেন ভক্ষণ।
খসিতে লাগিল লোম দেখেন তখন॥
বিস্মিত হইয়া মুনি ভাবে মনে মনে।
দ্রুত গিয়া বিবরণ কহে নারায়ণে॥
কহ প্রভু এ কেমন দেখি চমৎকার।
ব্রাহ্মণ হইয়া তার চণ্ডাল ব্যাভার॥
অতিথি দেখিয়া মোরে তাড়াইয়া দিল।
উচ্ছিষ্ট খাইয়া লোম সমস্ত খসিল॥
চণ্ডাল উচ্ছিষ্ট খেয়ে কিছু না হইল।
ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হেতু লোম যে খসিল॥

ইহার কারণ মোরে কহ নারায়ণ।
বুঝিতে না পারি আমি এই বিবরণ॥
শুনিয়া ত্রিলোকপতি কহেন তখন।
তাহার বৃত্তান্ত তবে শুন তপোধন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজন।
একই সমান হয় শুন বিবরণ॥
বিদ্যার প্রভাবে যেই ব্রহ্মকে জানিবে।
নিশ্চয় জানিও সেই ব্রাহ্মণ হইবে॥
কিবা শূদ্র কিবা বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীতে।
কিছু মাত্র ভেদ নাই কহিনু নিশ্চিতে॥
বিদ্যায় ভজনে দেখ সকলি সমান।
প্রত্যক্ষ লোমের হেতু পাইলে প্রমাণ॥
ভজনেতে ছোট বড় নাহি মুনিবর।
যেই জন ব্রহ্মে ভজে শ্রেষ্ঠ সেই নর॥
শুনিয়া লোমশমুনি আনন্দ অপার।
ভাবিয়া নবীন দাস রচিলেক সার॥
দেখ ভাই এবিষয় কেমন হইল।
চণ্ডাল হইয়া সেই ব্রহ্মতেজঃ নিল॥
এসব বৃত্তান্ত ভাই আছে ভাগবতে।
যেই শাস্ত্র শুকদেব রচে বিধিমতে॥
সংসারের লোক সব ব্রহ্মের সন্তান।
আত্মারূপে ব্রহ্মময় একই সমান॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল কহ শুনি মহাশয়।
আর কোন শূদ্র তবে ব্রহ্মতেজঃ লয়॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল শুন কহি বিবরণ।
স্মৃতি নামে ঋষি বনে ছিল এক জন॥
বেদব্যাস তাঁর গুরু জানে সর্ব্ব জনে।
বেদ শাস্ত্র পড়ি সেই মান্য ত্রিভুবনে॥
নৈমিষ-অরণ্যে এক বিদ্যালয় ছিল।
তথায় পড়িয়া স্মৃতি সুবিজ্ঞ হইল॥
জাতিতে সামান্য সেই হয় সূত্রধর।
বড়ই সুবোধ স্মৃতি গুণের আকর॥
এক দিন সভা করি যত মুনিগণে।
বেদধ্বনি করে সবে নৈমিষ কাননে॥
হেন কালে বলরাম তথায় আইল।
দেখিয়া সকল মুনি উঠে দাঁড়াইল॥
আগচ্ছ আগচ্ছ বলি করে আহ্বান।
কৃষ্ণের অগ্রজ তিনি ক্ষত্রীয় সন্তান॥
ব্যাসের আসনে বসি স্মৃতি ঋষি ছিল।
বেদব্যাসে শ্রেষ্ঠগণি স্মৃতি না উঠিল॥
দেখিয়া স্মৃতির কর্ম্ম দেব বলরাম।
ক্রোধে বলে ওরে দুষ্ট তোরে বিধি বাম॥
সকল মুনিরা উঠে ডাকিল আমারে।
না উঠিলি দুরাচার কোন অহংকারে॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ অধিক হইল।
অসির দ্বারায় তার মস্তক কাটিল॥
দেখিয়া সকল মুনি পাইলেক ভয়।
কি হইল কি হইল পরস্পরে কয়॥

হেন কালে বেদব্যাস আইলেন তথা।
ব্যাসদেবে দেখে কেহ না কহিল কথা॥
পরাশর পুত্র তবে জিজ্ঞাসে কারণ।
স্থতিরে কাটিল কেবা কহ বিবরণ॥
মুনিগণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
বলরাম বধিলেক স্থতির জীবন॥
এতেক শুনিয়া সত্যবতীর নন্দন।
ক্রোধ করি বলদেবে কহেন তখন॥
কি দোষেতে বধ তুমি করিলে স্থতিরে।
এসব বৃত্তান্ত কথা কহ দেখি মোরে॥
বলরাম বলে তবে শুন মুনিবর।
মান্য না করিল মোরে দুষ্ট সূত্রধর॥
সেই হেতু বধিয়াছি স্থতির জীবন।
শুনি পরাশর পুত্র কহেন তখন॥
লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেমনে করিলে।
কৃষ্ণের অগ্রজ হয়ে কুবুদ্ধি ধরিলে॥
অতএব বলরাম কহি আমি সার।
ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইবে তোমার॥
বলরাম বলে তবে সে কেমন মুনি।
ছুতরের পুত্র স্থতি লোক মুখে শুনি॥
ছুতর বধিলে কেন ব্রহ্মহত্যা হবে।
অনর্থক কথা মুনি কেন কহ তবে॥
মুনি বলে বলরাম শুনহ কারণ।
যেই জন ব্রহ্ম জানে সেইত ব্রাহ্মণ॥
বেদ শাস্ত্র পড়ি স্থতি ব্রহ্মতেজঃ নিল।
সেই হেতু মহাপাপ তোমারে ঘটিল॥

শুনি বলরাম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।
মুনির নিকটে আসি বিনয় করিল ॥
কি রূপেতে পাপ যাবে কহ মুনিবর।
শুনিয়া তোমার বাক্য কম্পিত অন্তর ॥
না বুঝে সূতিকে আমি করেছি ধ্বংসন।
কিসে পাপমুক্তি হবে কহ গো এখন ॥
মুনি বলে বলরাম কহি শুন সার।
বন যাত্রা ভিন্ন তব গতি নাহি আর ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে করহ গমন।
ভ্রমণের কষ্টে পাপ হইবে মোচন ॥
নানা তীর্থ ভ্রমণ করিবে দণ্ডীবেশে।
তবে হে তোমার পাপমুক্তি হবে শেষে ॥
আর কহি বলরাম শুনহ বিশেষ।
ইহার বিধান কৃষ্ণ করিবেন শেষ ॥
সকল বৃত্তান্ত তুমি কহিবে তাঁহারে।
সকলি জানেন তিনি যা হয় সংসারে ॥
শুনি বলদেব তবে করেন গমন।
কৃষ্ণের নিকটে আসি কহেন তখন ॥
কৃষ্ণ কন মুনি যাহা কহিল তোমারে।
উপযুক্ত বনযাত্রা আমার বিচারে ॥
বিদ্যার প্রভাবে সূতি ব্রহ্মকে জানিল।
সেই হেতু ব্রহ্মবধ তোমারে অর্শিল ॥
অগত্যা বুঝিয়া তবে দেব বলরাম।
বলে বিধি এত দিনে হৈলে মোরে বাম ॥
চিন্তিত হইয়া বনে করিল গমন।
কহ দেখি জাতিভেদ রহিল কেমন ॥

বিদ্যার প্রভাবে স্মৃতি বুঝে জেনে ছিল।
তারে বধে বলরাম বনেতে পশিল॥
শ্রীকৃষ্ণের সহোদর দেব বলরাম।
শুনিয়াছ ভারতে অনন্ত যাঁর নাম॥
এসব বৃত্তান্ত ভাই গদাপর্ব্বে আছে।
আর কি কুরীতি আমি কব তব কাছে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
একই সমান সব শুন বিচক্ষণ॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল পরে শুন মহাশয়।
তবে কেন ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভেদ হয়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
চারি বর্ণে ভিন্ন হয় কোন প্রয়োজন॥
সকলি ব্রাহ্মণ তবে কেন না হইল।
চারি বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন কি জন্যে রহিল॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল পুনঃ শুন বিবরণ।
উপাধির মত এই জাতি নিরূপণ॥
তাহার কারণ তবে শুনহ বেতাল।
কহিব তোমারে আমি সে সব রসাল॥
ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখ চারি বর্ণ আছে।
সে সব বৃত্তান্ত আমি কহি তব কাছে॥

রাঢ়ী আর বারেন্দ্র যে আছয়ে প্রমাণ।
বৈদিক নামেতে দ্বিজ একই সমান॥
ইহার মধ্যেতে তবে দেখ মহাশয়।
কৈবর্ত্ত চণ্ডাল পোদ যত জাতি হয়॥
আর দেখ সুবর্ণবণিক্ যত জন।
ধোপা আর কপালীর পুরোহিতগণ॥
বর্ণকের শ্রেণী বলি হয়ত গণনা।
এক দ্বিজ চারি শ্রেণী করয়ে বর্ণনা॥
উচ্চ নীচ রাগবশে বল্লাল করিল।
এই হেতু বর্ণকেরা সামান্য হইল॥
সেইরূপ হয় এই ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে।
উপাধির মত ইহা কহিনু নিশ্চিতে॥
আর দেখ মহাশয় কহি অতঃপর।
গোঁসাই উপাধি ধরে কত দ্বিজবর॥
নিত্যানন্দ যেই হয় ব্রাহ্মণকুমার।
বিদ্যার প্রভাবে জ্ঞান হইল অপার॥
খড়দহ নামে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
মহানন্দে নিত্যানন্দ তথা বাস করে॥
পরম ধার্ম্মিক তিনি হন ব্রহ্মজ্ঞানী।
মহাত্মা বলিয়া ভবে তাঁহারে বাখানি॥
ব্রাহ্মণের গুরু হন চণ্ডাল অবধি।
জাতি ভেদ নাহি করে শুন গুণনিধি॥
নিত্যানন্দ বংশ দেখ সকলের গুরু।
ব্রাহ্মণ মধ্যেতে মান্য যেন কল্পতরু॥
জম্বুদ্বীপে অপকৃষ্ট যত জাতি আছে।
সকলেতে উপদেশ লয় তাঁর কাছে॥

ধন্য ধন্য বলি আমি যতেক গোঁসাই।
সকল জাতির গুরু কিছু ভেদ নাই॥
ব্রাহ্মণের মধ্যেতে গোঁসাই পূজ্যবান।
অনায়াসে কুলীনেরে কন্যা করে দান॥
অপকৃষ্ট জাতির যতেক পুরোহিত।
বল দেখি তাহারা যে কি জন্য পতিত॥
গুরু আর পুরোহিত এক জাতি হয়।
এক জন শ্রেষ্ঠ হয় এক জন নয়॥
পুরুতের অন্ন নাহি খায় কোন জন।
গোঁসায়ের অন্ন সবে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখ ভাই এবিষয় বড় চমৎকার।
এক জাতি অন্ন নাহি খায় কেহ কার॥
বল্লাল সেনের মতে এই রীতি হয়।
পূর্ব্বে ইহা নাহি ছিল শুন মহাশয়॥
এইরূপে অন্নভেদ বল্লাল করিল।
অহঙ্কারে পূর্ব্বশাস্ত্র নাহিক মানিল॥
আর দেখ মহাশয় করি নিবেদন।
কুলীনের চারি শ্রেণী কহে সর্ব্ব জন॥
ফুলে আর সর্ব্বানন্দ আছে নিরূপণ।
খড়দ বল্লবি যেই কহি বিবরণ॥
একই সমান হয় ভিন্ন কিছু নাই।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে দেখ সেইরূপ ভাই॥
অবিজ্ঞ হইলে দ্বিজ শূদ্রবত্ হবে।
সুবিজ্ঞ হইলে শূদ্র ব্রহ্মতেজঃ লবে॥
সকলের পক্ষে ব্রহ্ম একই সমান।
যেই ভজে সেই পায় নাহি কিছু আন॥

বেতালের উক্তি।

শুনিয়া বেতাল পুনঃ করিল উত্তর।
ব্রহ্মের উত্তম অঙ্গে জন্মে দ্বিজবর॥
শরীরের মধ্যে দেখ মস্তক প্রধান।
সেই হেতু ব্রাহ্মণেরা পায় বহু মান॥
উত্তমাঙ্গ শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্ব লোকে কয়।
তাহাতে জন্মিল দ্বিজ দেবতুল্য হয়॥
হেন দ্বিজ শূদ্রবত্ সে আর কেমন।
পুনঃ২ মহাশয় না কহ এমন॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল তবে শুন মহাশয়।
তোমার বিচারে দেখ শূদ্র শ্রেষ্ঠ হয়॥
ব্রহ্মের চরণ ধ্যান করে সর্ব্বজনে।
হেন পাদপদ্মে জন্মে যত শূদ্রগণে॥
যে চরণ যোগীগণ ভাবে দিবানিশি।
যাঁর প্রেমে শিব থাকে শ্মশানেতে বসি॥
ব্রহ্মাণ্ডের লোক ভাবে যাঁহার চরণ।
মুনিগণ মনোযোগে করয়ে পূজন॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর পরাশর মুনি।
বেদব্যাস শুকদেব গ্রন্থকর্ত্তা শুনি॥
নারদ পরম জ্ঞানী জয়দেব আর।
সকলেতে ব্রহ্মপদ ভাবিল অপার॥
সেই পদে শূদ্র জন্মে সামান্যত নয়।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে দেখ সমতুল্য হয়॥

আর শুন মহাশয় কহি অতঃপরে।
কৃষ্ণমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তি নির্ম্মায় যে নরে॥
মস্তকেতে এক পুষ্প দিয়ে পূজা করে।
ভূরি ভূরি পুষ্প দেয় চরণ উপরে॥
দেবতার পাদপদ্ম বাঞ্ছে সর্ব্ব জনে।
জন্মিলেক যত শূদ্র হেন শ্রীচরণে॥
অতএব চারি জেতে ভেদ কিছু নাই।
পরস্পর সকলেতে অন্ন খাবে ভাই॥
একে ত এ চারিজাতি ব্রহ্মের সন্তান।
বিশেষ যে অন্নব্রহ্ম নাহি কিছু আন॥
তার সাক্ষী দেখ ভাই জাহ্নবীর জল।
নীচজাতি ছুঁলে পরে না হয় বিফল॥
যাগ যজ্ঞ যত দেখ মনুষ্যেরা করে।
গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে ঘরে২॥
নীচজাতি হয়ে যদি আনে গঙ্গাজল।
সেইজলে দেব পূজি করয়ে সফল॥
গঙ্গার নিকটে দেখ জাতিভেদ নাই।
অন্নব্রহ্ম চিরকাল সেইরূপ ভাই॥
পুরুষোত্তমেতে দেখ তাহার প্রমাণ।
জাতিভেদ নাহি অন্ন করে ব্রহ্মজ্ঞান॥
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে তথা একত্রেতে খায়।
এসব দুঃখের কথা কহিব হে কায়॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল তার শুনহ কাহিনী।
জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্রেতে আছেন আপনি॥

তাঁহার প্রসাদ বলি খায় সর্ব্বজনে।
সকল স্থানেতে ইহা চলিবে কেমনে॥
বৌদ্ধ-অবতার তথা প্রভু নারায়ণ।
সেই হেতু অন্ন সবে করয়ে ভক্ষণ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি

পিশাচ কহিল তবে শুন মহাশয়।
ব্রহ্মের অগম্য স্থান কোন থান নয়॥
অনাদি পুরুষ তিনি জগত-ঈশ্বর।
ভক্তি ভাবে তাঁর পূজা করে সব নর॥
সর্ব্বব্যাপী হন্ তিনি শুন মহাশয়।
হেন প্রভু কদাচিত্ কেনা কার নয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল পৃথিবী ভিতর।
বন কিম্বা উপবন কহি অতঃপর॥
সকল স্থানেতে তিনি একই সমান।
যে ভজিবে সেই পাবে শুন মতিমান্॥

বেতালের উক্তি

বেতাল কহিল শুন করি নিবেদন।
গুরু আর পুরোহিত যত দ্বিজগণ॥
ব্রাহ্মণের ব্যতিরেকে কেবা হৈতে পারে
তাহার বৃত্তান্ত কথা কহ হে আমারে॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল তবে শুনহ বিহিত।
সে সব বৃত্তান্ত আমি কহিব নিশ্চিত॥
দেশাচার হয় ইহা শুনহ কারণ।
ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে পদ করিল স্থাপন॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া হেন নাহি নিরূপণ।
শুনহ বেতাল আমি কহি বিবরণ॥
যোগী নামে ভারতবর্ষেতে জাতি আছে।
দশকর্ম্ম করে তারা পণ্ডিতের কাছে॥
তাহাদের পুরোহিত দ্বিজ নাহি হয়।
জাতি জাতি পুরোহিত শুন মহাশয়॥
যোগিগণ মুক্তি পায় নাহিক সংশয়।
কেবল পুরুত দ্বিজ এনহে নিশ্চয়॥
যেই জন যেই বিদ্যা অভ্যাস করিবে।
তার অনুযায়ী কর্ম্ম অবশ্য পাইবে॥
চিকিৎসাব্যবসা দেখ করে বৈদ্যগণে।
ব্রাহ্মণ যে চিকিৎসক আছে বহুজনে॥
যেই দ্বিজ বৈদ্যশাস্ত্র করয়ে পঠন।
বৈদ্যের ব্যবসা করে শুন বিবরণ॥
ব্যবসাতে জাতি ভেদ না হয় কখন।
উচ্চ নীচ মানে হয় শুনহ কথন॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা সরকারি করে।
সরকার মহাশয় বলে তারে পরে॥
শাস্ত্র পড়ে যেই জন পণ্ডিত সে হয়।
কিবা শূদ্র কিবা দ্বিজ কিছু ভেদ নয়॥

গুরু পুরোহিত দেখ ব্যবসায়ী মত।
শূদ্রের বৈষ্ণব গুরু আছে কতশত॥
দশকর্ম্ম শিষ্য করা ব্যবসা নিশ্চয়।
বেতন লইয়া তারা শ্রাদ্ধাদি করয়॥
মূল্য লয়ে যেই জন কোন কর্ম্ম করে।
বাধ্য অনুগত তারে কহে অতঃপরে॥
যেই জন শিক্ষা দিবে সেই গুরু হয়।
কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র নাহিক নিশ্চয়॥
উচ্চ গুরু পিতা মাতা কহি শুন ভাই।
যাহার সমান গুরু ত্রিভুবনে নাই॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল বলিল তবে শুন মহাশয়।
গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু সকলেতে কয়॥
কেমন ব্যবসা ইহা কহ গুণমণি।
শুনিয়া তোমার উক্তি চমৎকার গণি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহেন শুন বিক্রম কিঙ্কর।
ব্রহ্মের সমান ভাই নাহি হয় নর॥
যোনিতে উদ্ভব ভবে হয় যেই জন।
ব্রহ্ম বলি কদাচিত্ না হয় গণন॥
অযোনিসম্ভব ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
মনুষ্যেরে ব্রহ্ম বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়॥

পথদরশক হন গুরু মহাশয়।
প্রমাণ আছয়ে তার মনে যাহা লয়॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব নামধর।
শ্রীকৃষ্ণ আনিতে বনে যায় অতঃপর॥
মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যায় বনে।
বনে বনে ভ্রমে ধ্রুব কৃষ্ণ অন্বেষণে॥
অদীক্ষিত ছিল সেই ধ্রুব মহাশয়।
নারদ আসিয়া তার গুরুদেব হয়॥
নারদের বাক্য ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া।
শ্রীবৃন্দাবনেতে কৃষ্ণ পাইল আসিয়া॥
গুরু যদি ব্রহ্ম হয় শুন মহাশয়।
তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে ধ্রুব রায়॥
নারদে না ভজে সেই ভজে নারায়ণে।
প্রভুকে পাইল ধ্রুব আসি বৃন্দাবনে॥
সকলের মূল হন ব্রহ্ম সনাতন।
মনুষ্যের তুল্য তিনি না হন কখন॥
কৃতজ্ঞের হেতু পূজা গুরুকে করিবে।
গুরুকে অনাদি বলি কভু না ভাবিবে॥
মহাজন হন গুরু শুনহ কারণ।
সামান্য মূল্যেতে রত্ন করেন অর্পণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া হেন নাহিক নিশ্চয়।
কেবল অপেক্ষা জ্ঞান শুন মহাশয়॥
বিদ্যাতে প্রধান জ্ঞানী যেইজন হয়।
গুরুযোগ্য সেই জন শ্রীনবীন কয়॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল শুন শিবের কিঙ্কর।
অন্যায় বলিলে তুমি হয়ে মান্যবর॥
বিদ্যা-অনুযায়ি কর্ম্ম সকলে পাইবে।
অসম্ভব কথা ইহা কেমনে হইবে॥
শাস্ত্র পড়ি দ্বিজগণ দশ কর্ম্ম করে।
বেদ-অধিকারী তারা সর্ব্ব শাস্ত্র ধরে॥
শুনিয়াছি শূদ্রগণে বেদ নাহি পায়।
কেমনে করিবে কর্ম্ম বেদশূন্য কায়॥
বেদ-উচ্চারিতে যার নাহিক শকতি।
কেমনে পূজিবে দেবে কি জানে ভকতি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহেন তার শুন বিবরণ।
শূদ্রগণে প্রতারিল সব দ্বিজগণ॥
বুদ্ধির কৌশলে ভাই যত দ্বিজবর।
শাস্ত্রে মিথ্যা লিখি শূদ্রে দেখায়েছে ডর॥
সেই ভয়হেতু শূদ্র বেদ না লইল।
ক্রমে ক্রমে শূদ্রগণ অবিজ্ঞ হইল॥
ক্ষত্রী বৈশ্য গোঁয়া বেদ পায় মহাশয়।
কেবল শূদ্রকে ফাঁকি দিল দ্বিজচয়॥
ব্রহ্মের সন্তান চারি একই সমান।
পক্ষপাত কৈল দ্বিজ হইয়া অজ্ঞান॥
শাস্ত্রকার হয়েছিল ব্রাহ্মণ সকল।
মিথ্যা লিখি শূদ্রগণে করেছে বিকল॥

ব্রহ্মাপিতা এই চারি সমান সন্তান।
পিতৃধন কেন নাহি পাইবে সমান॥
ব্রহ্মের মুখের উক্তি বেদ হয় ভাই।
সমভাগে পাবে সবে কিছু ভেদ নাই॥
বিচার করিয়া তুমি দেখ মহাশয়।
ভাগ্যেতে যদ্যপি কার চারি পুত্র হয়॥
সেই ব্যক্তি পরলোকে করিলে গমন।
চারি জন সমভাগে লয় সেই ধন॥
মনু আর পরাশর স্মার্ত্ত মহাশয়।
দায়ভাগে এই বিধি লিখেন নিশ্চয়॥
এরূপ নিয়ম ভাই চিরকাল ছিল।
প্রভুত্বের জন্য দ্বিজ নিয়ম ভাঙিল॥
সেই হেতু ক্রোধ করি ব্রহ্ম সনাতন।
পাঠান ইংরাজে বঙ্গে করিতে শোধন॥
অনিয়ম শাস্ত্র তারা কভু না মানিবে।
দ্বিজের প্রভুত্ব মান সমস্ত ধ্বংসিবে॥
সমভাবে চারি জাতি করিবে পালন।
ব্রহ্মের নিয়ম ভাই না হবে লঙ্ঘন॥
কৌশল করিয়া তারা দ্বিজকে শাসিবে।
স্থানে২ বিদ্যালয় স্থাপন করিবে॥
ভারতবর্ষের দ্বিজ বিদ্যাবান্ হবে।
অসার দেখিয়া শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান লবে॥
সকলের মূল ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়।
বল্লালের নিয়মেতে না করিবে ভয়॥
ইংরাজের সহায় হইবে ব্রাহ্মগণ।
ক্রমেতে ইংরাজে বেদ করিবে হরণ॥

ব্রাহ্মগণ হইতে বেদ গায়ত্রী লইবে ।
ইংরাজ হইতে বেদ প্রকাশ হইবে ॥
যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিয়া সেই বেদ ।
সমভাগে দিবে সবে না রাখিবে ভেদ ॥
সেই সুযোগেতে ভাই যত শূদ্রগণ ।
অনায়াসে পিতৃধন করিবে গ্রহণ ॥
এরূপে সকল শূদ্র সম বেদ পাবে ।
ক্রমে২ দ্বিজের প্রভুত্ব মান যাবে ॥
চারি জাতি পরস্পরে ব্যবহার হবে ।
জাতিভেদ ত্যাগ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লবে ॥
তখন বঙ্গের ধর্ম্ম অপার হইবে ।
পক্ষপাতী দ্বিজগণ কুযশঃ লইবে ॥
শুনহ বেতাল আমি কহিলাম সার ।
ব্রহ্ম বিনা মনুষ্যের গতি নহি আর ॥
অনাদি পুরুষ তিনি জগতের মূল ।
তাঁকে না ভজিলে ভাই স্থূলে হয় ভুল ॥
নিরঞ্জন ব্রহ্ম দেখ সর্ব্বব্যাপী হন ।
অনিল রূপেতে ভবে করেন ভ্রমণ ॥
সকল জীবের প্রতি সমস্নেহ তাঁর ।
নিয়ম করেন ব্রহ্ম কহি শুন সার ॥
মনুষ্য পালন করিবেক যেই রাজা ।
শিষ্টকে তুষিবে স্নেহে দুষ্টে দিয়া সাজা ॥
রাজার অন্যায় যদি হয় মহাশয় ।
আপনি যে নিরঞ্জন শাসেন নিশ্চয় ॥
পরে পরে মনুষ্যের প্রতি দিয়া ভার ।
জগত বেড়িয়া ব্রহ্ম ভ্রমেণ অপার ॥

এত বলি নীরবিল পিশাচ সুধীর।
ব্রহ্মের প্রেমেতে প্রেমী চক্ষে বহে নীর॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
কহিছেন পিশাচেরে।
যত দ্বিজগণে, মিছা শাস্ত্র ভণে,
শূদ্রগণে ফেলে ফেরে॥
ব্রহ্মের সন্তান, সকলি সমান,
নিশ্চয় জানিনু আমি।
এ বিষম ভাই, শুনি তব ঠাঁই,
ব্রহ্ম সকলের স্বামী॥
বামুন সকল, কহিল বিফল,
শূদ্রের দেবতা হয়।
মনুষ্য হইয়া, প্রভুকে লঙ্ঘিয়া,
নির্ভয়েতে হেন কয়॥
দশ কর্ম্ম করে, ঘরে ঘরে ফেরে,
কপালেতে দিয়ে ফোঁটা।
লেখা পড়া নাই, অর্থ খোঁজে ভাই,
বিদ্যা বুদ্ধি কিন্তু মোটা॥
টোলে থাকে যারা, অহঙ্কারী তারা,
গরবে কথা না কয়।
শূদ্রকে দেখিয়া, ব্রহ্মকে লঙ্ঘিয়া,
আপনারা প্রভু হয়॥
শূদ্র যদি তায়, পড়িবারে যায়,
ভয়ানক বাক্য বলে।

ভারত পড়িবে, নরকে মজিবে,
মূর্খ রাখে কলে বলে॥
হাটের যে দর, জ্ঞাত হলে পর,
ভেঙ্গে যায় ভারি ভূরি।
যত শূদ্রগণে, ভাবিবেক মনে,
বামুনের কারিকুরি॥
ঘটক সকলে, ভ্রময়ে বিফলে,
শূদ্র বাড়ী যদি যায়।
কি কহিব রঙ্গ, অহঙ্কারে পঙ্গ,
শূদ্রবারি নাহি খায়॥
বাচালের মত, বকে কত শত,
সীমা নাহি আর তার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, দোষ গায় ভাই,
কিছু দোষ পায় যার॥
এক ব্রহ্মময়, জানে দ্বিজচয়,
জেনে শুনে শাস্ত্রে চুরি।
তার প্রতিফল, পাবে দ্বিজদল,
ইংরাজের কাছে ঘুরি॥
বামুন শাসনে, রাজত্ব আসনে,
ইংরাজ হইবে রাজা।
মিথ্যা নাহি রবে, সত্যকাল হবে,
দিবে সমুচিত সাজা॥
ব্রহ্ম সনাতন, জানি বিবরণ,
ইংরাজ পাঠান হেথা।
শূদ্রগণে পথ, ম্লেচ্ছ মনোরথ,
দেখাইবে যারে যেথা॥

যত জুয়াচুরি, লবে কুচ করি,
সত্যের প্রকাশ হবে।
বামুনের গাঁই, দূরে যাবে ভাই,
ব্রহ্মধর্ম্ম লবে সবে॥
কুল অহঙ্কার, যেন যমাকার,
ঘুচে যাবে ভাই কবে।
কুলীনের নারী, সুখী হবে ভারি,
এক পতি পাবে তবে॥
কায়স্থের কুল, তার নাহি মূল,
বামুনেরে দেখে হয়।
বামুনের আশ, শুনে হয় ত্রাস,
বিবাহেতে নাহি ভয়॥
ধিক্ ধিক্ কুলে, দূর হবে মূলে,
রামাগণে পাবে ত্রাণ।
এক পতি লয়ে, শয্যোপরি শুয়ে,
সকলে জুড়াবে প্রাণ॥
আর দেখ তবে, চারি জাতি সবে,
পরস্পরে অন্ন খাবে।
শ্রীক্ষেত্রের মত, ব্রহ্মে হবে রত,
মনের বিকার যাবে॥
দ্বিজ শূদ্র ভবে, বন্ধু তুল্য হবে,
ব্রহ্মকে করিবে সার।
ধন্য ধন্য ভাই, মনে ভাবি তাই,
ইহা তুল্য নাহি আর॥
যাইবে কুরীতি, হইবে সুরীতি,
সুখেরবে সবে বশি।

যাইবে কুরীতি, হইবে সুরীতি,
সুখে রবে সবে বসি।
ব্রহ্ম জ্ঞানে সবে, রত হবে কবে,
প্রকাশিবে জ্ঞানশশী॥
অন্ধকার যত, সব হবে হত,
চারি জাতি এক হবে।
বল্লালি উঠিবে, বিপদ টুটিবে,
সূক্ষ্ম জ্ঞান পাবে সবে॥
এত দিনে ভাই, শুনি তব ঠাঁই,
কুরীতি সকল যাবে।
ধন্য ধন্য কলি, সত্য কাল বলি,
ক্রমেতে প্রকাশ পাবে॥
বিধবা সকল, যৌবন বিফল,
নাহি করিবেক আর।
স্বামী মনোগত, লবে নারী মত,
কামানল হবে পার॥
যত রামাগণে, খুসী হবে মনে,
বেশ্যা না হইবে কভু।
উপস্থিত পেলে, কেবা যায় ফেলে,
নির্গুণে হইলে প্রভু॥
ক্ষুধা পায় যার, জ্ঞান যায় তার,
পরের যাচিয়া খায়।
সেই রূপ মত, স্বামীহীনা যত,
কামে গৃহ ছেড়ে যায়॥

নবীন কহিছে, মনেতে লইছে,
সার হয় এই রীতি।
সকলের মান, নাহি হবে আন,
সূক্ষ্ম হবে রীতি নীতি॥

পুনরুপি বেতাল যে আরম্ভে কথন।
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন॥
আর কি কুরীতি বঙ্গে আছয়ে প্রবল।
কোন কর্ম্ম পণ্ডিতেরা করিল বিফল॥
সুবুদ্ধি চতুর তুমি জ্ঞানবান্ অতি।
শুনিয়া তোমার বাক্য বড় পাই প্রীতি॥
শিবের কিঙ্কর তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও।
এসব বৃত্তান্ত মোরে অকপটে কও॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ কহিল তবে শুনহ ভারতী।
আর কিছু কহি বঙ্গে আছে যে কুরীতি॥
অপাত্রকে দান করা যোগ্য হয়া আর।
প্রবল কুরীতি ইহা মর্ম্ম শুন তার॥
যোগ যজ্ঞ দেবপূজা যত লোকে করে।
আনন্দেতে মহাতুষ্ট হয় ঘরে ঘরে॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান করে বহুতর।
দুঃখী লোকে নাহি দেয় শুন অতঃপর॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান উপযুক্ত নয়।
অন্ধ খঞ্জ গতিহীন দানযোগ্য হয়॥

ইহার কারণ আমি কহি শুন তায়।
শরীরের অঙ্গ দেখ কর্ম্ম অভিপ্রায়॥
জগত ঈশ্বর যিঁনি ব্রহ্ম সনাতন।
হস্তাদি চরণ দেন কর্ম্মের কারণ॥
চলিবার হেতু তিনি দিলেন চরণ।
দৃষ্টির কারণে চক্ষুঃ করেন অর্পণ॥
দুই হস্ত দেন প্রভু কর্ম্ম করিবারে।
যাহাতে মনুষ্য কর্ম্ম অনায়াসে পারে॥
বাক্শক্তি প্রদান করেন সৃষ্টিপতি।
পরস্পরে মিষ্টবাক্যে করিবে পীরিতি॥
ক্ষমতা বিশেষে কর্ম্ম করিবেক নরে।
কেহ উচ্চ কেহ নীচ হবে পরস্পরে॥
কায়িক করিয়া শ্রম বিদ্যা যে শিখিবে।
তদ্ অনুযায়ী মান অবশ্য পাইবে॥
জাতি-অভিমান দেখ কিছু সত্য নয়।
মনের বিকারে ভাই ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥
হস্ত পদ বল শক্তি আছয়ে যাহার।
তারে দান দিলে বৃথা কহি শুন সার॥
জগদীশ্বরের হেন নহে মনোগত।
শক্তিমানে দান দিতে হইবেক রত॥
কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র কিবা বৈশ্য আর।
[illegible] দিলে মিথ্যা হবে তার॥
কর্ম্মক্ষম হয়ে যেবা ধন দান লবে।
অন্তকালে সেই ব্যক্তি নরকেতে রবে॥
ব্রহ্মের আদেশ নাহি শক্তিমানে দান।
যে করিবে সেই পাপী নাহি কিছু আন॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল একি কহ মহাশয়।
দান দিলে পাপী হবে ইহা কভু হয়॥
বহু শাস্ত্রে শুনিয়াছি কহি তবে সার।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান করিবে অপার॥
শাস্ত্রমতে ধন দান যে জন করিবে।
পৃথিবীতে পুণ্যবান্ সেইত হইবে॥
দান করি পাপী হবে সে আর কেমন।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নিরূপণ॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ উত্তর তবে দিলেন সত্বর।
কহিব সকল আমি শুন বীরবর॥
পরিশ্রম ক্লেশ বোধ করে পরস্পরে।
সহজে পাইলে ধন কেবা দুঃখ করে॥
বলবান্ ব্যক্তি যদি ধন দান পায়।
ক্রমে ক্রমে সুখী হয়ে কর্ম্মে নাহি যায়॥
যদ্যপি সে ধন দান আর নাহি পায়।
কর্ম্মেতে করিয়া ভয় ভিক্ষা করি খায়॥
একবার অকর্ম্মণ্য হয় যেই জন।
পুনরায় কর্ম্মে তার নাহি থাকে মন॥
যদ্যপি ভিক্ষাতে তার নির্ব্বাহ না হয়।
দুঃখেতে ব্রহ্মকে ধ্যান করয়ে নিশ্চয়॥
অন্নকষ্ট হেতু তার যত দুঃখ হয়।
সে দুঃখের পাপ তাই দানকর্ত্তা নয়॥

যেমন রোগীর বিধি ঔষধ সেবন।
নীরোগী ঔষধ কেন করিবে ভক্ষণ॥
রোগীকে ঔষধ দিলে রোগশান্তি হয়।
নীরোগী ঔষধ কেন খাবে মহাশয়॥
রোগীকে ঔষধ দিবে এই মত রীত।
নীরোগী খাইলে উহা হয় বিপরীত॥
বলবানে দান দেয়া বিধি নহে ভাই।
সকল বৃত্তান্ত আমি কহি তব ঠাঁই॥

বেতালের উক্তি।

বেতাল কহিল পুনঃ শুন মহাশয়।
সন্ন্যাসী হবার বাধা কিনা বল হয়॥
জগদীশ্বরের সৃষ্টি সকল সংসার।
তাঁকে না ভাবিয়া কেন ভাবিবে অসার॥
ত্রিভুবন মধ্যে সার সেই সৃষ্টিপতি।
তাঁহার ভজনে হেলা করে দুষ্টমতি॥

পিশাচের প্রত্যুক্তি।

পিশাচ বলিল শুন তাহার কারণ।
সন্ন্যাসী হবার প্রতি প্রভুর বারণ॥
বিপুল সংসার ব্রহ্ম করেন সৃজন।
অনুভাবে বুঝ ভাই তার বিবরণ॥
স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি প্রভু করেন আপনি।
সন্তানের হেতু ইহা শুন গুণমণি॥

যুবক ব্যক্তিকে দান উপযুক্ত নয়।
দান নহে জানিও আস্পর্দ্ধা দেয়া হয়॥
অতএব হেন কর্ম্ম যে করিবে ভাই।
ব্রহ্মের কোপেতে তার নরকেতে ঠাঁই॥
অন্ধ খঞ্জ গতিহীনে যে করিবে দান।
প্রভুর কৃপায় তার বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
আর কহি শুন ওহে বেতাল সুমতি।
দয়া নাহি হয় কভু বলবান্ প্রতি॥
অন্ধ খঞ্জ গতিহীন দয়ার ভাজন।
যাহাকে দেখিয়া দয়া করয়ে সজ্জন॥
বালক প্রাচীন হয় দয়ার আস্পদ।
বলবানে দয়া করা বিষম বিপদ॥
যুবক ব্যক্তিকে তবে কেন দান দিবে।
যাহাকে দেখিয়া দয়া উদয় নহিবে॥
অন্ধ খঞ্জ গতিহীন দেখে যেই জন।
কারুণ্য রসেতে আর্দ্র হয় তার মন॥
দানের ভাজন ভাই গতিহীন হয়।
ব্রহ্মের আদেশ ইহা জানিও নিশ্চয়॥
তাহার কারণ ভেবে দেখ মহাশয়।
কোন গ্রামে যদ্যপি না থাকে জলাশয়॥
জলকষ্টে গ্রামবাসী দুঃখ পায় অতি।
সর্ব্বদা জলের চিন্তা করে নিতি নিতি॥
তথায় পুষ্করণী যদি কাটে কোন জন।
জল পেলে গ্রামবাসী মহাতুষ্ট হন॥
গতিহীনে ধন দিলে সেই রূপ হয়।
বলবানে দান দেয়া উপযুক্ত নয়॥

উৎপাদন জন্য ব্রহ্ম করেন নিয়ম।
নিয়মানুগত জীব হতেছে জনন॥
সন্তান-উৎপত্তি করা প্রভুর আদেশ।
হেন কর্ম্মে নর যত্ন করিবে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী হইবে যেবা লঙ্ঘিয়া আদেশ।
ব্রহ্মের কোপেতে দুঃখ পাইবে অশেষ॥
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘি যেবা পিতা বলি ডাকে।
সে পিতার স্নেহ ভাই পুত্রে নাহি থাকে॥
সেইরূপ হয় এই সন্ন্যাসী সকল।
নিয়ম করিয়া ত্যাগ ভ্রময়ে বিফল॥
আর কহি শুন ওহে বেতাল সুজন।
পিতা মাতা সম গুরু নাহি ত্রিভুবন॥
বহুকষ্টে পুত্রগণে বর্দ্ধিত করয়।
পিতা মাতা তত্ত্ব যদি পুত্র নাহি লয়॥
তার অপযশঃ ভাই সংসারে না ধরে।
নরাধম যেই জন সেই হেন করে॥
পিতা মাতা ত্যাগ করি বনে যাবে যেই।
অন্তকালে দুঃখভোগী করিবেক সেই॥
পিতা মাতা সেবা আর পুত্র-উৎপাদন।
অবসরে ব্রহ্মকে স্মরিবে সাধুগণ॥
সকল কর্ম্মেতে যেবা বিশ্বাসী হইবে।
চিরকাল সেই ব্যক্তি স্বর্গেতে রহিবে॥
অতএব কহিলাম কুরীতি সকল।
জম্বুদ্বীপে এই চারি কুরীতি প্রবল॥
ইহা নিবারণ হেতু ব্রহ্ম সনাতন।
পাঠান ইংরাজে বঙ্গে শুনহ কারণ॥

কুরীতি শোধন এরা করিবে নিশ্চয়।
কহিনু তোমারে আমি শিব যাহা কয়॥

বেতালের উক্তি।

বিক্রমকিঙ্কর শুনি, পিশাচে জানিয়া গুণী,
কহিতে লাগিল কুতূহলে।
এমন অন্যায় ভবে, ভিখারিরা করো সবে,
নর জন্ম কাটায় বিফলে॥
আত্মার গৌরব ছাড়ি, ভ্রময়ে গৃহস্থ বাড়ী,
ভিক্ষা করি লয়য়ে তণ্ডুল।
পরিশ্রমে নাহি যায়, কেবল মাগিয়া খায়,
ভিক্ষা করা অনর্থের মূল॥
পিতা মাতা ছাড়ি কেহ, সন্ন্যাসী হইয়া দেহ,
শীর্ণ করি ভ্রমে নানা দেশে।
পীত বহির্ব্বাস পরে, ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে,
প্রান্তরেতে মরে থাকে শেষে॥
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ছাই, ক্ষুধা হৈলে খাই খাই,
করিয়া বেড়ায় ঘরে ঘরে।
সন্ন্যাসী হওন ভাই, ব্রহ্মের আদেশ নাই,
তবে কেন হেন কর্ম্ম করে॥
জগত ঈশ্বর যিনি, সৃষ্টি মূলাধার তিনি,
বহু জীবে করেন সৃজন।
স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ব্রহ্ম, করিলেন বুঝ মর্ম্ম,
কেবল সে উৎপত্তি কারণ॥

হেন আজ্ঞা ছাড়ি যেবা, করিবে ভিক্ষার সেবা,
পৃথিবীতে সেইত পামর।
অল্পকাল জন্য ভাই, ভিক্ষা মাগে সর্ব্ব ঠাঁই,
নর কিছু নহেত অমর॥
কায়িকের ধন যাহা, অমৃতের তুল্য তাহা,
বহু ধর্ম্ম হয় সেই ধনে।
কাণা খোঁড়া গতিহীনে, যেই ধন দিবে দীনে,
অন্তে স্বর্গে যাবে তুষ্ট মনে॥
বঙ্গের এসব রীত, বুঝি দেখি বিপরীত,
দ্বিজগণ ভিক্ষা করি খায়।
রক্ত চন্দনের ফোটা, কপালে লাগায় মোটা,
ভঙ্গি করি শূদ্র বাড়ী যায়॥
জগদম্বে ডাকে ঘন, কেবল ফিকিরে মন,
ভাব করি শিব শিব বলে।
শ্রাদ্ধের সংবাদ পেলে, দলে দলে যায় হেলে,
ধন বস্ত্র লয় নানা ছলে॥
আহার করিলে পরে, ভোজনদক্ষিণা ধরে,
নাহি দেখি এমন বালাই।
পরাঙ্মুখ পরিশ্রমে, ধনের সন্ধানে ভ্রমে,
যাচ্ঞায় কিছু লজ্জা নাই॥
ব্রতাল্লিয়া কহে দ্বিজ, প্রভু হয় নিজ নিজ,
শূদ্রের মস্তকে পদ তুলে।
জাতি অহঙ্কার করে, শিলা পূজে ঘরে ঘরে,
ব্রহ্মে ভয় নাহি করে ভুলে॥
বলে যত দ্বিজগণ, শুনিয়া চমকে মন,
লক্ষশূদ্রে বামুন ভিখারি।

ফিকির করিল যত, পরেতে হইবে হত,
ভেঙ্গে যাবে সব ভূরি ভারি॥
ইংরাজ হইবে রাজা, দ্বিজে সমুচিত সাজা,
দিবে সব অন্যায় দেখিয়া।
ভয়ে দ্বিজগণ যত, ইংরাজে সেলাম কত,
করিবেক অগত্যা ভাবিয়া॥
গর্ব্ব যত হবে চূর, দর্প সব যাবে দূর,
অহং গিয়া বিহঙ্গম হবে।
ভারত পিঞ্জর মাঝে, দ্বিজগণ হীন সাজে,
অন্যায়ের হেতু সব রবে॥
আর দেখ মহাশয়, বৈষ্ণব যতেক হয়,
পিতা মাতা ছাড়ি যায় লোক।
ভিক্ষাঝুলি করি কাঁদে, ভণ্ডামি ফিকির ফাঁদে,
মা বাপেরে দিয়া বহু শোক॥
পিতা মাতা সেবা ছাড়ি, ভঙ্গিতে বাড়ায় দাড়ি,
বৈষ্ণবী লইয়া কেলি করে।
পরিশ্রমে করি ভয়, ভিক্ষায় নির্ব্বাহ নয়,
ফিকিরেতে ফিরে ঘরে ঘরে॥
অঙ্গেতে কৌপীন দিয়া, তণ্ডুলের পাত্র নিয়া,
গাত্রদেশে দেয় নানা ছাবা।
ভিক্ষা করা মহাপাপ, পাপেতে পাইবে তাপ,
ব্রহ্ম কোপে হবে সবে হাবা॥
ভঙ্গী করি বেশ করে, মস্তকেতে শিখা ধরে,
কোমরেতে কষি পরে ধড়া।
দিনে আনে দিনে খায়, পরিশ্রমে নাহি যায়,
সম্বল না থাকে এক কড়া॥

হরির মন্দিরা নাকে, দীর্ঘ ঝুলি কাঁদে থাকে,
বলে মোরা গৌরাঙ্গের চেলা।
প্রতারণা সর্ব্বক্ষণ, কেবল ভিক্ষায় মন,
পরিশ্রমে করে বহু হেলা॥
ধিক্ ধিক্ বলি ভাই, আত্মার গৌরব নাই,
ভিক্ষায় ধারণ করে প্রাণ।
ভিক্ষা করা মহাপাপ, পাপে বহু মনস্তাপ,
ব্রহ্ম স্থানে নাহি পাবে ত্রাণ॥
ব্রহ্মের আদেশ ছাড়ি, ভিক্ষা মাগে বাড়ী বাড়ী,
সেই রাগে ব্রহ্ম রুষ্ট হবে।
ইংরাজের হাতে গত, মান হয়ে যাবে হত,
পরিশ্রমে রত হবে সবে॥
ভঙ্গী রঙ্গী ছাব ছাবা, ফাঁকিবাজি হবে হাবা,
জুয়াচুরি সব প্রকাশিবে।
বিদ্যাবান্ হবে সব, ভাল মন্দ অনুভব,
করি তবে তাড়াইয়া দিবে॥
যা কহিলে অকপটে, এসব কুরীতি বটে,
যথার্থ বিচার তব ঠাঁই।
করি আমি নিবেদন, তুমি অতি মহাজন,
তোমারে প্রণাম করি ভাই॥

পিশাচের বেতালের নিকট বিদায় ও কৈলাসে গমন।

শুন তবে মহাশয় আর কি কহিব।
শর্ব্বরী হইল শেষ কৈলাসে যাইব॥

আজ্ঞা কর যাই আমি শিবের গোচরে।
রজনী প্রভাত হয় দেখে পাছে নরে ॥
উভয়েতে দুই জন কোলাকুলি করি।
বেতাল উঠিল তবে বৃক্ষের উপরি ॥
বেতালেরে কোল দিয়া পিশাচ তখন।
কৈলাস পর্ব্বত প্রতি করিল গমন ॥
পিশাচ-উদ্ধার গ্রন্থ শুন সর্ব্বজন।
রচিল নবীন দাস করিয়া যতন ॥
মনোযোগে এই গ্রন্থ যে জন পড়িবে।
ব্রহ্মের কৃপায় তার সুজ্ঞান হইবে ॥

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়।

নবদ্বীপ বিদ্যাকূপ, তাহে কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ,
ভারতে প্রসিদ্ধ অতিশয়।
সেই জনপদে বাস, পরিচয়ে হয় ত্রাস,
বাসস্থান পল্লিমত কয় ॥
রচিল নবীন দাস, ব্রহ্মপদ করি আশ,
অন্তে প্রভু দিও শ্রীচরণ।
ভুতর বাগিতে ধাম, ব্রজনাথ দাস নাম,
দীনের জনক সেই জন ॥
শুন সব বন্ধুগণ, করি আমি নিবেদন,
দাস অতি দীনহীন নর।
পুস্তকের দোষ যাহা, কভু নাহি লবে তাহা,
অনুগ্রহ করি মনোপর ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।
